# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

দে ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

সরল পদ্যে

অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

[ ৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা। ]

নূতন সংস্করণ।

হিন্দুপ্রেস,

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

## প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগিবাক্য দ্বারা
যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,
তৎসমুদয় সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র-
সমীপে কথন।

সঞ্জয়ে সম্বোধি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
কহেন শুনহ বলি আমার ভারতী॥
দুর্য্যোধন আদি করি মম পুত্রগণ।
যুধিষ্ঠির আদি আর পাণ্ডবেয়গণ॥
ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিয়া সকলে।
যুদ্ধ হেতু কি করিল বলহ আমারে॥
রাজার বচন শুনি সঞ্জয় তখন।
কহিলেন মিষ্টভাষে শুনহ রাজন॥
ব্যূহিত পাণ্ডব-সৈন্য দেখি দুর্য্যোধন।
দ্রোণের নিকটে গিয়া কহিল তখন॥
আচার্য্য নিবেদি তোমা কর অবধান।
মহতী পাণ্ডবসেনা দেখ বিদ্যমান॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন তব শিষ্য দ্রুপদ-নন্দন।
মনোহর ব্যূহ দেখ করেছে রচন॥
রণসজ্জা করি সব পাণ্ডবের সেনা।
ব্যূহে অবস্থিত আছে চাহিয়া দেখনা॥
ভীমার্জ্জুন সম যুদ্ধে মহা ধনুর্দ্ধর।
কত বীর রহিয়াছে সংগ্রাম ভিতর॥
সাত্যকি বিরাট আর দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশী-নরপতি॥
পুরুজিৎ কুন্তিভোজ শৈব্য নরবর।
যুধামন্যু উত্তমৌজা মহাবীরবর॥
সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু মহাবীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিক্রমে সুধীর॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। যখন কুরুপাণ্ডবগণের সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে পরস্পর সম্মুখীন হইল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

সকলেই মহারথ সবে বলবান।
পাণ্ডবের পক্ষে দেখ করে অবস্থান ॥
আমাদের পক্ষে যারা সেনাপতি আছে।
অবগতি হেতু তাহা বলি তব কাছে ॥
আপনি আচার্য্য নিজে আপন নন্দন।
ভীষ্ম কর্ণ কৃপাচার্য্য রণে বিচক্ষণ ॥
ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ, বিকর্ণ সুমতি।
ইহা ভিন্ন বহু বীর করে অবস্থিতি ॥
অস্ত্র-শস্ত্রে বিশারদ সবে বিচক্ষণ।
করিবে আমার লাগি সবে প্রাণপণ ॥
ভীষ্ম দ্বারা সুরক্ষিত মম সৈন্যগণ।
হেন বুঝি রণে নাহি জিনিবে কখন ॥
পাণ্ডবের সেনা হয় ভীমের রক্ষিত।
যুদ্ধে সুপারগ বলি হয় অনুমিত ॥
আপন বিভাগমতে তোমরা সকলে।
ভীষ্মেরে করহ রক্ষা থাকি ব্যূহদ্বারে ॥
ভীষ্ম-বল মহাবল মোদের জীবন।
তাঁরে যেন পাছু হতে না করে নিধন ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শঙ্খ-ধ্বনি করে ভীষ্ম অতি ঘন ঘন ॥
হর্ষ-বৃদ্ধি হেতু দুর্য্যোধনের অন্তরে।
বিপুল-প্রতাপে ভীষ্ম সিংহনাদ করে ॥
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ আর শঙ্খধ্বনি।
উভয়ে তুমুল শব্দ কিছু নাহি শুনি ॥
শঙ্খ ভেরী আনকাদি গোমুখ মাদল।
কত বাদ্য বাজি উঠে বড় কোলাহল ॥
এদিকে পাণ্ডবপক্ষে নর-নারায়ণ।
শ্বেতাশ্ব-শোভিত রথে করি আরোহণ ॥
অনুত্তম শঙ্খ-ধ্বনি করেন হরিষে।
শুন শুন নরপতি বলিব বিশেষে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ-ধ্বনি করে হৃষীকেশ।
দেবদত্ত শঙ্খ বাদ্য করে গুড়াকেশ ॥*

পৌণ্ড্র শঙ্খ বাদ্য করে ভীম বৃকোদর।
অনন্ত বিজয় শঙ্খ ধর্ম্ম নরবর ॥
সুঘোষ নামেতে শঙ্খ নকুল বাজায়।
বর্ণনে সে সব শব্দ মুখে না জুয়ায় ॥
মণিপুষ্প শঙ্খ ধ্বনি সহদেব করে।
বাজায় বিবিধ শঙ্খ অপরে অপরে ॥
শিখণ্ডী রথীর শ্রেষ্ঠ কাশী-নরপতি।
বিজয়ী সাত্যকি আর বিরাট ভূপতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি দ্রৌপদেয়গণ।
মহাবাহু অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন ॥
ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খ বাদ্য সকলেই করে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-হৃদি নিনাদে বিদরে ॥
শঙ্খের তুমুল শব্দ উঠি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমণ্ডল খমণ্ডল নিনাদিত করে ॥
শস্ত্রক্ষেপে সমুদ্যত বীর ধনঞ্জয়।
কপিধ্বজ রথে চড়ি সানন্দ হৃদয় ॥
যথাযোগ্য রূপে স্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
সমারব্ধ যুদ্ধে আছে করি দরশন ॥
শরাসন উত্তোলিত করি ধনঞ্জয়।
বাসুদেবে সম্বোধিয়া সবিনয়ে কয় ॥
উভয় সেনার মধ্যে আছে যেই ভূমি।
তথায় রাখহ রথ ওহে চক্রপাণি ॥
সমর-বাসনা করি যত সৈন্যগণ।
কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে এখন ॥
তার মাঝে কার সহ সমর করিব।
যাবৎ বিচারি তাহা নয়নে হেরিব ॥
তাবৎ রাখহ রথ ওহে চক্রপাণি।
উভয় পক্ষের মাঝে আছে যেই ভূমি ॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির হিতের কারণ।
করেছেন যারা যারা হেথা আগমন ॥
যাবত সে সবারে আনি দরশন করি।
তাবত মাঝেতে রথ রাখহ মুরারি ॥
সঞ্জয় কহেন শুন ওহে নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া এই পার্থের ভারতী ॥
অবিলম্বে রথ লয়ে সানন্দ অন্তরে।
রাখিল উভয়-পক্ষ-সৈন্যের মাঝারে ॥

* গুড়াকেশ—গুড়াকা শব্দে নিদ্রা, যে নিদ্রাকে পরাজয় করিয়াছে, তাহার নাম গুড়াকেশ। এটী অর্জ্জুনের এক নাম।

ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি যতেক রাজার।
সন্মুখে রাখিয়া রথ হরি দয়াধার ॥
পার্থেরে সম্বোধি কন মধুর বচন।
অই দেখ ভীষ্ম দ্রোণ আদি যোদ্ধাগণ ॥
আর যত কৌরবেরা রণসাজে সাজি।
সমবেত রণভূমে হইয়াছে আজি ॥
অর্জ্জুন হরির বাক্যে চাহি রণভূমে।
উভয় পক্ষেতে হেরে যত আত্মগণে ॥
পিতৃব্য আচার্য্য মামা ভ্রাতৃগণ আদি।
পিতামহ সনে রণে করে অবস্থিতি ॥
দুর্য্যোধন প্রভৃতির পুত্র-পৌত্রগণ।
শ্বশুর হিতৈষী কত আর মিত্রগণ ॥
সকলে সমরভূমে করে অবস্থিতি।
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষাদিত অতি ॥
উভয় দলেতে দেখি আত্মবন্ধুগণ।
পার্থের হৃদয় হ'ল কৃপায় মগন ॥
বিষণ্ণ-বদনে কন ওহে হৃষীকেশ।
আমার বচন শুন বলিব বিশেষ ॥
যুদ্ধ অভিলাষে এই আত্মবন্ধুগণ।
আসিয়াছে রণভূমে শ্রীমধুসূদন ॥
সবারে হেরিয়া এবে মম কলেবর।
হইতেছে অবসন্ন ওহে দামোদর ॥
বিশুষ্ক হতেছে দেখ আমার বদন।
রোমাঞ্চিত বিকম্পিত দেহ ঘন ঘন ॥
গাণ্ডীব স্বকর হতে খসিয়া পড়িছে।
দেহ-চর্ম্ম যেন মম জ্বলিয়া যেতেছে ॥
দাঁড়াতে শকতি আর নাহিক আমার।
উদ্ভ্রান্ত হতেছে চিত্ত কি বলিব আর ॥
দুর্নিমিত্ত কত প্রভু করি দরশন।
অনিষ্ট-সূচক সব অতি অলক্ষণ ॥
বিশেষ নিবেদি কৃষ্ণ তোমার চরণে।
সমরে বধিয়া আত্ম-বান্ধবাদিগণে ॥
বিশেষ মঙ্গল ইথে কিছু নাহি হেরি।
বিজয়-বাসনা কৃষ্ণ আর নাহি করি ॥
রাজ্যেতে বাসনা মম কিছু মাত্র নাই।
ত্যজিনু সুখের বাঞ্ছা শুনহ গোঁসাই ॥
রাজ্যেতে মোদের আর কিবা প্রয়োজন।
ভোগসুখে কিবা কাজ ওহে জনার্দ্দন ॥
কি ফল বলহ আর জীবন ধারণে।
রাজ্যভোগ সুখ বাঞ্ছা যাদের কারণে ॥
তাঁরা সবে রণভূমে সমবেত হেরি।
সুখে আর কিবা কাজ বলহ মুরারি ॥
পুত্র পৌত্র পিতামহ শ্বশুর মাতুল।
শ্যালক আচার্য্য আর যত আত্মকুল ॥
ধন-আশা জীবনাশা করি বিসর্জ্জন।
কুরুক্ষেত্রে আছে সবে করিবারে রণ ॥
তবে আর রাজ্যধনে অথবা জীবনে।
কিবা কাজ বল প্রভু কহি তব স্থানে ॥
ফলতঃ মোদের যদি করয়ে নিধন।
তবু সবে সংহারিতে নারিব কখন ॥
ত্রিলোক যদ্যপি পাই পৃথিবী ত দূরে।
তথাপি নাহিক বাঞ্ছা এ ভব সংসারে ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে মোরা করিলে নিধন।
তাহে প্রীতি মোরা নাহি লভিব কখন ॥
আততায়ী সত্য বটে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
আততায়ী বধে পাপ না হয় কখন ॥
যদ্যপি শাস্ত্রেতে হেন আছয়ে বিধান।
তথাপি শুনহ বলি ওহে ভগবান ॥
আমাদের আত্মবন্ধু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
ইহাদের বধ নহে উচিত কখন ॥
আততায়ী বধে পাপ হইবে নিশ্চয়।
অতএব শুন বলি ওহে দয়াময় ॥
স্বজন আত্মীয়গণে করিয়া বিনাশ।
আমরা কি সুখী হব কহ শ্রীনিবাস ॥
দুর্য্যোধন আদি সবে লোভেতে মজিয়ে।
হিতাহিত-বুদ্ধি-শূন্য হয়েছে হৃদয়ে ॥
কুলক্ষয় জন্য দোষ না হেরে নয়নে।
মিত্রদ্রোহ জন্য পাপ না ভাবিছে মনে ॥
কিন্তু বল দেখি প্রভু ওহে জনার্দ্দন।
কুলক্ষয় দোষ মোরা করি নিরীক্ষণ ॥
এ মহাপাতক মোরা কিরূপে করিব।
কেন নাহি পাপ হতে বিরত হইব ॥

অতএব শুন হরি মম নিবেদন।
সমরে নিবৃত্ত হতে উচিত এখন॥
কুলক্ষয়ে কুলধর্ম্ম বিনাশিত হয়।
কুলধর্ম্ম নষ্ট হলে মজিব নিশ্চয়॥
কুলধর্ম্ম নষ্ট হলে অধর্ম্ম উদিয়া।
অবশিষ্ট কুলে ঘেরে সবলে আসিয়া॥
অধর্ম্মে নিমগ্ন যদি হয়ে পড়ে কুল।
কুলনারী দূষী হয়ে হারায় দুকুল॥
কুলনারী যদি রত হয় দুরাচারে।
সঙ্কর বরণ জন্ম লয় সেই ঘরে॥
সঙ্কর হইতে কুল অধোগামী হয়।
কুলনাশী নরকেতে পড়িবে নিশ্চয়॥
সেই বংশে পিণ্ড লোপ হয় জনার্দ্দন।
উদকক্রিয়াদি তাহে না রহে কখন॥
তাহাদের পিতা পিতামহ আদি করি।
পতিত হইয়া রহে ওহে মুর-অরি॥
কুলনাশী লোকেদের এই সব দোষে।
জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম সমূলে বিনাশে॥
শুন শুন জনার্দ্দন করেছি শ্রবণ।
কুলধর্ম্ম নষ্ট করে যেই সব জন॥
চিরদিন রহে তারা নিরয়-মাঝারে।
সত্য সত্য এই কথা নিবেদি তোমারে॥
হায় হায় কিবা কষ্ট কহিব বা কত।
স্বজন বান্ধব নাশে হয়েছি উদ্যত॥
প্রতীকারে পরাঙ্মুখ যদি আমি হই।
শস্ত্রহীন হয়ে যদি রণভূমে রই॥
স্বজন বিনাশে ইচ্ছু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
রাজ্যলোভে অস্ত্রে যদি করয়ে নিধন॥
তাহাও কল্যাণকর হবে জনার্দ্দন।
স্বজনে বধিতে তবু নারিব কখন॥
স্বজনে বধিয়া মহাপাপে লিপ্ত হতে।
কভু না পারিব প্রভু বলিনু সাক্ষাতে॥
সঞ্জয় কহিল শুন ওহে নরপতি।
কৃষ্ণকে এতেক বলি পার্থ মহামতি॥
কর হতে ত্যজি শর আর শরাসন।
শোকাকুলচিত্তে রথে বসেন তখন॥

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধেরে সম্বোধি পুনঃ কহেন সঞ্জয়।
শুন শুন তার পর ওগো মহোদয়॥
অর্জ্জুনে বিষণ্ণ হেরি সবাষ্প-লোচন।
বাসুদেব সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
বিষম সময়ে তব একি মোহ হেরি।
স্বর্গ-প্রতিরোধী ইহা জানিবে বিচারি॥
প্রাকৃত সদৃশ ইহা অযশ-কারণ।
কেন তব হেন মতি জন্মিল এখন॥
যাহাতে অধর্ম্ম হয় অযশ যাহায়।
সুধীজনে সযতনে ত্যজিবে তাহায়॥
পুরুষ হইয়া কেন ক্লীবের সমান।
এ সময়ে নহে যোগ্য ওহে মতিমান॥
হৃদি হতে দুর্ব্বলতা করি বিদূরণ।
যুদ্ধ হেতু সমুদ্যত হও এইক্ষণ॥
হরির এতেক বাক্য শুনি ধনঞ্জয়।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয়॥
পূজনীয় ভীষ্ম কিম্বা দ্রোণ গুরু সহ।
কিরূপে করিব রণ তাহা মোরে কহ॥
রণ করা দূরে থাক যাঁহাদের সনে।
সমর করিব বলা অযুক্ত বিধানে॥
তাঁদের সহিত যুদ্ধ কিরূপে করিব।
কিরূপে সমরক্ষেত্রে প্রতিযোদ্ধা হব॥
মহোদয় গুরুজনে না করি নিধন।
যদ্যপি করিতে হয় ভিক্ষান্ন ভোজন॥
তাহাও বরঞ্চ শ্রেয়ঃ মম পক্ষে জানি।
যুদ্ধ হেতু মন নাহি ওহে চক্রপাণি॥
ইঁহাদিগে যদি আমি করি গো নিধন।
ইহকালে মহাদুঃখ পাব জনার্দ্দন॥
রুধিরাক্ত অর্থ কাম ভুঞ্জিতে হইবে।
ভীষ্মের বচন যাহা শুন বলি তবে॥
বলেছিল ভীষ্মদেব ধর্ম্মের নন্দনে।
"পুরুষ অর্থের দাস বিদিত ভুবনে॥
অর্থ পরদাস নাহি কখনই হয়।
বদ্ধ আছি কুরুধনে এ হেতু নিশ্চয়॥"

বস্তুতঃ সংগ্রামে জয় আর পরাজয়।
এ দুয়ে গৌরব কার আছয়ে সংশয়॥
কেন না শুনহ বলি ওহে জনার্দ্দন।
যাঁহাদিগে রণক্ষেত্রে করিয়া নিধন॥
জীবিত থাকিতে মোরা নহি অভিলাষী।
তাহারাই রণাগত দেখ কালশশী॥
আত্মীয় বান্ধবগণে করিয়া নিধন।
কিরূপে জীবন মোরা করিব ধারণ॥
এরূপ কাতরভাবে কার্পণ্য যে বলে।
ইহাও পরম দোষ জানিছি অন্তরে॥
এ হেতু নিবেদি প্রভু চরণে তোমার।
বিবেচিয়া বল যাহা কল্যাণ আমার॥
তোমার পরম শিষ্য জানিবে আমারে।
উপদেশ দেহ প্রভু শরণাগতেরে॥
নিষ্কণ্টক:সুসমৃদ্ধ রাজ্য যদি পাই।
দেবের দেবেন্দ্র পাই যদ্যপি গোঁসাই॥
তথাপি ইন্দ্রিয় মম শোকেতে মজিবে।
শোক দূর হয় কিসে নাহি হেরি ভেবে॥
এ হেতু বিনয়ে নাথ জিজ্ঞাসি তোমায়।
উচিত বিধান বলি উদ্ধার আমায়॥
সঞ্জয় কহেন শুন ওহে নরপতি।
এতবলি কুন্তীপুত্র পার্থ মহামতি॥
যুদ্ধ না করিব আমি ওহে মহাশয়।
এত বলি জনার্দ্দনে মৌনভাবে রয়॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সহাস্য-বদনে হরি বলেন তখন॥
পণ্ডিত সমান বাক্য তোমার বদনে।
নির্গত হইল সত্য শুনিনু শ্রবণে॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন বীরবর।
অশোচ্য বান্ধব লাগি কেন শোক কর॥
ইহাতে অনভিজ্ঞতা হতেছে তোমার।
বিবেকী জনের নহে হেন ব্যবহার॥
কিবা মৃত কি জীবিত কাহারো কারণ।
পণ্ডিত জনেরা শোক না করে কখন॥
দেখ আমি বিশ্বপতি পরম-ঈশ্বর।
লীলা-হেতু ধরিয়াছি নর-কলেবর॥
পুনরায় তিরোভাব হইবে নিশ্চয়।
এই হেতু শুন বলি ওহে ধনঞ্জয়॥
তথাপি পূর্ব্বেতে আমি না ছিনু কখন।
এ কথা সম্ভব নাহি হয় কদাচন॥
আমি তুমি আর এই যত রাজগণ।
অবশ্য ছিলাম পূর্ব্বজন্মে সব জন॥
এখনো রয়েছি আর পরেও থাকিব।
অতএব বন্ধু লাগি শোক কেন তব॥
যদি বল ঈশ্বরের জনম মরণ।
থাকা বা না থাকা নহে আশ্চর্য্য কারণ॥
জন্ম-মরণাদি সিদ্ধ জীবের পক্ষেতে।
তদুত্তরে শুন বলি তোমার সাক্ষাতে॥
কৌমার যৌবন আর জরা আদি করি।
যেমন শরীরে আসে ক্রম অনুসারি॥
পূর্ব্বাবস্থা নষ্ট হয়ে অন্য দশা হয়।
"আমি" এই জ্ঞান তবু পূর্ব্বমত রয়॥
সেরূপ জীবাত্মা দেহান্তর লাভ করে।
বলিলাম তত্ত্বকথা কিরীটী তোমারে॥
স্থূল-দেহ ত্যজি আত্মা লিঙ্গ-দেহ ধরি।
দেহান্তর লাভ করে জানিবে বিচারি॥
ধীর জনে এই সব করি বিবেচনা।
শোক-মোহে অভিভূত কখন হয় না॥
যদি বল বিয়োগাদি করিয়া স্মরণ।
হৃদয় ব্যথিত তব হতেছে এখন॥
তাহার উত্তর এই শুন ধনঞ্জয়।
বিচারি বুঝিবে তবে আপন হৃদয়॥
ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ যাহা বিষয় সহিত।
সুখ-দুঃখ-হেতু তাহা হইবে বিদিত॥
শীত-উষ্ণত্বাদি-হেতু ঐ সম্বন্ধ হয়।
সে সম্বন্ধ কভু জাত কভু নষ্ট হয়॥
অনিত্য সম্বন্ধ সব মনেতে বিচারি।
সহ্য কর সেই সব উপদেশ করি॥
হরিষে বিষাদে বশীভূত যেই জন।
তারে ধীর নাহি বলে কুন্তীর নন্দন॥
শুন শুন ধনঞ্জয় পুরুষ-প্রধান।
সুখ দুঃখে যেই জন সম করে জ্ঞান॥

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ যারে ব্যথা দিতে নারে।
মুকতি লাভের যোগ্য জানিবে তাহারে ॥
অনিত্য সম্বন্ধ তুমি যদি সহ্য কর।
তাহাতে নাহিক ক্ষতি পাণ্ডুবংশধর ॥
কেন না ছিল না যাহা তাহা নাহি হয়।
যা আছে তাহার বল অভাব কি রয় ॥
অর্থাৎ আত্মার সহ শীত-উষ্ণাদির।
কিছুই সম্বন্ধ নাই জানিবে সুধীর ॥
সৎস্বভাব আত্মা হয় ধ্বংস নাহি তার।
পণ্ডিতগণের এই জানিবে বিচার ॥
জানিবে এরূপে ভাবাভাব নিরূপণ।
করেছেন তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণগণ ॥
এ হেতু বিবেক দ্বারা চিত্ত করি স্থির।
শীত আদি সহ্য কর কিরীটী সুবীর ॥
অনিত্য শরীরে ব্যাপ্ত আছে যেই জন।
তাঁহার বিনাশ পার্থ নাহি কদাচন ॥
অব্যয় পুরুষ তিনি তাঁহারে নাশিতে।
সক্ষম নহেন কেহ এ তিন জগতে ॥
অনিত্য শরীর বটে জীবাত্মা তা নয়।
নিত্যরূপী হন তিনি শরীরে আশ্রয় ॥
অবিনাশী অপ্রমেয় তাহারেই বলে।
পণ্ডিতগণের বাক্য জানিবে অন্তরে ॥
অতএব মোহজন্য শোক আদি ত্যজি।
ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা হেতু রণে সাজ আজি ॥
যে ভাবে জীবাত্মা অন্যে করয়ে নিধন।
জীবাত্মারে নাশে কেহ ভাবে যেই জন ॥
তারা দোঁহে অনভিজ্ঞ নাহিক সংশয়।
তাহার কারণ বলি শুন ধনঞ্জয় ॥
জীবাত্মা কাহারে নাহি করয়ে নিধন।
জীবাত্মা বিনাশে নাহি শক্ত কোন জন ॥
জন্ম নাই মৃত্যু নাই জানিবে আত্মার।
তিনি অজ পূর্ব্বাবধি একই প্রকার ॥
সমভাবে বিরাজিত আছে নিরন্তর।
পুনঃ পুনঃ সমুৎপত্তি নাহিক তাঁহার ॥
পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমান কভু নাহি হন।
বিকার রহিত তিনি সদা সম রন ॥

পরিণাম-শূন্য তিনি কভু নাহি ক্ষয়।
অবিনাশী তাঁরে জান ওহে ধনঞ্জয় ॥
শরীর অনিত্য বটে বিনাশিত হয়।
আত্মার বিনাশ কভু কোন কালে নয় ॥
অবিনাশী নিত্য আত্মা অজ ও অব্যয়।
এরূপ যাহার জ্ঞান ওহে ধনঞ্জয় ॥
তিনি কি কাহারে কভু করেন নিধন।
অথবা আদেশ দেন বধিতে কখন ॥
যেমন পুরাণ বস্ত্র করি বিসর্জ্জন।
পুনশ্চ নূতন বস্ত্র করয়ে গ্রহণ ॥
সেইরূপ এক দেহ পরিত্যাগ করি।
দেহান্তর পরিগ্রহ করেন শরীরী ॥
অতএব সেই দেহ হইলে বিনাশ।
কভু না করিবে তাহে সন্তাপ প্রকাশ ॥
আত্মারে শস্ত্রেতে কেহ ছেদিতে না পারে।
অনলে দহিতে নারে কখন তাহারে ॥
সলিলে ক্লেদিত আত্মা কভু নাহি হয়।
বায়ুতে শোষিত কভু না হয় নিশ্চয় ॥
অদাহ্য অশোষ্য আত্মা সর্ব্বথা অক্লেদ্য।
তিনি নিত্য সর্ব্বগত সতত অচ্ছেদ্য ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে না পাওয়া যায়।
অনাদি অচল তিনি সদা স্থিরকায় ॥
জীবাত্মারে এইরূপ জানিয়া অন্তরে।
হৃদি হতে শোক-তাপ রাখহ অন্তরে ॥
যদি হেন মনে কর ওহে ধনঞ্জয়।
জীবাত্মা জনমে আর মরয়ে নিশ্চয় ॥
জাত মৃত বলি বোধ যদি কর তাঁরে।
তথাপি সন্তাপ নাহি করিও অন্তরে ॥
কেন না জনম-লিপি আছয়ে যাহার।
অবশ্য হইবে মৃত্যু জানিবে তাহার ॥
মরিলে জনম হবে খণ্ডিবার নয়।
অতএব শোক করা উচিত না হয় ॥
উৎপত্তির পূর্ব্বে আর সংহারের কালে।
অব্যক্ত থাকয়ে সর্ব্ব ভূতাদি সকলে ॥
জন্ম মৃত্যু উভয়ের অন্তরাল কালে।
সুধুমাত্র প্রকাশিত থাকয়ে সকলে ॥

অতএব দুঃখ করা কভু যোগ্য নয়।
কহিলাম সত্য কথা শুন ধনঞ্জয়॥
কেহ কেহ বিস্ময়েতে হয়ে নিমগন।
জীবাত্মারে দরশন করে অনুক্ষণ॥
তাঁহারে বর্ণনা করে কেহ বা বিস্ময়ে।
তাঁর কথা শুনে কেহ বিস্মিত-হৃদয়ে॥
দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করি কোন জন।
বিপরীত ভাবনাতে হয়ে নিমগন॥
শুনিয়া বুঝিতে তবু কভু নাহি পারে।
কারো নাহি পূর্ণজ্ঞান জানিতে আত্মারে॥
জীবাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ব দেহীর শরীরে।
অবধ্য রূপেতে সদা অবস্থিতি করে॥
অতএব শোকতাপ সমুচিত নয়।
প্রাণীর কারণে শোক কেন ধনঞ্জয়॥
স্বধর্ম্মের প্রতি যদি কর নিরীক্ষণ।
তবে ভীত নাহি হবে কুন্তীর নন্দন॥
কেন না ধরম-যুদ্ধ ওহে বীরবর।
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হয় অতি শুভকর॥
ইহা হতে শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই।
কহিলাম ধনঞ্জয় সব তব ঠাঁই॥
যদৃচ্ছাবশেতে যুদ্ধ হলে উপস্থিত।
স্বর্গ-দ্বার তুল্য তাহা জানিবে নিশ্চিত॥
এতাদৃশ যুদ্ধলাভ যেই জন করে।
প্রকৃত পরম সুখী জানিবে তাহারে॥
উপস্থিত রণে যদি প্রবৃত্ত না হবে।
ধর্ম্ম-কীর্ত্তি-ভ্রষ্ট জন্য পাপী হবে তবে॥
মহাযোদ্ধা বলি তব খ্যাতি আছে ক্ষিতি।
যুদ্ধে ক্ষান্ত হলে হবে অযশ অখ্যাতি॥
যাহে ক্ষমবান্ ভুবে হয় যেই জন।
যদ্যপি তাহাতে হয় অযশ রটন॥
মরণ অপেক্ষা কষ্ট তাহাতে নিশ্চয়।
হৃদয়ে ভাবিয়া বুঝ ওহে ধনঞ্জয়॥
যেই সব মহারথ সদা তোমা মানে।
গৌরব তাদের পাশে রহিবে কেমনে॥
মনে মনে বিবেচনা করিবে সকলে।
ভয়ে পরাঙ্মুখ তুমি হয়েছ সমরে॥
অবক্তব্য কথা কত কবে শত্রুগণ।
তোমার সামর্থ্য-নিন্দা করে কত জন॥
ইহা হতে দুঃখ বল কিবা আছে আর।
ভাব দেখি ধনঞ্জয় করিয়া বিচার॥
যদি যুদ্ধে দেহ ত্যাগ কর মহামতি।
নিশ্চয় হইবে তব সুরপুরে স্থিতি॥
যদি যুদ্ধে শত্রুগণে কর পরাজয়।
সসাগরা ধরা ভোগ করিবে নিশ্চয়॥
অতএব শুন বলি কুন্তীর নন্দন।
যুদ্ধ হেতু সজ্জীভূত হও এইক্ষণ॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
সবে সম বোধ করি ওহে ধনঞ্জয়॥
সমরে প্রবৃত্ত হও বচনে আমার।
পাপভাগী নাহি হবে কুন্তীর কুমার॥
যেই জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব বুঝিবারে পারে।
বলিলাম সেই সব তোমার গোচরে॥
কর্ম্মযোগ-বিষয়ক জ্ঞান যারে কয়।
এখন শুনহ তাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
যদি তুমি মহামতি লভ এই জ্ঞান।
কর্ম্মবন্ধ হতে তুমি পাবে পরিত্রাণ॥
নিষ্কাম করম-যোগ বিফল না হয়।
অনুষ্ঠানে সিদ্ধকাম জানিবে নিশ্চয়॥
প্রত্যবায় নাহি তাহে কহিনু বচন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥
ধর্ম্মের অত্যল্প অংশ হলে অনুষ্ঠান।
দারুণ সংসার হতে করে পরিত্রাণ॥
"ভগবানে ভক্তি দ্বারা অবশ্য উদ্ধার।"
হেন বুদ্ধি (১) একমাত্র ওহে গুণাধার॥
অব্যবসায়ীর (২) বুদ্ধি বহু-শাখাবান্।
সে বুদ্ধি অনন্ত জান ওহে মতিমান॥
আপাত সুরম্য আর শ্রুতি-মনোহর।
হেন বাক্যে অনুরক্ত সেই সব নর॥

---

(১) ইহাকেই কর্ম্মযোগ বিষয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি বলে।

(২) প্রমাণজনিত বিবেক-রহিত ব্যক্তি।

ফলপ্রকাশক বেদ-কথিত বচন। (১)
যাহাদের প্রীতিকর হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
স্বর্গাদি সাধন ভিন্ন অন্যান্য করম।
কভু না স্বীকার করে সেই সব জন ॥
কামনার বশ যারা এ ভব সংসারে।
পুরুষার্থ জ্ঞান করে যাহারা স্বর্গেরে ॥
জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ ভোগাদি-কারণ।
ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের মন ॥
হইয়াছে অপহৃত ওহে ধনঞ্জয়।
ভোগৈশ্বর্য্যে সমাসক্ত যেই নরচয় ॥
সে সব মূঢ়ের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে।
নিশ্চয়-সংশয়-শূন্য জানিবে হৃদয়ে ॥ (২)
কামনাসংযুত হয় যেই সব জন।
কর্ম্মফলদাতা বেদ তাদের কারণ ॥
অতএব শুন বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
ধৈর্য্য ধরি হও তুমি সুস্থির-হৃদয় ॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ করহ সহন।
যোগক্ষেমশূন্য (৩) হও ওহে মহাত্মন ॥
অপ্রমাদী হয়ে হও সতত নিষ্কাম।
কহিলাম তত্ত্ব-কথা তোমা বিদ্যমান ॥
কূপ বাপী তড়াগাদি নানা জলাশয়।
স্নান আদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য তাহে হয় ॥
মহাহ্রদে সিদ্ধ হয় সেই প্রয়োজন।
সেরূপ জানিবে ব্রহ্মে ওহে মহাত্মন ॥
যেই সব কর্ম্মফল বেদে উক্ত আছে।
একমাত্র ব্রহ্মে তাহা সতত বিরাজে ॥
সংশয়-রহিত-বুদ্ধি যেই বিপ্রগণ।
ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্মফল করে দরশন ॥

(১) চাতুর্ম্মাসীয় যজ্ঞশীলগণের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়; যজ্ঞশেষে সোমপান দ্বারা অমরত্ব পাইব, ইত্যাদি।

(২) অর্থাৎ তাহাদিগের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা নহে।

(৩) যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তু পাইতে ইচ্ছা।
ক্ষেম—প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষা।

তত্ত্ব-জ্ঞান-অভিলাষী তুমি গুণাধার।
হউক তোমার পার্থ কর্ম্মে অধিকার ॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে ধনঞ্জয়।
কর্ম্ম-ফলে যেন তব মতি নাহি হয় ॥
কর্ম্ম-ফল যেন তব প্রবৃত্তির কারণ।
কভু নাহি হয় পার্থ কুন্তীর নন্দন ॥
অথচ করম ত্যাগে তোমার মনন।
কভু নাহি হয় যেন ওহে মহাত্মন্ ॥
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দোঁহে সম জ্ঞান করি।
আসক্তি বাসনা হৃদি হতে পরিহরি ॥
একান্ত ঈশ্বরে মতি করিয়া স্থাপন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ওহে মহাত্মন ॥
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই দোঁহে সমজ্ঞান।
ইহারেই যোগ বলে ওহে মতিমান ॥
শুন পার্থ যেই বুদ্ধি সংশয়রহিত।
তাহে যেই কর্ম্মযোগ হয় অনুষ্ঠিত ॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি গণি ওহে ধনঞ্জয়।
কাম্যকর্ম্ম অপকৃষ্ট নাহিক সংশয় ॥
এই হেতু কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান।
কামনা-বিহীন হয়ে ওহে মতিমান ॥
সকাম যাহারা হয় ওহে মহাত্মন।
কৃপণ ও দীন তারা স্বরূপ বচন ॥
কর্ম্মযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধি হয় যার।
সুকৃত দুষ্কৃত কিছু নাহি থাকে তার ॥
ইহলোকে হয়ে ঈশ-কৃপার ভাজন।
সুকৃত দুষ্কৃত ত্যাগ করে সেই জন ॥
অতএব কর্ম্মযোগে হও যত্নবান।
কহিলাম তত্ত্ব-কথা তব বিদ্যমান ॥
করম সকল হয় বন্ধন-কারণ।
উপাসনা (১) দ্বারা তাহা করিয়া ছেদন ॥
অবশেষে মোক্ষলাভ হয় ধনঞ্জয়।
ঈদৃশী চাতুরী যেই তারে যোগ কয় ॥
কর্ম্মযোগ-সমন্বিত যেই ব্যক্তিগণ।
কর্ম্মজন্য ফল তাঁরা করেন বর্জ্জন ॥

(১) উপাসনা—ঈশ্বরোপাসনা।

এই হেতু জন্ম-বন্ধ করিয়া ছেদন।
অনাময় বিষ্ণুপদে করেন গমন॥
দুর্গম অরণ্যময় মোহজাল কাটি।
সমুত্তীর্ণ হবে বুদ্ধি যখন কিরীটী॥
শ্রোতব্য অথবা শ্রুত যাবত বিষয়ে।
বৈরাগ্য লভিবে তুমি আপন হৃদয়ে॥
সে বিষয়ে জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন।
এখন কহিনু যাহা করহ সাধন॥
বিবিধ বৈদিক আর লৌকিক বিষয়।
শুনিয়া তোমার মন ওহে ধনঞ্জয়॥
উদ্‌ভ্রান্ত হতেছে পার্থ করি দরশন।
এখন উচিত কথা করহ শ্রবণ॥
আকৃষ্ট হইয়া যবে বিষয় অন্তরে।
ধৈর্য্যগুণ ধৈর্য্যবশে অবলম্ব করে॥
ঈশ্বরে তোমার মন দাঁড়াবে যখন।
তত্ত্বজ্ঞান হবে তব জানিবে তখন॥
হরির এতেক বাক্য শুনি ধনঞ্জয়।
সবিনয়ে কহিলেন ওহে দয়াময়॥
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ হয় যেই জন।
তাঁহার লক্ষণ কিবা করহ বর্ণন॥
কিরূপ তাহার বাক্য বল মতিমান।
কিরূপেতে সেই জন করে অবস্থান॥
কিরূপ তাঁহার গতি কহ মহাশয়।
ঔৎসুক্য নাশিয়া সুস্থ করহ হৃদয়॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভগবান মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
কামনা যতেক কিছু ওহে মহাত্মন।
সর্ব্বরূপে মন হতে করে বিসর্জ্জন॥
আত্মাতে আত্মার তুষ্ট আছয়ে যাঁহার।
স্থিতপ্রজ্ঞ বলে তাঁরে শাস্ত্রের বিচার॥
সুখ লাভে বাঞ্ছা নাহি করে যেই জন।
দুঃখে ক্ষুব্ধ নাহি হয় যে জনের মন॥
নাহি ক্রোধ নাহি ভয় নাহি অনুরাগ।
স্থিতপ্রজ্ঞ বলে তাঁরে ওহে মহাভাগ॥
পুত্রমিত্রে স্নেহশূন্য হয় যেই জন।
আত্মীয় উপরে মায়াশূন্য যিনি হন॥
অনুকূল বিষয়েতে প্রশংসা না করে।
প্রতিকূলে নাহি দ্বেষ যাঁহার অন্তরে॥
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে শাস্ত্রের বচন।
জানিবে স্বরূপ বাক্য ওহে মহাত্মন॥
কচ্ছপ সঙ্কোচ করে যেমন শরীর।
ইন্দ্রিয় আকর্ষে তথা যে জন সুধীর॥
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে ওহে মতিমান।
কহিলাম তত্ত্ব-কথা তব বিদ্যমান॥
ইন্দ্রিয় প্রয়োগ করি ওহে মহামতি।
বিষয় গ্রহণে যার নাহিক শকতি॥
সেই জন মূঢ়বুদ্ধি নাহিক সংশয়।
দেহ-অভিমানী সেই ওহে ধনঞ্জয়॥
স্বভাবতঃ বিষয়েতে বোধ নাহি তার।
অভিলাষ বিনিবৃত্ত না হয় তাহার॥
কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হয় যেই মতিমান।
পরমাত্মা হেরি তিনি পরিত্রাণ পান॥
বিবেকী পুরুষ যারা যত্ন-পরায়ণ।
সবলে ইন্দ্রিয় হরে তাহাদেরো মন॥
ক্ষোভ উৎপাদন করে ইন্দ্রিয়-নিচয়।
বিক্ষেপকারক তারা ওহে ধনঞ্জয়॥
যাঁহার বশেতে রহে ইন্দ্রিয়-নিকর।
ইন্দ্রিয় সংযম করি যেই সাধু নর॥
আত্মনিষ্ঠ হয়ে সদা করে অবস্থান।
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে ওহে মতিমান॥
বিষয় ভাবনা যদি করে কোন জন।
বিষয়ে প্রথমে হয় আসক্তি জনম॥
অভিলাষ জন্মে ক্রমে আসক্তি হইতে।
অভিলাষ হতে ক্রোধ জনমে পশ্চাতে॥
ক্রোধ হতে মোহ জন্মে শুন মহামতি।
তার পর মোহ হতে জনমে বিস্মৃতি॥
বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধি বিনাশিত হয়।
বুদ্ধিনাশে লোক নষ্ট জানিবে নিশ্চয়॥
আত্মাকে স্ববশে রাখে যেই মহাজন।
রাগ দ্বেষ যার হৃদে না আছে কখন॥
বশগ ইন্দ্রিয়যোগে যেই সাধু নর।
বিষয়-সম্ভোগ আদি করে নিরন্তর॥

তবু শান্তি লাভ করে সেই সাধু জন।
শান্তিলাভে সব দুঃখ হয় বিনাশন ॥
শান্তি লাভে বুদ্ধি হয় আত্মাতে সংস্থিত।
প্রীতাত্মা জনের বুদ্ধি সদা প্রতিষ্ঠিত ॥
ইন্দ্রিয়ের বশ হয় যেই সব জন।
তাহাদের বুদ্ধি নাই জানিবে কখন ॥
শান্তিলাভে সেই জন কভু শক্ত নয়।
চিন্তাতুর জনে নহে শান্তির আশ্রয় ॥
যেই জন শান্তি-হীন জগত-মাঝারে।
কোথায় তাঁহার সুখ বলহ আমারে ॥
প্রবল বাতাস-ভরে তরণী যেমন।
সাগরের চারিদিকে ঘুরে ঘন ঘন ॥
তেমতি ইন্দ্রিয়-বশ পুরুষের মন।
প্রজ্ঞাকে সবলে করে বিষয়ে মগন ॥
শুন শুন মহাবাহো বলি হে তোমারে।
বিষয় হইতে যিনি ইন্দ্রিয়-নিকরে ॥
বিমুখ করিতে শক্ত হন অনুক্ষণ।
নিশ্চলা তাঁহার প্রজ্ঞা শুনহ সুজন ॥
স্থিতপ্রজ্ঞ তারে বলে শাস্ত্রের বিচারে।
কহিলাম তত্ত্বকথা কিরীটী তোমারে ॥
অজ্ঞান-তিমিরাবৃত যেই সব জন।
ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহাদের নিশার মতন ॥
জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অবহিত চিতে।
জাগরিত ভাবে সদা রহে সে নিশাতে ॥
ভূতগণ দিবা সম বিষয়-নিষ্ঠায়।
সদা জাগরিত রহে ওহে নররায় ॥
আত্মতত্ত্বদর্শী হন যেই মুনিগণ।
তাঁহাদের রাত্রি সেই ওহে মহাত্মন ॥
যথা পরিপূর্ণ জল অচল সাগরে।
নদ নদী সব আসি সংপ্রবেশ করে ॥
সেইরূপ ভোগ সব অবলম্বে যাঁয়।
মুকতি লভেন তিনি কহিনু তোমায় ॥
ভোগ অভিলাষ করে যেই সব জন।
সে মুক্তি তাহারা নাহি পায় কদাচন ॥
কামনা মমতা স্পৃহা আর অহঙ্কার।
এই সব হৃদি হতে করি পরিহার ॥
ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে যেই জন।
শান্তি লাভ সেই করে স্বরূপ বচন ॥
ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা যাহা কহিনু তোমারে।
এই জ্ঞান পূর্ণরূপে জন্মিলে অন্তরে ॥
সংসার-সাগরে মুগ্ধ সেই নাহি হয়।
তত্ত্বজ্ঞানে সদা তুষ্ট তাঁহার হৃদয় ॥
চরম সময় যবে করে আগমন।
ক্ষণমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে থাকিতে তখন ॥
শক্ত হয় যেই জন ওহে মহামতি।
পরব্রহ্মে লয় পায় সেই সে সুকৃতী ॥

## তৃতীয় অধ্যায়।

হরিমুখে জ্ঞানকথা করিয়া শ্রবণ।
জিজ্ঞাসেন পুনঃ পার্থ ওহে জনার্দ্দন ॥
কর্ম্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদ্যপি বলিলে।
তবে কেন উত্তেজনা করিছ সমরে ॥
মায়াত্মক কর্ম্মে মোরে কর নিয়োজন।
প্রকাশ করিয়া বল ইহার কারণ ॥
জ্ঞানের প্রশংসা তুমি করিছ কখন।
কর্ম্মের প্রশংসা কভু করিলে বর্ণন ॥
আমার বুদ্ধিরে তুমি করিছ মোহিত।
যাতে শ্রেয় হয় তার করহ বিহিত ॥
যাতে মম মুক্তি লাভ হয় জনার্দ্দন।
এক পক্ষ স্থির করি বলহ এখন ॥
এতেক বচন শুনি দেব হৃষীকেশ।
বলিলেন শুন বলি ওহে গুড়াকেশ ॥
ইহলোকে ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বিবিধ প্রকার।
বলিয়াছি পূর্ব্বে তাহা ওহে গুণাধার ॥
প্রথমতঃ সাংখ্য ইহা বিদিত ভুবন।
জ্ঞানযোগ বলি ইহা জানে সর্ব্বজন ॥
তার পর শুন বলি ওহে ধনঞ্জয়।
যোগীদের কর্ম্মযোগ দ্বিতীয় যে হয় ॥
কর্ম্মযোগে অধিকারী এই যোগীগণ।
দুই রূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা করিনু কীর্ত্তন ॥

যদ্যপি করম নাহি করে অনুষ্ঠান।
কভু নাহি সেই জন লভে তত্ত্বজ্ঞান॥
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি কোথা ওহে ধনঞ্জয়।
কেবল সন্ন্যাস দ্বারা মুক্তি নাহি হয়॥
বিনা কর্ম্মে ক্ষণকাল রহিবারে পারে।
হেন জন আছে কোথা বল ত সংসারে॥
হৃদি মাঝে ইচ্ছা যদি না রহে কখন।
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্মে করে প্রবর্ত্তন॥
সংযত করিয়া যত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে।
অর্থের স্বরূপ চিন্তা যেই করে মনে॥
বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারী যেই জন হয়।
ইহাতে সংশয় নাহি ওহে ধনঞ্জয়॥
মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বশীভূত করি।
ফলবাঞ্ছা হৃদি হতে সব পরিহরি॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যেই করে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
তিনিই বিখ্যাত বলি সবার প্রধান॥
এ হেতু করহ তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম জানিবে প্রধান॥
যদি তুমি কর পার্থ কর্ম্ম বিসর্জ্জন।
দেহযাত্রা কিসে তবে হবে সম্পাদন॥
যজ্ঞ হেতু (১) অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম না হয়।
সংসার-বন্ধন-হেতু তাহাই নিশ্চয়॥
এ হেতু কৌন্তেয় শুন আমার বচন।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর অনুক্ষণ॥
বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্ম কর নিরন্তর।
কামনা না রহে যেন তোমার অন্তর॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব পদ্মাসন।
যজ্ঞ সহ প্রজাগণে করিয়া সৃজন॥
বলিলেন প্রজাগণে মধুর-বচনে।
যজ্ঞ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হও ক্রমে ক্রমে॥
যজ্ঞ হতে তোমাদের মন-অভিলাষ।
পরিপূর্ণ হবে সব করিনু প্রকাশ॥
যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে বর্দ্ধিত করিবে।
বর্দ্ধিত করিবে দেবগণ তোমা সবে॥

(১) অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশে।

এইরূপে পরস্পরে করিয়া বর্দ্ধন।
অভীষ্ট লভিবে সবে ওহে প্রজাগণ॥
যজ্ঞ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়ে দেবগণ।
তোমাদিগে ভোগসুখ করিবে অর্পণ॥
এই হেতু ভোগ্য নাহি দিয়া দেবতায়।
উপভোগ কৈলে চোর জানিবে তাহায়॥
যজ্ঞ-অবশিষ্ট দ্রব্য করিয়া ভোজন।
পাপ হতে বিনির্ম্মুক্ত হয় সাধু জন॥
নিজের উদর জন্য যেই পাক করে।
পাপভোগী পাপী বলি জানিবে তাহারে॥
অন্ন হতে জন্মিয়াছে যত জীবগণ।
বৃষ্টি হতে হইয়াছে অন্নের সৃজন॥
যজ্ঞ হতে পর্জ্জন্যের হয়েছে উদ্ভব।
যজ্ঞেরে জানিবে পার্থ কর্ম্ম-সমুদ্ভব॥
জন্মিয়াছে বেদ হতে জানিবেক কর্ম্ম।
হইয়াছে সমুৎপন্ন বেদ হতে ব্রহ্ম॥
শ্রুতিতে কথিত আছে করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মের নিশ্বাসরূপ তিন বেদ হন॥
কিম্বা ঋক কিবা যজু সাম অভিধান।
নিশ্বাস স্বরূপ সব জানিবে ধীমান॥
অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিরন্তর।
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছে ওহে বীরবর॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে এ ভব-সংসারে।
কর্ম্মাদি চক্রের অনুগমন না করে॥
মহাপাপী সেই জনে জানিবে নিশ্চয়।
বিফল আহার সব নাহিক সংশয়॥
ঈশ্বরোপাসনা নাহি করে যেই জন।
কেবল বিষয়-সুখে থাকে নিমগন॥
জীবন বিফল তার সকলি বিফল।
বলিলাম সার কথা তোমার গোচর॥
আত্মাতেই প্রীতি সদা আছয়ে যাঁহার।
আত্মাতে সন্তোষ যাঁর আছে অনিবার॥
আত্মাতে আনন্দ সদা যেই জন রাখে।
কোন কর্ম্ম নাহি হয় করিতে তাঁহাকে॥
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য তাঁর না হয় অর্জ্জন॥

না করিলে পাপ কভু না হয় তাঁহার।
জানিবে নিগূঢ় কথা তত্ত্বের বিচার॥
ফলতঃ সুধীর যেই জ্ঞানী মহাজন।
মুক্তি হেতু চিন্তা তাঁর না থাকে কখন॥
আব্রহ্ম স্থাবর আদি কাহারো গোচরে।
সাহায্য কখন নাহি আকিঞ্চন করে॥
আসক্তি-রহিত হয়ে করম করিলে।
মুক্তিলাভ করে সেই অতি কুতূহলে॥
এ হেতু কামনা তুমি করি বিসর্জ্জন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর কুন্তীর নন্দন॥
জনকাদি বিজ্ঞ বিজ্ঞ মহোদয়গণ।
করেছেন কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন॥
এই হেতু বলি তোমা ওহে ধনঞ্জয়।
স্বধর্ম্ম-প্রবৃত্তি হেতু করিয়া নিশ্চয়॥
সতত করহ তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মত্যাগ করা নহে উচিত বিধান॥
কারণ তাহার দেখ যত শ্রেষ্ঠ জন।
সতত করেন সেইরূপ আচরণ॥
ইতর জনেরা তাঁর অনুগামী হয়।
এই ত বিধান আছে কুন্তীর তনয়॥
আমার অপ্রাপ্য নাহি ভুবন-মাঝারে।
কর্ত্তব্য নাহিক মম জানিবে সংসারে॥
তথাপি দেখহ করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
ইহাতে বুঝিয়া লহ উচিত বিধান॥
অতন্দ্রিত হয়ে যদি কর্ম্ম নাহি করি।
সকল মনুষ্য হবে মম অনুসারী॥
আমি যদি কর্ম্ম নাহি করি অনুষ্ঠান।
সকল উৎসন্ন হবে জানিবে ধীমান॥
ধর্ম্মলোপ হবে তাহে নাহিক সংশয়।
অচিরে বিনষ্ট হবে লোক সমুদয়॥
আমি যদি কর্ম্ম নাহি করি অনুষ্ঠান।
জন্মিবে সঙ্কর জাতি জানিবে ধীমান॥
বিনষ্ট হইবে আর যত প্রজাচয়।
নিমিত্তের ভাগী আমি হইব নিশ্চয়॥
এই জন্য ফল-বাঞ্ছা করি মূঢ়জন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান তারা করে অনুক্ষণ॥
জ্ঞানী জনে সেই বাঞ্ছা করি পরিহার।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু করে কর্ম্মের আচার॥
বিজ্ঞ জনে করি সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ জনে করে শিক্ষা দান॥
তাহাদের বুদ্ধিভেদ যাহে না জনমে।
সযতনে করে তাহা সেই বিজ্ঞজনে॥
যতেক ইন্দ্রিয় পার্থ কর দরশন।
প্রকৃতি-গুণের তুল্য স্বরূপ বচন॥
জগত মাঝারে আছে যত কর্ম্মচয়।
ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়॥
কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত যেই মূঢ়জন।
"আমি কর্ত্তা" মনে মনে সে করে চিন্তন॥
শুন শুন মহাবাহো আমার বচন।
ইন্দ্রিয়-নিকর হয় বিষয়ে মগন॥
ইহা বুঝি গুণকর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ যে জন।
কর্ম্মে সমাসক্ত নাহি হয় কদাচন॥
প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে।
সতত মোহিত যারা সংসার ভবনে॥
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়-কার্য্যে সমাসক্ত রয়।
অল্পদর্শী মূঢ়মতি তাহারা নিশ্চয়॥
সর্ব্ববেত্তা জ্ঞানী হয় যেই মহাজন।
তাঁহাদিগে কভু নাহি করিবে চালন॥
শুন শুন ওহে পার্থ আমার বচন।
সর্ব্ব কর্ম্ম কর তুমি আমাতে অর্পণ॥
"অন্তর্যামীর অধীন হয়ে করেছি করম।"
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন॥
কামনা মমতা শোক করি পরিত্যাগ।
সমরে প্রবৃত্ত হও ওহে মহাভাগ॥
অসূয়া-বিহীন আর হয়ে শ্রদ্ধাবান।
মম মতে অনুগামী যে সব ধীমান॥
কর্ম্ম হতে মুক্ত হয় সেই সব জন।
জানিবে নিশ্চয় ইহা কুন্তীর নন্দন॥
অসূয়ার বশ হয়ে যেই মূঢ়মতি।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান নাহি করে মহামতি॥
মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি সেই অভাজন।
বিবেক-বিহীন সেই অতি মূঢ়জন॥

কর্ম্মে ভ্রান্তো মুগ্ধ হয়ে সেই পাপমতি।
নিশ্চয় বিনাশ পায় ওহে মহামতি॥
জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যাঁরা এ ভব সংসারে।
স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম তাঁরা করে॥
স্বভাবের বশ হ'ল সকলে যখন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে বল কি হবে তখন॥
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে দেখ বিচারি অন্তরে।
অনুকূল বিষয়েতে অনুরাগ করে॥
প্রতিকূল বিষয়েতে করয়ে বিদ্বেষ।
মুক্তির বন্ধক দুই জান গুড়াকেশ॥
এ হেতু ইন্দ্রিয়বশ কভু নাহি হবে।
বশীভূত হলে আর নিস্তার না রবে॥
কথঞ্চিৎ অঙ্গ-হীন যদি কভু হয়।
পূর্ণ-কৃত পরধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কভু নয়॥
স্বধর্ম্ম সবার শ্রেষ্ঠ জানিবে সুজন।
পরধর্ম্ম ভয়াবহ নরক-কারণ॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া হয় যদ্যপি মরণ।
শ্রেয়স্কর বলি তাহা জানিবে সুজন॥
হরির এতেক বাক্য শুনি ধনঞ্জয়।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণে ওহে মহোদয়॥
পুরুষ যদ্যপি কভু না করে বাসনা।
পাপে নিয়োজিত তারে কে করে বল না॥
কৃষ্ণ বলে শুন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
কামেরেই ক্রোধ বলি জানিবে নিশ্চয়॥
রজোগুণ হতে জন্মিয়াছে সেই কাম।
দুষ্পূর অতীব উগ্র জানিবে ধীমান॥
মুক্তির পরম বৈরি জানিবে উহারে।
কহিলাম তত্ত্বকথা তোমার গোচরে॥
ধূমেতে আবৃত যথা থাকয়ে অনল।
দর্পণে আবৃত করে যেইরূপে মল॥
জরায়ু আবৃত করে যেরূপ জঠরে।
সেইরূপ জ্ঞানে কাম সমাচ্ছন্ন করে॥
জ্ঞানীদের চিরবৈরী অনল সমান।
দুষ্পূর অতীব উগ্র জানিবেক কাম॥
সেই কাম জ্ঞানে করে বলে আবরণ।
মুক্তির বন্ধক কাম জানিবে সুজন॥
মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই তিন স্থানে।
আবির্ভূত হয় কাম জানিবেক মনে॥
কামের আশ্রয় ভূত ইন্দ্রিয়াদি হয়।
ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞান সমাবৃত রয়॥
সেই হেতু আত্মা রহে বিমোহিত হয়ে।
এই হেতু বলি তোমা শুন মন দিয়ে॥
ইন্দ্রিয়গণেরে আগে করহ দমন।
পাপরূপী কামে তুমি কর বিনাশন॥
কাম হতে নাশ হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান।
বলিলাম তত্ত্ব-কথা ওহে মতিমান॥
দেহাদি বিষয় হতে ইন্দ্রিয় প্রধান।
ইন্দ্রিয় হইতে মন জানিবে ধীমান॥
যেই বুদ্ধি নিরন্তর সংশয়-রহিত।
মন হতে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবে নিশ্চিত॥
বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ যিনি ওহে ধনঞ্জয়।
জানিবে তিনিই আত্মা নাহিক সংশয়॥
শুন শুন মহাবাহো বলি হে তোমারে।
আত্মারে এরূপ জানি আপন অন্তরে॥
সংশয়বিহীন বুদ্ধি করিয়া নিবেশ।
মনকে নিশ্চল করি ওহে গুড়াকেশ॥
কামরূপ দুরাসদ দারুণ অরিরে।
বিনাশ করহ শীঘ্র কহিনু তোমারে॥

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

অর্জ্জুনে সম্বোধি কন দেব ভগবান।
শুন শুন ধনঞ্জয় ওহে মতিমান॥
পূর্ব্বে আমি এই যোগ সূর্য্যের সদন।
সবিস্তারে করেছিনু সকল কীর্ত্তন॥
মনুরে কহেন পরে দেব দিবাকর।
ইক্ষ্বাকু পুত্রেরে দেন মনু অতঃপর॥
নিমি আদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজঋষিগণ।
ইক্ষ্বাকু মুখেতে সব করেন শ্রবণ॥
কালবশে বিলোপিত হ'ল সমুদয়।
তব পাশে বলি পুনঃ ওহে ধনঞ্জয়॥

তুমি সখা ভক্ত মম জানি গো অন্তরে।
বলিলাম সেই হেতু রহস্য তোমারে॥
হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে তাঁরে কুন্তীর নন্দন॥
সূর্য্যেরে বলেছ তুমি যোগ-বিবরণ।
কিরূপে বলিলে ইহা ওহে জনার্দ্দন॥
সূর্য্যের অনেক পরে জন্মিয়াছ তুমি।
তোমার কথার মর্ম্ম না বুঝিনু আমি॥
কৃষ্ণ কহে শুন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
কত বার জন্মিয়াছি নাহিক নির্ণয়॥
তুমিও অনেকবার ধরেছ জনম।
কিছু নাহি জান তাহা কুন্তীর নন্দন॥
আমি কিন্তু জ্ঞাত আছি সেই সমুদয়।
সবার ঈশ্বর মোরে জানিবে নিশ্চয়॥
জন্ম-শূন্য অনশ্বর জানিবে আমারে।
তথাপি আশ্রয় করি স্বীয় প্রকৃতিরে॥
প্রকৃতি আশ্রয় করি আপন মায়ায়।
জনম ধারণ করি কহিনু তোমায়॥
ধর্ম্মের বিপ্লব হয় যখন যখন।
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় দরশন॥
আত্মারে সৃজন আমি করি সেই কালে।
কহিলাম তত্ত্বকথা অর্জ্জুন তোমারে॥
সাধুগণে পরিত্রাণ করিবার তরে।
বিনাশ করিতে পার্থ পাতকী-নিকরে॥
ধরাতলে ধরমেরে করিতে স্থাপন।
যুগে যুগে করি আমি জনম ধারণ॥
এইরূপে স্বেচ্ছাকৃত জনম আমার।
অলৌকিক কর্ম্ম যাহা জগতে প্রচার॥
ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানে যেই জন।
মোরে পায় সেই দেহ করি বিসর্জ্জন॥
পুনর্ব্বার জন্ম তারে ধরিতে না হয়।
বলিলাম তথ্য কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
ভয় ক্রোধ আসক্ত্যাদি করি বিসর্জ্জন।
একাগ্র-অন্তর হয়ে বহু বহু জন॥
জ্ঞানযোগ তপোযোগ করি অনুষ্ঠান।
পবিত্র-শরীর হয়ে ওহে মতিমান॥

লভিয়াছে সবে শেষে সাযুজ্য আমার।
জানিবে পরম তত্ত্ব ওহে গুণাধার॥
যেরূপে আমার সেবা করে যেই জন।
সেরূপে তাহারে করি করুণা অর্পণ॥
যে কোন দেবের সেবা কর অনুষ্ঠান।
মম সেবাপথে সব করিবে পয়াণ॥
কর্ম্মফল বাঞ্ছা করে যেই নরগণ।
ইহলোকে করে তারা দেবতা-অর্চ্চন॥
ইহার কারণ পার্থ আর কিছু নয়।
নরলোকে কর্ম্মসিদ্ধি অতি শীঘ্র হয়॥
গুণ কর্ম্ম উভয়ের বিভাগানুসারে।
চারিবর্ণ সৃষ্টি আমি করেছি সংসারে॥
সত্ত্বগুণ-সমন্বিত বিপ্রগণ হয়।
তাঁহাদের কর্ম্ম যাহা শুন পরিচয়॥
শম দম উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান।
তিতিক্ষা ইত্যাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জান॥
সত্ত্ব-রজ-গুণযুত ক্ষত্রিয়-নিকর।
তাহাদের কর্ম্ম হয় শূরত্ব সমর॥
রজস্তমোগুণযুত বৈশ্যজাতি হয়।
কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্ম আছে পরিচয়॥
শূদ্রগণ হয় তমোগুণেতে প্রধান।
ত্রিবর্ণের সেবা করা কর্ম্মের বিধান॥
এরূপ যদ্যপি আমি তথাপি আমারে।
সংসার-বিহীন বলি জানিবে অন্তরে॥
কর্ত্তা বলি মোরে নাহি কর বিবেচনা।
কর্ম্ম কভু মোরে স্পর্শ করিতে পারে না॥
কর্ম্মের ফলেতে মম বাঞ্ছা কভু নাই।
এরূপে জানিবে মোরে বলি তব ঠাঁই॥
এইরূপে মোরে জানে যেই সাধু জন।
কর্ম্মবন্ধে বদ্ধ নাহি হয় সেই জন॥
এইরূপে মোরে জানি মুমুক্ষু-নিকর।
করিত করম পূর্ব্বে ওহে বীরবর॥
অতএব শুন এবে আমার বচন।
প্রাচীনগণের পথে করহ গমন॥
বিবেকী পণ্ডিত যাঁরা এ ভব-সংসারে।
কর্ম্মাকর্ম্মে রহে সদা মোহিত অন্তরে॥

অতএব যদি কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
অশুভ সংসার হতে পাবে পরিত্রাণ॥
এ বিষয়ে যাহা আমি করিব বর্ণন।
অবধানে ওহে পার্থ করহ শ্রবণ॥
বিহিতাবিহিত কর্ম্ম কর্ম্ম-পরিত্যাগ।
তিন তত্ত্ব জানা ভাল ওহে মহাভাগ॥
ইহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
দুর্ব্বোধ্য কর্ম্মের গতি কুন্তীর নন্দন॥
কর্ম্ম বিদ্যমানে যিনি আপন অন্তরে।
কর্ম্ম-শূন্য বলি বোধ করে আপনারে॥
কর্ম্ম-ত্যাগ হলে তবু কর্ম্মযুক্ত বলি।
আপনারে ভাবে যেই মনেতে বিচারি॥
মনুষ্যের মধ্যে তিনি হন বুদ্ধিমান্।
সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মতিমান॥
একমাত্র যোগী বলি জানিবে তাঁহারে।
বলিলাম তথ্য কথা তোমার গোচরে॥
সমস্ত করম যাঁর কামনা-রহিত।
পণ্ডিতেরা বলে তাঁরে প্রকৃত পণ্ডিত॥
তাঁহার যতেক কর্ম্ম এ ভব সংসারে।
জ্ঞানানলে দগ্ধ হয় কহিনু তোমারে॥
কর্ম্মফলে অনুরাগ করি বিসর্জ্জন।
সর্ব্বদা সুতৃপ্ত রহে যেই সাধু জন॥
কভু নাহি লয় যেই কাহার আশ্রয়।
যদ্যপি করমে সেই নিয়োজিত হয়॥
সম্পূর্ণ রূপেতে কর্ম্ম যদি সেহ করে।
তথাপি না কৃতকর্ম্মা বলিবে তাহারে॥
সর্ব্ববিধ পরিগ্রহ করি বিসর্জ্জন।
কামনা বর্জ্জন করে যেই সাধু জন॥
বিশুদ্ধ যাঁহার মন সদা সর্ব্বক্ষণ।
আত্মশুদ্ধ অনুক্ষণ আছে যেই জন॥
কেবল শরীর দ্বারা করম করিলে।
পাপভাগী সেই জন নহে কোন কালে॥
প্রার্থনা কদাপি নাহি করি যেই জন।
যদৃচ্ছা লাভেতে তুষ্ট রহে অনুক্ষণ॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সহিবারে পারে।
শত্রুতা নাহিক কভু যাঁহার অন্তরে॥
অসিদ্ধি অথবা সিদ্ধি সম জ্ঞান করে।
কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নহে সে জন সংসারে॥
যাঁহার অন্তরে ক্রোধ কভু নাহি রয়।
যে জন নিষ্কাম সদা-সর্ব্বক্ষণ হয়॥
জ্ঞানরূপ পরব্রহ্মে সদা চিত্ত যার।
করম সকল লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর॥
যদ্যপি সে জন করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তবু তাহা লুপ্ত হয় ওহে মতিমান॥
স্রুব আদি পাত্র সব আর হুতাশন।
হবনীয় ঘৃত হোমকর্ত্তা যেই জন॥
ব্রহ্মের স্বরূপ সব জানিবে অন্তরে।
যাঁর চিত্ত সদা কর্ম্ম-ব্রহ্মের উপরে॥
ব্রহ্মলাভ করে পার্থ সেই সাধু জন।
বলিলাম তত্ত্বকথা তোমার সদন॥
কতিপয় যোগী আছে এ ভব-সংসারে।
দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান সদা তাঁরা করে॥
আরো কত যোগী আছে ওহে মহোদয়।
মন দিয়া শুন তাঁহাদের পরিচয়॥
উল্লিখিতরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অনলে।
যজ্ঞরূপ উপায়েতে মন-কুতূহলে॥
যজ্ঞাদি যতেক কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
সমস্ত তাহাতে করে আহুতি প্রদান॥
বহু ব্রহ্মচারী আছে তাহারা সকলে।
ইন্দ্রিয়ে আহুতি দেয় সংযম অনলে॥
বহু বহু যোগী আছে করহ শ্রবণ।
শব্দাদি বিষয়ে করে আহুতি অর্পণ॥
তাহারা ইন্দ্রিয়রূপে অনল মাঝারে।
শব্দাদি বিষয়ে সবে সমর্পণ করে॥
ধ্যাননিষ্ঠ মহাসাধু যত নরগণ।
ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা করি উদ্দীপন॥
আত্মধ্যানরূপে যোগ অনল মাঝারে।
আহুতি প্রদান করে একান্ত অন্তরে॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের করম।
প্রাণবায়ু কর্ম্ম আর করে সমর্পণ॥
শ্রবণ দর্শন আদি যত কিছু হয়।
জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্ম ইহা ওহে মহোদয়॥

বচন গ্রহণ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-কর্ম্ম ।
বহির্গমনাদি হয় প্রাণবায়ু-কর্ম্ম ॥
সমস্তে আহুতি দেয় ধ্যাননিষ্ঠগণ ।
কহিলাম তথ্য কথা তোমার সদন ॥
দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ (১) আদি ।
বেদপাঠ বেদজ্ঞান ওহে মহামতি ॥
দৃঢ়ব্রত যতি হয় সেই সাধুগণ ।
এই কয় যজ্ঞ তাঁরা করেন সাধন ॥
পরাণ-বৃত্তিতে কেহ অপান-বৃত্তিরে ।
আহুতি অর্পিয়া করে পূরক সাদরে ॥
অপান-বৃত্তিতে হোম প্রাণবৃত্তি করি ।
রেচক করয়ে নিজ মনেতে বিচারি ॥
অপানের গতিরোধ করি সেই জন ।
একান্ত অন্তরে করে কুম্ভক সাধন ॥
কেহ কেহ মিতাহারী হইয়া যতনে ।
আহুতি প্রদান করে প্রাণেন্দ্রিয়গণে ॥
এই সব যজ্ঞবেত্তা মহা সাধুগণ ।
পাপশূন্য হয় যজ্ঞ করিয়া সাধন ॥
যজ্ঞ অবসানে করি অমৃত ভোজন ।
সনাতন ব্রহ্মে লাভ করে সেই জন ॥
যাহারা নাহিক করে যজ্ঞের আচার ।
পরলোক-কথা থাক দূরেতে তাহার ॥
নিজদোষে সেই মূঢ় অতি অভাজন ।
নরলোক তার ভাগ্যে না হয় কখন ॥
এইরূপে বহু যজ্ঞ করম হইতে ।
জন্মিয়াছে ওহে পার্থ সংসার-ভূমিতে ॥
বেদ দ্বারা বিস্তারিত হয়েছে সকল ।
সে তত্ত্ব জানিয়া মুক্তি কর করতল ॥
শুন শুন পরন্তপ আমার বচন ।
জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুন্তীর নন্দন ॥
দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ তা হতে অধম ।
ইহার কারণ বলি করহ শ্রবণ ॥

ফল সহ সর্ব্ব কর্ম্ম এ ভব-সংসারে ।
জ্ঞান-অন্তর্গত আছে বলিনু তোমারে ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন ।
জ্ঞানশিক্ষা হেতু সদা করহ যতন ॥
প্রণিপাত প্রশ্ন আর আরাধনা করি ।
জ্ঞানশিক্ষা কর তুমি ওহে পাপহারী ॥
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি হয় যেই জন ।
অবশ্য তাঁহারা করে শিক্ষা সমর্পণ ॥
যদি তুমি ওহে পার্থ লভ তত্ত্ব-জ্ঞান ।
শোক মোহ নাহি রবে তব বিদ্যমান ॥
বন্ধুবধ-হেতু মোহ কভু নাহি রবে ।
অপূর্ব্ব আনন্দ হৃদে লভিতে পারিবে ॥
সর্ব্ব ভূতে আত্মা সম হবে দরশন ।
অবশেষে হবে যাহা করহ শ্রবণ ॥
পরমাত্মরূপী মোরে জানিতে পারিবে ।
স্বীয় আত্মা মম সহ অভিন্ন দেখিবে ॥
পাপী হতে যদি পাপী হও ধনঞ্জয় ।
তথাপি তাহাতে তব নাহি কিছু ভয় ॥
জ্ঞানতরীযোগে তুমি অতি অবহেলে ।
পার হবে মহাসুখে পাপের সাগরে ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন ।
কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে অনল যেমন ॥
তেমতি জ্ঞানাগ্নি যোগে যাবত করম ।
অবহেলে স্বল্পকালে হয় যে দহন ॥
জ্ঞান হতে পূত আর নরলোকে নাই ।
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই ॥
কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হয়ে মুমুক্ষু ধীমান ।
নিজ হতে লাভ করে আত্মতত্ত্বজ্ঞান ॥
আচার্য্যের উপদেশে শ্রদ্ধা আছে যার ।
জিতেন্দ্রিয় সেই ব্যক্তি ভুবন মাঝার ॥
আচার্য্য-সেবাতে রত যেই সাধু জন ।
জ্ঞান লভি মুক্তিপদ পায় সেই জন ॥
জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাহীন যেই মূঢ়মতি ।
সংশয়াত্মা যেই জন ওহে মহামতি ॥
তাহার বিনাশ হয় নাহিক সংশয় ।
উভয় লোকেতে সুখ নাহি কভু হয় ॥

(১) দ্রব্যযজ্ঞ—দ্রব্যদান ।
তপোযজ্ঞ—চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ।
যোগযজ্ঞ—সমাধি ।

ইহলোক পরলোক কিছু তার নাই।
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা বলি তব ঠাঁই॥
যোগ যোগে কর্ম্ম করে ঈশ্বরে অর্পণ।
জ্ঞান যোগে করে যেই সংশয় ছেদন॥
কর্ম্ম কভু বদ্ধ নাহি করে সেই জনে।
কহিনু তত্ত্বের কথা তোমার সদনে॥
অতএব শুন পার্থ আমার বচন।
জ্ঞান অসি হর্ষভরে করি উত্তোলন॥
অচিরে ছেদন কর অজ্ঞান সংশয়।
আশ্রয় করেছে যাহা তোমার হৃদয়॥
তার পর কর্ম্মযোগ করি অনুষ্ঠান।
সমরে প্রবৃত্ত হও শুনহ ধীমান॥

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন।
সন্দেহ তোমার বাক্যে না হ'ল মোচন॥
কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা আর করম-সন্ন্যাস।
উভয়ের তত্ত্ব তুমি করিলে প্রকাশ॥
এ দুই মাঝেতে যাহা হয় শ্রেয়স্কর।
যাহাতে কৃতার্থ আমি হই গদাধর॥
নিশ্চয় করিয়া তাহা করহ বর্ণন।
তোমার নিকটে মম এই নিবেদন॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি গদাধর।
মিষ্টভাষে করিলেন প্রকৃত উত্তর॥
কিবা কর্ম্মযোগ কিবা কর্ম্ম-পরিত্যাগ।
মুক্তির কারণ দুই ওহে মহাভাগ॥
তার মাঝে কর্ম্মযোগ নিষ্কাম যে হয়।
সবার প্রধান তাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
শুন শুন মহাবাহো আমার বচন।
আকাঙ্ক্ষা বিদ্বেষ নাহি করে যেই জন॥
প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি জানিবে সংসারে।
ভববন্ধ তারে নাহি বান্ধিবারে পারে॥
রাগদ্বেষ-শূন্য হয় যেই সাধু জন।
অনায়াসে ছেদ করে ভবের বন্ধন॥

সন্ন্যাসের ফলে আর যোগের যে ফলে।
ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে মূঢ়েরা সকলে॥
পণ্ডিতেরা কভু নাহি হেন বোধ করে।
বলিলাম তত্ত্ব কথা তোমার গোচরে॥
দুয়ের মাঝেতে এক কৈলে অনুষ্ঠান।
উভয়ের ফল পায় সেই মতিমান॥
সাংখ্যগণ লাভ করে যেই পুণ্যধাম।
কর্ম্মযোগী অনায়াসে পায় সেই স্থান॥
ফলতঃ সন্ন্যাস কিম্বা যোগের সাধনে।
উভয়ে সমান তিনি হেরেন নয়নে॥
এইরূপ সমদর্শী যেই সাধু জন।
দর্শী নাম যোগ্য তিনি কুন্তীর নন্দন॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
অবশ্য করিবে কর্ম্মযোগের সাধন॥
উহা ভিন্ন নাহি হয় সন্ন্যাস অভ্যাস।
অভ্যাস করিলে দুঃখ হইবে প্রকাশ॥
সতত করেন যাঁরা কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সন্ন্যাসী হইয়া তাঁরা পরব্রহ্ম পান॥
যোগযুক্ত শুদ্ধচিত্ত হয় যেই জন।
বশে যার দেহ আর ইন্দ্রিয়াদিগণ॥
সর্ব্বভূতে আত্মা সম যেই জন হেরে।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান যদি সেই জন করে॥
তথাপি তাহাতে লিপ্ত কভু নাহি হয়।
লোক-সংগ্রহার্থ সেই করম নিশ্চয়॥
দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ভোজন গমন।
শয়ন শ্বসন ঘ্রাণ আলাপ গ্রহণ॥
উন্মেষ নিমেষ আদি আর পরিত্যাগ।
কর্ম্মযোগীজনে সত্য করে মহাভাগ॥
তথাপি তাহারা মনে করে বিবেচনা।
"কোন কর্ম্ম ধরামাঝে আমি ত করি না॥
ইন্দ্রিয়াদি হতে সব হতেছে সাধন।"
পরমার্থদর্শী তারা অতি সাধুজন॥
ঈশ্বরে করম-ফল করিয়া অর্পণ।
আসক্তি বিসর্জ্জি যিনি করেন করম॥
পদ্মপত্রজল সম তাঁহার শরীরে।
পাতক কখন আসি ঘেরিবারে নারে॥

চিত্তশুদ্ধি হেতু কর্ম্মযোগী যত জন।
ফলাসক্তি হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন ॥
কায় মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয় সাধনে।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে কহি তব স্থানে ॥
যোগীগণ একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরে।
কর্ম্মফল তেয়াগিয়া মোক্ষলাভ করে ॥
কামনাবিশিষ্ট কিন্তু যেই নরগণ।
ফল আশা করি তারা লভয়ে বন্ধন ॥
মনে মনে সব কর্ম্ম করি পরিহার।
জিতেন্দ্রিয় দেহীগণ করিয়া বিচার ॥
নবদ্বার-সমন্বিত এই দেহপুরে।
মহাসুখে অনায়াসে অবস্থিতি করে ॥
নিজেরা প্রবৃত্ত কর্ম্মে না হন কখন।
অন্যেরে করমে নাহি করে নিয়োজন ॥
জীবের কর্ত্তৃত্ব কিম্বা কর্ম্ম আদি করি।
সৃজন না করে ঈশ সৃষ্টি-অধিকারী ॥
ফলভাগী নাহি করে কখন কাহারে।
স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয় মানবনিকরে ॥
পাপ কিবা পুণ্য যাহা হয় উপার্জ্জন।
ঈশ্বর কদাচ নাহি করেন গ্রহণ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানে সমাবৃত রহে জীবচয়।
এ হেতু সকলে তারা বিমোহিত রয় ॥
তত্ত্বযোগে জ্ঞানরাশি করি উপার্জ্জন।
আত্মার অজ্ঞানে যাঁরা করেন নাশন ॥
তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায়।
স্বভাবতঃ চারিদিকে সুপ্রকাশ পায় ॥
সংশয় রহিত বুদ্ধি ঈশ্বরে যাঁহার।
ঈশ্বরে অর্পিত আত্মা আছয়ে যাঁহার ॥
পরম আশ্রয় তাঁরে যেই করে জ্ঞান।
ঈশ্বরে যাঁহার নিষ্ঠা আছে বিদ্যমান ॥
জ্ঞানযোগে পাপশূন্য হয়ে সেই জন।
অন্তিমে কৈবল্যধামে করেন গমন ॥
বিচক্ষণ সুপণ্ডিত যাঁহারা ভূতলে।
সকল জীবেরে তাঁরা সমজ্ঞান করে ॥
গো বিপ্র বারণ শ্বান চণ্ডালাদি করি।
সমজ্ঞান করে তাঁরা নয়নে নেহারি ॥
এইরূপে সমভাবে যাঁদের অন্তর।
সর্ব্বত্রেতে অবস্থিত রহে নিরন্তর ॥
জীবিতে তাঁহারা করে সংসার বিজয়।
ইহাতে কিছুই আর নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্রহ্ম বিরাজিত।
নির্দ্দোষে ব্রহ্মেরে পার্থ জানিবে নিশ্চিত ॥
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় সমদর্শীগণ।
বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার সদন ॥
ব্রহ্মবৎ হয়ে যেই ব্রহ্মে করে স্থিতি।
প্রিয়বস্তু লাভে তিনি নহে হৃষ্টমতি ॥
অপ্রিয় পদার্থ যদি কভু হয় লাভ।
তাহাতে না হয় তাঁর বিষাদিত ভাব ॥
কেন না তাঁহার বুদ্ধি স্থির নিরন্তর।
মোহ কভু নাহি রহে তাঁহার অন্তর ॥
আসক্ত নহেন যিনি বাহ্যিক বিষয়ে।
শান্তিসুখ পান তিনি সতত হৃদয়ে ॥
অবশেষে ব্রহ্মে যোগ করি সমাধান।
অক্ষয় পরম সুখ সেই জন পান ॥
বিষয়-সুখেতে রত নহে সুধীগণ।
বিষয় নহেক কভু সুখের কারণ ॥
দুঃখের কারণ হয় বিষয় সকল।
জানিবে অন্তরে পার্থ সব বিনশ্বর ॥
যত দিন এই দেহ রহে বিদ্যমান।
কামক্রোধে বশ করে যেই মতিমান ॥
প্রকৃত পরম যোগী সেই সাধু জন।
তিনিই প্রকৃত সুখী শাস্ত্রের বচন ॥
আত্মাতে আরাম হয় সতত যাঁহার।
আত্মাতেই সুখী যিনি ওহে গুণাধার ॥
আত্মাতেই দৃষ্টি যাঁর রহে অনুক্ষণ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী সেই কুন্তীর নন্দন ॥
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ পায় সেই সাধুমতি।
সত্য সত্য জান পার্থ আমার ভারতী ॥
পাপরাশি বিদূরিত হয়েছে যাঁহার।
সংশয় নাহিক যাঁর অন্তর-মাঝার ॥
চিত্ত বশীভূত সদা করেছে যে জন।
পরহিতে রত যেই রহে অনুক্ষণ ॥

তত্ত্বদর্শী তাঁরে বলি ওহে মহামতি।
সে জন অবশ্য লভে নির্ব্বাণ মুকতি॥
কামক্রোধ-বিরহিত সন্ন্যাসী যে হয়।
আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছে সমুদয়॥
চিত্ত বশীভূত সদা করেছে যে জন।
পরকালে মোক্ষলাভ করে সেই জন॥
ইহকালে জীবন্মুক্ত তাহারেই বলে।
বলিলাম গূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
চিত্ত হতে বিসর্জ্জিয়া বাহ্যিক বিষয়।
ভ্রুযুগলমধ্যে স্থাপি দর্শেন্দ্রিয়দ্বয়॥
নাসা-অভ্যন্তরচারী প্রাণাপাণদ্বয়ে।
সমভাবাপন্ন করি একাগ্র-হৃদয়ে॥
কুম্ভক করিবে পার্থ অন্তরে সাধন।
জীবন্মুক্তি-হেতু ইহা শাস্ত্রের বচন॥
মুক্তিকামী যেই জন এ হেন প্রকারে।
মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে॥
ইচ্ছা ভয় ক্রোধ আদি করি বিসর্জ্জন।
সংসারে তাহারে বলি জীবন্মুক্ত জন॥
যজ্ঞভোক্তা তপোভোক্তা জানিয়া আমারে
সবার ঈশ্বর বন্ধু জানিয়া অন্তরে॥
সদা সদানন্দে রহে যেই সাধুগণ।
শান্তিলাভ করে তাঁরা কুন্তীর নন্দন॥

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

জনার্দ্দিন সম্বোধিয়া কুন্তীর নন্দনে।
পুনরায় কহে যোগ মধুর বচনে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
ফল-আশা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন॥
যেই সাধু জন করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
প্রকৃত সন্ন্যাসী যোগী সেই মতিমান॥
নতুবা নিরগ্নি ভূমে হয় যেই জন।
তারে না সন্ন্যাসী যোগী বলি কদাচন॥
পণ্ডিতেরা যেই কর্ম্মে বলেন সন্ন্যাস।
যোগ বলি তাহা হয় জগতে প্রকাশ॥
কর্ম্মফল এ হেতু না করিলে বর্জ্জন।
যোগী হতে সেই জন না পারে কখন॥
জ্ঞানযোগে আরোহিতে বাসনা যাঁহার।
কর্ম্মই কারণ হয় জানিবে তাঁহার॥
জ্ঞানযোগে সমারূঢ় হয়েছে যে জন।
জানিবেক কর্ম্ম ত্যাগ তাহার কারণ॥
সর্ব্ববিধ বাঞ্ছা ত্যাগ করেছে যে জন।
বাঞ্ছা নাহি করে ভোগ্য ভোগের সাধন॥
যোগারূঢ় বলি তাঁরে শাস্ত্রের বিচারে।
বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
আত্মা দ্বারা করিবেক আত্মার উদ্ধার।
আত্মারে না দিবে কষ্ট ওহে গুণাধার॥
আত্মাই আত্মার বন্ধু জানিবে সুজন।
আত্মাই আত্মার রিপু কুন্তীর নন্দন॥
যে আত্মা আত্মারে পার্থ করিয়াছে জয়।
আত্মার সুহৃৎ সেই জানিবে নিশ্চয়॥
যে আত্মা আত্মারে জয় করিবারে নারে।
শত্রুবৎ রত সেই নিজ অপকারে॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
এই সব হবে পার্থ হয় বিদ্যমান॥
জীবাত্মা প্রশস্ত মাত্র হয় যেই জন।
তার আত্মা স্বীয় ভাব ধরয়ে তখন॥
আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত যেই জন রয়।
জিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার যাহার হৃদয়॥
পাষাণে কাঞ্চনে লোষ্ট্রে করে সমজ্ঞান।
তারে বলি মুক্ত যোগী ওহে মতিমান॥
যোগারূঢ় বলি তারে শাস্ত্রের বিচারে।
বলিনু সকল কথা তোমার গোচরে॥
সুহৃদ্বন্ধু মিত্র অরি উদাসীন জন।
অসাধু মধ্যস্থ সাধু দ্বেষ্য আদিগণ॥
সবার উপর তুল্য জ্ঞান যেই করে।
সবার প্রধান বলি তাঁহারে বিচারে॥
যোগারূঢ় বিশ্বধামে হয় যেই জন।
বশীভূত করি তিনি দেহ আর মন॥
জনশূন্য স্থানে একা রহি নিরন্তর।
নিযুক্ত করিবে ঈশ-চিন্তায় অন্তর॥

কোন আশা না রাখিবে অন্তর-মাঝারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
কুশোপরি চর্ম্ম আগে করিয়া স্থাপন।
তদুপরি বিস্তারিবে উত্তম বসন॥
নাতি উচ্চ নাতি নীচ হবে স্থিরতর।
অভ্যাস করিবে যোগ বসি তদুপর॥
জিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেই জন।
একচিত্ত হয়ে আত্মশুদ্ধির কারণ॥
এরূপ স্থানেতে বসি যোগ অভ্যাসিবে।
অবশ্য তাহার বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে॥
শরীর মস্তক গ্রীবা রহিবে সরল।
সদা দৃষ্টি রবে নাসা-অগ্রের উপর॥
এইরূপে সমাহিত হয়ে সাধুজন।
অভ্যাস করিবে যোগ শাস্ত্রের লিখন॥
যোগারূঢ় সাধু জন হইয়া নির্ভয়।
প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মচারী সংযত-হৃদয়॥
মম প্রতি সর্ব্বভাবে হয়ে একমন।
আমাতেই নিজ মন করিবে অর্পণ॥
এইরূপে সমাহিত করিলে অন্তরে।
সে জন নির্ব্বাণ মুক্তি পায় অবহেলে॥
মদ্রূপেতে অবস্থিতি লভে সেই জন।
বলিনু যোগের কথা তোমার সদন॥
উপবাস করে কিম্বা অধিক আহার।
নিদ্রালু অথবা করে নিদ্রা পরিহার॥
তাহার সমাধি নাহি কোন কালে হয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয়॥
কার্য্যচেষ্টা জাগরণ আহার বিহার।
নিদ্রা আদি যথাবিধি যে করে আচার॥
সমাধি লাভেতে শক্য হয় সেই জন।
তাহাতেই দুঃখ নাশ শাস্ত্রের বচন॥
স্পৃহাশূন্য যেই আর বশীভূত মন।
আত্মাতেই অবস্থিতি করে অনুক্ষণ॥
যোগধন লাভ করে সেই মহাশয়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে ধনঞ্জয়॥
জিতচিত্ত ব্যক্তি হয় যেই সাধু জন।
আত্মযোগ অনুষ্ঠান করেন যখন॥

প্রদীপ যেরূপ রহে বায়ুশূন্য স্থানে।
সেরূপ নিশ্চল সেই রহে হৃষ্টমনে॥
যোগসেবা দ্বারা মন নিরুদ্ধ করিয়ে।
যেই অবস্থায় রহে উপরত হয়ে॥
শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে মন যেই অবস্থাতে।
আত্মারে হেরিয়া রহে সন্তুষ্ট আত্মাতে
বুদ্ধিলভ্য অতীন্দ্রিয় যে সুখেরে কয়।
যেই অবস্থায় তাহা উপলব্ধি হয়॥
যেই অবস্থায় স্থিতি করিলে সুজন।
আত্মতত্ত্ব হতে চ্যুত না হয় কখন॥
যদবস্থা লাভ হলে সাধু মতিমান।
অন্যলাভে বহু বলি নাহি করে জ্ঞান॥
যদবস্থা উপস্থিত হলে সাধুগণ।
গুরু দুঃখে বিচলিত কভু নাহি হন॥
সেই অবস্থার নাম যোগ বলি জানি।
কহিলাম তত্ত্বকথা শুনহ ফাল্গুনি॥
সেরূপ অবস্থা কভু হইলে ঘটন।
দুঃখলেশ কিছু আর না রহে কখন॥
এ হেতু যতন পার্থ করিয়া প্রকাশ।
নির্ব্বেদবিহীন চিত্তে করিবে অভ্যাস॥
সঙ্কল্প-সঞ্জাত যত কামনা নিকর।
বিসর্জ্জন করি পরে সাধুশীল নর॥
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়েরে নিগৃহীত করি।
অভ্যাস করিবে যোগ ওহে কুরু-অরি॥
আত্মাতে আপন মন করিয়া নিহিত।
স্থিরবুদ্ধি যোগে পার্থ সুশীল-চরিত॥
বিরতি অভ্যাস অল্পে অল্পেতে করিবে।
অন্য কোন বিষয়েতে মন নাহি দিবে॥
চঞ্চল স্বভাব হয় মানবের মন।
যে যে বিষয়েতে মন করে বিচরণ॥
তত্তৎ বিষয় হতে করি আহরণ।
করিবে আত্মার বশ কুন্তীর নন্দন॥
ব্রহ্মভাবে ভাবাপন্ন যেই যোগী হয়।
পাপহীন রজোহীন প্রশান্ত-হৃদয়॥
পরম আনন্দ লাভ সেই জন করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥

এরূপে নিষ্পাপ যোগী মনোবশ করি।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ অনায়াসে করি॥
সর্ব্বোত্তম সুখ লাভ করেন অন্তরে।
জীবন্মুক্ত হন তিনি এ ভব সংসারে॥
সমাহিত-চিত্ত যিনি সমদর্শী হন।
আত্মারে সমস্ত ভূতে করেন দর্শন॥
আত্মাতে সকল ভূত দরশন করে।
আত্মা হতে ভেদ জ্ঞান না রাখে অন্তরে॥
সকল জীবেতে মোরে যে করে দর্শন।
আমাতে সকল জীব করে নিরীক্ষণ॥
তাঁহার অদৃশ্য আমি কভু নাহি হই।
সে নহে অদৃশ্য মম কহি তব ঠাঁই॥
মম সহ একীভূত হয়ে সেই জন।
সর্ব্বভূতস্থিত মোরে করি বিবেচন॥
একান্ত অন্তরে মোর আরাধনা করে।
যে বৃত্তি ধরুক সেই যে কোন প্রকারে॥
সর্ব্ব অবস্থাতে সেই যোগী মহোদয়।
আমাতেই অবস্থান করেন নিশ্চয়॥
সে জন মুকতি পায় আমার বচনে।
বলিলাম তত্ত্বকথা তোমার সদনে॥
নিজ-সুখ-দুঃখ সম যেই সাধুজন।
পর-সুখ-দুঃখ সদা করে দরশন॥
অর্থাৎ সবার সুখ অভিলাষ করে।
পরদুঃখ-বাঞ্ছা কভু না করে অন্তরে॥
সবার প্রধান সেই যোগী মহোদয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন॥
আত্মার সমতারূপ যোগের বিষয়।
যা বলিলে ওহে প্রভু শুন দয়াময়॥
দীর্ঘকালস্থায়ী বলি উহারে আমার।
অনুমান নাহি হয় ওহে গুণাধার॥
মনের চাঞ্চল্য হেতু হেন বোধ করি।
বলিনু মনের কথা শুনহ মুরারি॥
অজেয় দুর্ভেদ্য মন প্রকৃত চঞ্চল।
ইন্দ্রিয়েরে বিক্ষোভিত করে নিরন্তর॥

বায়ুগতি রুদ্ধ করা দুষ্কর যেমন।
মন নিগৃহীত করা জানিবে তেমন॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি চক্রপাণি।
বলিলেন সম্বোধিয়া শুনহ ফাল্গুনি॥
সংসারে চঞ্চল হয় যে জনের মন।
দুর্নিবার্য্য সেই মন প্রকৃত বচন॥
অভ্যাস বৈরাগ্য যোগে একান্ত অন্তরে।
দমন করিবে সাধু তেমন মনেরে॥
বশীভূত নহে কভু যাহার অন্তর।
এ যোগ তাহার পক্ষে অতীব দুষ্কর॥
সযতনে চিত্ত বশ করেছে যে জন।
যোগ লাভে সেই জন সুপারগ হন॥
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবান্।
যে ব্যক্তি প্রথমে থাকে অতি শ্রদ্ধাবান্॥
শেষেতে শিথিলযত্ন হয় যেই জন।
যোগভ্রষ্টচিত্ত হয় ওহে জনার্দ্দন॥
যোগসিদ্ধি নাহি লভি সেই নরবর।
কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় কহ গদাধর॥
যোগ কর্ম্ম দুই হতে পরিভ্রষ্ট হয়ে।
অনভিজ্ঞ হয়ে ব্রহ্মলাভের উপায়ে॥
নিরাশ্রয় হয়ে পরে ওহে জনার্দ্দন।
ছিন্ন মেঘ সম নাশ পায় কি কখন॥
ছেদন করহ কৃষ্ণ আমার সংশয়।
তুমি ভিন্ন নাহি মম ওহে দয়াময়॥
আমার সংশয় নাশ করিবারে পারে।
তোমা ভিন্ন নাহি হেন সংসার-মাঝারে॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে ভগবান কহেন তখন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
যোগভ্রষ্ট বিশ্বমাঝে যেই জন হয়॥
ইহলোকে পরলোকে কুত্রাপি তাহার।
বিনাশ নাহিক কভু ওহে গুণাধার॥
শুভকারী ভবধামে হয় যেই জন।
তাহার দুর্গতি পার্থ না হয় কখন॥
পুণ্যকারী জনগণ যেই লোকে যায়।
যোগভ্রষ্ট জন যায় জানিবে তথায়॥

বহু বর্ষ সেই স্থানে করি অবস্থান।
পুনশ্চ আসেন তিনি এই নরধাম॥
সদাচার ধনবান্ যে জন সংসারে।
জনম ধরেন আসি তাহার আগারে॥
অথবা যোগীর বংশে ধরেন জনম।
সে জন্ম দুর্ল্লভ কিন্তু কুন্তীর নন্দন॥
এইরূপে জন্ম ধরি যোগভ্রষ্ট জন।
জন্মার্জ্জিত বুদ্ধি সেই করে উপার্জ্জন॥
পূর্ব্বজন্ম হতে যত্ন করি বহুতর।
মুক্তিলাভে সমুদ্যত রহে নিরন্তর॥
বিঘ্নবশে যদি নাহি করে অভিলাষ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ করে তারে পূর্ব্বের অভ্যাস॥
পূর্ব্বজন্মকৃত সেই অভ্যাসের বলে।
ব্রহ্মনিষ্ঠ হয় সেই জানিবে অন্তরে॥
অবশেষে হয়ে যোগ-জিজ্ঞাসু তখন।
সমধিক ফল লাভ করে সেই জন॥
বেদোক্ত করমফল আছয়ে যেমন।
ততোধিক ফল লাভ করে সেই জন॥
অবশেষে মুক্তিলাভ অনায়াসে হয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয়॥
বহুযত্নে পাপহীন যোগী মহামতি।
বহু জন্মে লাভ করে পরমা সুগতি॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ হয় যোগীজন॥
জ্ঞানী হতে শ্রেষ্ঠ হয় যোগী মহামতি।
কর্ম্মী হতে যোগী শ্রেষ্ঠ শুনহ সুমতি॥
অতএব মম বাক্য করহ ধারণ।
যোগী হও তুমি পার্থ কুন্তীর নন্দন॥
আমাতে সমর্পি মন যেই মহামতি।
আমাকে ভজনা করে শ্রদ্ধা সহ অতি॥
মম মতে সেই জন যোগীর প্রধান।
কহিনু যোগের কথা তব বিদ্যমান॥

## সপ্তম অধ্যায়।

সম্বোধিয়া ধনঞ্জয়ে কহে জনার্দ্দন।
আমার বচন পার্থ করহ শ্রবণ॥
যেরূপে আসক্ত হয়ে আমার উপরে।
আমার আশ্রিত হয়ে একান্ত অন্তরে॥
যোগাভ্যাস করি তুমি জানিবে আমায়।
মন দিয়া শুন তাহা বলিব তোমায়॥
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান করিতে কীর্ত্তন।
উদ্যত হয়েছি আমি তোমার সদন॥
মম মুখে এই সব অবগত হলে।
মঙ্গল বিষয় সব জানিবে অন্তরে॥
অবশিষ্ট কিছুমাত্র না রহিবে আর।
বলিলাম সার কথা ওহে গুণাধার॥
সহস্র মানব মধ্যে কোন কোন জন।
আত্মজ্ঞান লাভ হেতু করয়ে যতন॥
সেই সব যত্নশীল মানব-মাঝারে।
কচিদপি কেহ মোরে জানিবারে পারে॥
মম মায়াস্বরূপিণী প্রকৃতি বিদিত।
আটভাগে সুবিভক্ত জানিবে নিশ্চিত॥
ভূমি জল অগ্নি বায়ু শূন্য আর মন।
বুদ্ধি অহঙ্কার এই শাস্ত্রের লিখন॥
এ আট প্রকৃতি ধরে অপরা আখ্যান।
দ্বিতীয়া প্রকৃতি আছে পরা অভিধান॥
জীবরূপ বলি তাঁরে জান ধনঞ্জয়।
জগত ধরিছে তিনি নাহিক সংশয়॥
পরা হতে অপরারে নিকৃষ্ট জানিবে।
উৎকৃষ্টা প্রকৃতি পরা অন্তরে বুঝিবে॥
প্রকৃতি দুয়ের কথা করিনু কীর্ত্তন।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তুল্য এই দুই জন॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ-নিকর।
এই দুই হতে জন্মে ওহে গুণধর॥
অতএব একমাত্র আমারে অন্তরে।
সংসার-কারণ বলি জানিবে বিচারে॥
আমা হতে হয় শেষে সবার প্রলয়।
বলিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥

সৃষ্টির কারণ আমি সংহার-কারণ।
অপর কারণ আর নাহি কদাচন॥
সূত্রে গাঁথা রহে মণি জানিবে যেমন।
সংসার আমাতে গাঁথা রয়েছে তেমন॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বচন আমার।
রসরূপে থাকি আমি সলিল-মাঝার॥
চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভারূপে করি অবস্থিতি।
প্রণব রূপেতে বেদে করি নিবসতি॥
শব্দরূপে থাকি আমি আকাশ মাঝারে।
পৌরুষ রূপেতে থাকি মানব-আগারে॥
অবিকৃত গন্ধরূপে রহি পৃথিবীতে।
তেজোরূপে থাকি আমি অগ্নির মাঝেতে॥
সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে মম অবস্থান।
তপোরূপে তপস্বীতে ওহে মতিমান॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বলি হে তোমারে।
সনাতন বীজ বলি জানিও আমারে॥
সর্ব্বভূত-বীজ আমি ওহে ধনঞ্জয়।
তেজস্বীর তেজ আমি নাহিক সংশয়॥
বুদ্ধিমান-সমূহের বুদ্ধি বলি জান।
বলিষ্ঠের বল আমি ওহে মতিমান॥
ধর্ম্ম-অনুগত কাম যারে বলা যায়।
সে কাম জানিবে পার্থ অন্তরে আমায়॥
সাত্ত্বিক রাজস ভাব তামসিক আর।
জন্মিয়াছে আমা হতে ওহে গুণাধার॥
আমার অধীন উহা জানিবে অন্তরে।
উহাদের বশীভূত না ভাব আমারে॥
ফলতঃ যে কেহ আছে অবনী-মাঝারে।
ত্রিগুণ-আত্মক ভাবে রহে মুগ্ধান্তরে॥
সে হেতু না পারে তারা জানিতে আমায়।
বলিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায়॥
মায়া এক আছে মম অতীব দুস্তরা।
অলৌকিক গুণ তার সার হতে সারা॥
আমারে আশ্রয় করে যেই সাধুগণ।
একমাত্র তারা করে সে মায়া ছেদন॥
সেই মায়াবশে যারা হ'য়ে হতজ্ঞান।
আসুরিক ভাব ধরে ওহে মতিমান॥
সেই সব পাপাচারী নরাধমগণ।
আমারে লভিতে নাহি পারে কদাচন॥
আর্ত্ত আত্মজ্ঞান-ইচ্ছু অর্থকামী জ্ঞানী।
চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্ জানিবে ফাল্গুনি॥
চারিবিধ পুণ্যাত্মারা একান্ত অন্তরে।
একমনে ভক্তি করি মোরে সেবা করে॥
উহাদের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
যোগযুক্ত ভক্ত তাঁরে জানিবে নিশ্চয়॥
ফলতঃ যে জন জ্ঞানী শুনহ ফাল্গুনি।
একান্ত আমার প্রিয় তাহারেই জানি॥
তাহার পরম প্রিয় আমি মাত্র হই।
বলিনু নিগূঢ় কথা আজি তব ঠাঁই॥
চতুর্ব্বিধ উপাসক মুক্তিলাভ করে।
তথাপি জ্ঞানীরে শ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে॥
আমার স্বরূপ হয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ।
আমাতে অর্পিত করে আপনার মন॥
একমাত্র গতি ভাবে যে জন আমারে।
আশ্রয় করয়ে মোরে একান্ত অন্তরে॥
বহু জন্ম অতিক্রম করি জ্ঞানীজন।
বাসুদেব সম বিশ্ব করে দরশন॥
এইরূপ স্থির করি ভজয়ে আমারে।
দুর্ল্লভ তাদৃশ ব্যক্তি এ ভব-সংসারে॥
অন্যান্য উপাসকেরা প্রকৃতির বশে।
হতবুদ্ধি হয় মজি বিষয়ের রসে॥
ভূত প্রেত যক্ষ আদি ক্ষুদ্র দেবগণে।
আরাধনা করে তারা ঐকান্তিক মনে॥
সেই সব ভক্তগণ শ্রদ্ধা সহকারে।
আমার যে কোন মূর্ত্তি সদা ধ্যান করে॥
মম মূর্ত্তিবিশেষের করে আরাধন।
স্থির শ্রদ্ধা তারে আমি করি সমর্পণ॥
সেই সব ভক্তগণ শ্রদ্ধা সহকারে।
সেই সব মূর্ত্তিগণে আরাধনা করে॥
অবশেষে আমা হতে ইষ্ট ফল পায়।
কহিনু সকল কথা কৌন্তেয় তোমায়॥
অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অবনী-মাঝারে।
দেবলব্ধ ফল সব বিনাশিত করে॥

দেবযাজী যারা তারা দেবতারে পায়।
মম ভক্তগণ পায় জানিবে আমায়॥
অব্যক্ত আমারে পার্থ জানিবে অন্তরে।
বুদ্ধিহীনগণে মোরে জানিবারে নারে॥
আমার স্বরূপ তারা জানিতে না পারে।
মনুষ্য বলিয়া ভাবে অন্তরে বিচারে॥
মীন কূর্ম্ম আদি ভাবাপন্ন ভাবে মনে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে॥
প্রকাশ না হই আমি সবার গোচরে।
প্রচ্ছন্ন হইয়া রহি যোগমায়া-বলে॥
এই হেতু বিশ্ব-মাঝে মূঢ়মতিগণ।
অব্যয় অজন্মা বলি না জানে কখন॥
ভূত ভবিষ্যৎ পার্থ কিবা বর্ত্তমান।
ত্রিকাল বিদিত মম ওহে মতিমান॥
তথাপি আমারে কেহ জানিবারে নারে।
কি আশ্চর্য্য হের পার্থ আপন অন্তরে॥
স্থূলদেহ সমুৎপন্ন হলে ভূতগণ।
মোহে বিমোহিত তারা রহে অনুক্ষণ॥
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব হেতু সে মোহ জনমে।
ইচ্ছাদ্বেষ হতে শীত-উষ্ণ আদি জন্মে॥
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জন্য মোহ নাহি যার।
পাতক নাহিক যার শরীর মাঝার॥
ব্রতপরায়ণ হেন পুণ্যবানগণ।
আমারে ভজনা করে হয়ে একমন॥
আমারে আশ্রয় করি যেই সাধুগণ।
জরামৃত্যু তরিবারে করয়ে যতন॥
অধ্যাত্ম-বিষয় তারা জানিবারে পারে।
সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান জনমে অন্তরে॥
তাদের বিদিত হয় নিখিল করম।
বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
অধিভূত অধিদেব অধিযজ্ঞ সনে।
আমারে জেনেছে যারা নিজ মনে মনে॥
সেই সব সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ।
মৃত্যুকালে মোরে নাহি হয় বিস্মরণ॥

## অষ্টম অধ্যায়।

কৃষ্ণের মুখেতে শুনি যোগতত্ত্ব বাণী
পুনরায় সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে ফাল্গুনি॥
ব্রহ্মের বিষয় প্রভু করিলে কীর্ত্তন।
কিরূপ বলহ ব্রহ্ম করিব শ্রবণ॥
অধ্যাত্ম কিরূপ হয় কহ মহামতি।
কর্ম্ম কারে বলে তাহা শুনিব সংপ্রতি॥
অধিভূত অধিদেব কাহারে বা বলে।
প্রকাশ করিয়া বল আমার গোচরে॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে দয়াময়।
নরদেহে অধিযজ্ঞ কিবা রূপ হয়॥
অধিযজ্ঞ অবস্থিতি করে কি প্রকারে।
বিবরিয়া এই সব বলহ আমারে॥
মৃত্যুকালে সমাহিতচিত্ত নরগণ।
কিরূপে ব্রহ্মেরে জানে শ্রীমধুসূদন॥
ব্যাকুল হয়েছি এই সব জানিবারে।
কৃপা করি বল প্রভু আমার গোচরে॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে কৃষ্ণ কহেন তখন॥
যেই জন জগতের আদিম কারণ।
পরম অক্ষর যিনি ওহে মহাত্মন্॥ (১)
ব্রহ্মই তাঁহারে বলে জানিবে অন্তরে।
ব্রহ্ম-অংশ-রূপ জীব বলিনু তোমারে॥
দেহ অধিকার করি কৈলে অবস্থান।
জীবেরে অধ্যাত্ম বলে ওহে মতিমান॥
ভূতের উৎপত্তি বৃদ্ধি যাহা হতে হয়।
তাদৃশ যজ্ঞেরে কর্ম্ম বলে ধনঞ্জয়॥
বিনশ্বর দেহ আদি পদার্থ-নিকর।
ভূতগণে অধিকার করে নিরন্তর॥
এ হেতু উহারে অধিভূত বলা যায়।
শুন শুন তার পর বলিব তোমায়॥

(১) পরম অক্ষর—অর্থাৎ যাঁহার গমনাগমন নাই, যিনি অক্ষয়।

বৈরাজ পুরুষ যিনি খ্যাত চরাচর।
ভাস্করমণ্ডলে যাঁর স্থিতি নিরন্তর॥
স্বীয় অংশরূপে যিনি সর্ব্বদেবপতি।
তিনি অধিদৈবত ওহে মহামতি॥
সদা যজ্ঞ-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আকারে।
অবস্থিতি করি আমি এ দেহ-মাঝারে॥
এ হেতু আমারে সবে অধিযজ্ঞ কয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
অন্তকালে মোরে যিনি করিয়া স্মরণ।
গমন করেন দেহ করি বিসর্জ্জন॥
আমার স্বরূপ লাভ করে সেই জন।
ইহাতে সন্দেহ নাহি ওহে মহাত্মন॥
যে ব্যক্তি অন্তিমকালে একান্ত অন্তরে।
স্মরণ করয়ে যে যে পদার্থ নিকরে॥
যে কোন দেবতা কিম্বা যে কোন বিষয়।
হৃদয়ে স্মরণ করে ওহে ধনঞ্জয়॥
সে জন পরেতে ত্যজি আপনার কায়।
~~সেই~~ সেই দ্রব্যাদির স্বরূপতা পায়॥
এ হেতু শুনহ পার্থ আমার বচন।
নিরন্তর মোরে তুমি করহ স্মরণ॥
নিঃসন্দেহ মনে হও প্রবৃত্ত সমরে।
মনোবুদ্ধি রাখ তুমি আমার উপরে॥
তবে ত আমারে পাবে নাহিক সংশয়।
বলিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
অভ্যাস উপায় অবলম্বিয়া অন্তরে।
পরম পুরুষে চিন্তা যদি কেহ করে॥
তাঁহাতেই লীন হয় সেই সাধুজন।
সন্দেহ নাহিক ইথে ওহে মহাত্মন॥
অন্তকালে স্থিরচিতে ভক্তিযোগবলে।
প্রাণবায়ু সমাবিষ্ট করি ভ্রূ-মাঝারে॥
অজ্ঞান তিমিরোপরি যিনি বর্ত্তমান।
বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরাণ॥
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম যিনি বিধাতা সবার।
স্বপ্রকাশ হন যিনি ভাস্কর আকার॥
অচিন্ত্যস্বরূপ যেই পরম পুরুষে।
হৃদিমাঝে করে চিন্তা একাগ্রতাবশে॥
সেই ব্যক্তি লাভ করে ব্রহ্মেরে নিশ্চয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
অক্ষয় বলেন যাঁরে বেদবেত্তাগণ।
যাঁহাতে প্রবেশ করে যত যতিজন॥
যাঁহার পরম তত্ত্ব জানিবার তরে।
একমনে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করে॥
যেরূপে লভিতে পারে সেই মহাধন।
উপায় তাহার বলি করহ শ্রবণ॥
সংযত করিয়া সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।
মনকে নিরুদ্ধ করি হৃদয়-কমলে॥
ভ্রূর মধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবিষ্ট করি।
যোগজন্য ধৈর্য্য ধরে যেই শুদ্ধাচারী॥
প্রণব ব্রহ্মের আখ্যা বিদিত ভুবন।
প্রণব উচ্চারি মোরে করিয়া স্মরণ॥
কলেবর পরিত্যাগ যেই জন করে।
দিব্য গতি পায় সেই জানিবে অন্তরে॥
একমনে মোরে সদা যে করে স্মরণ।
অনায়াসে পায় মোরে সেই যোগীজন॥
আমারে লভিয়া যত মহাত্মা-নিকর।
মুক্তিরূপা সিদ্ধি লভি সানন্দ অন্তর॥
দুঃখের আলয় যেই অনিত্য জনম।
তাহে নাহি বন্দী আর পুনরায় হন॥
ব্রহ্মলোক আদি পার্থ সর্ব্বলোক হতে।
প্রাণীগণ আসে পুনঃ সংসার-ভূমিতে॥
কিন্তু মোরে লাভ করে যেই মহাজন।
জন্ম নাহি ধরে পুনঃ সে জন কখন॥
দেবের সহস্র যুগ যত দিনে হয়।
বিধাতার একদিন তাহারেই কয়॥
ঐ রূপ সহস্র যুগে একরাত্রি জানি।
যাঁহারা জানেন ইহা শুনহ ফাল্গুনি॥
সর্ব্বজ্ঞ তাঁদের বলি ওহে ধনঞ্জয়।
অহোরাত্রবেত্তা তাঁরা জানিবে নিশ্চয়॥
শুন শুন মহামতি আমার বচন।
বিধাতার দিন যবে করে আগমন॥
অব্যক্ত কারণ হতে ব্যক্ত চরাচর।
প্রাণীগণ আবির্ভূত হয় নিরন্তর॥

এরূপ রজনী যবে করে আগমন।
বিলীন হইয়া যায় সকলি তখন॥
কারণ স্বরূপ সেই অব্যক্ত দ্রব্যেতে।
সর্ব্ব বস্তু লীন হয় জানিবেক চিতে॥
বিধাতার দিনাগমে যত ভূতগণ।
পুনঃপুনঃ করি সবে জনমগ্রহণ॥
রাত্রি সমাগমে পুনঃ সবে লয় পায়।
এইরূপে পুনঃপুনঃ আসে আর যায়॥
কর্ম্ম-আদি-পরতন্ত্র দিবাতে হইয়া।
পুনঃপুনঃ জন্মে সবে সংসারে আসিয়া॥
রাত্রি সমাগমে পুনঃ হয়ে যায় লয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
আর এক ভাব আছে বলি সনাতন।
অতীব অব্যক্ত উহা, পাণ্ডুর নন্দন॥
পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত চরাচরের কারণ।
তাহাপেক্ষা পরতর ওহে মহাত্মন॥
যাবতীয় ভূত বটে বিনাশিত হয়।
এ ভাবের নাশ নাই ওহে ধনঞ্জয়॥
অতীন্দ্রিয় ও অক্ষর ভাব যারে বলেন
পরম-পুরুষ-অর্থ জানিবে তাহারে॥
আমার স্বরূপ তাহা ওহে মহামতি।
উহা লাভে নাহি হয় সংসারেতে গতি॥
একমাত্র ভক্তিযোগ থাকিলে অন্তরে।
পরম পুরুষে লাভ করিবারে পারে॥
তাঁর অভ্যন্তরে রহে যত প্রাণীগণ।
ব্যাপিয়া আছেন তিনি অখিল ভুবন॥
যেই কালে যোগীগণ করিলে গমন।
আবৃত্তি লভেন তাঁরা ওহে মহাত্মন॥
যে কালে গমন কৈলে অনাবৃত্তি পান।
বলিতেছি সে বিষয় কর অবধান॥
শুক্লবর্ণ দিন যথা ওহে মহামতি।
অগ্নি সম প্রভা যত করিছে বিস্তৃতি॥
ছয়মাস যেই স্থানে উত্তর অয়ন।
তথায় গমন করি ব্রহ্মবেত্তাগণ॥
ব্রহ্মধামে লাভ করে শুন ধনঞ্জয়।
আর যেই স্থানে রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ হয়॥
সেই স্থানে ছয়মাস দক্ষিণ অয়ন।
তথায় যাইয়া যত কর্ম্মযোগীগণ॥
চন্দ্রপ্রভা-সমন্বিত স্বর্গ লাভ করি।
নিবৃত্ত হয়েন তাঁরা জানিবে বিচারি॥
দুইমাত্র গতি জান জগতের হয়।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই যার আছে পরিচয়॥
শুক্লমার্গে যাঁরা সব করেন গমন।
মুক্তিভাগী তাঁরা ওহে কুন্তীর নন্দন॥
কৃষ্ণমার্গে যারা যায় শুন মহামতি।
পুনশ্চ তাদের হয় সংসারেতে গতি॥
এই দুই গতি জানি যত যোগীগণ।
কদাচ বিমুগ্ধ তাঁরা কভু নাহি হন॥
অতএব ধনঞ্জয় আমার বচনে।
যোগরত হও তুমি ঐকান্তিক মনে॥
বেদে যজ্ঞে তপে দানে যেই ফল হয়।
তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি জ্ঞানীচয়॥
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লভয়ে সকলে।
বিষ্ণুর পরম পদ পায় অবহেলে॥
বিশ্বের কারণ মাত্র যেই পদ হয়।
সেই বিষ্ণুপদ পায় ওহে ধনঞ্জয়॥

## নবম অধ্যায়।

পার্থেরে সম্বোধি পুনঃ কহেন ঈশ্বর।
অসূয়া-বিহীন তুমি পাণ্ডুবংশধর॥
যা জানিলে মুক্ত হয় সংসার-বন্ধন।
অতি গুহ্য সেই জ্ঞান করিব কীর্ত্তন॥
বিজ্ঞান সহিত সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান।
শ্রবণ করহ এবে ওহে মতিমান॥
বিদ্যামধ্যে এই জ্ঞান সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতম।
রাজাদের পক্ষে অতি গুপ্ত পুণ্যতম॥
প্রত্যক্ষ-ফলদ ইহা ধর্ম্ম-অনুগত।
অব্যয় জানিবে ইহা ওহে কুন্তীসুত॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
অনায়াসে পারে ইহা করিতে সাধন॥

যাহারা ইহাতে কভু বিশ্বাস না করে।
সংসার-পথেতে তারা নিয়ত বিচরে ॥
আমারে লভিতে তারা না পারে কখন।
পুনঃপুনঃ লভে তারা সংসার-বন্ধন ॥
অব্যক্তরূপেতে আমি ব্যাপ্ত সর্ব্বঠাঁই।
প্রাণীগণ অবস্থিতি আমাতে সদাই ॥
আমি কিন্তু কিছুতেই নহি অবস্থিত।
আমাতে সবার স্থিতি জানিবে নিশ্চিত ॥
আমার ঐশিক যোগ কর দরশন।
আমাতে নহেক স্থিত যত ভূতগণ ॥
কেবল আমার আত্মা ধরিছে সবারে।
পালন করিছে দেখ যত চরাচরে ॥
কিন্তু কোন ভূতে আত্মা মিলিত না হয়।
এই হের কিবাশ্চর্য্য ওহে ধনঞ্জয় ॥
হেরহ সর্ব্বত্রগামী মহা সমীরণ।
আকাশে সতত স্থিতি করিছে যেমন ॥
তাদৃশ সকল ভূত আমাতে সংস্থিত।
[redacted]র ভাবিলে জ্ঞান লভিবে নিশ্চিত ॥
যবে উপনীত হয় প্রলয় সময়।
আমার মায়ায় লীন হয় সমুদয় ॥
ত্রিগুণ-আত্মিক-মায়া জানিবে অন্তরে।
তাহে লীন হয় সবে প্রলয়ের কালে ॥
সৃষ্টির আরম্ভ কাল যবে আসি হয়।
ভূতগণে সৃজি পুনঃ ওহে ধনঞ্জয় ॥
স্বীয় মায়া-অধিষ্ঠিত হয়ে নিরন্তর।
পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করি জানিবে সকল ॥
জন্মান্তর-কর্ম্মফলে যত ভূতগণ।
প্রলয় কালেতে হয় মায়াতে বিলীন ॥
কর্ম্মাদির বশীভূত সেই সবগণে।
পুনঃপুনঃ সৃজি আমি জানিবেক মনে ॥
সৃষ্টি আদি কর্ম্ম সব কখন আমায়।
আবদ্ধ করিতে নারে কহিনু তোমায় ॥
ইহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
উদাসীন সম আমি রহি অনুক্ষণ ॥
সর্ব্বকর্ম্মে অনাসক্ত রহি নিরন্তর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর ॥

মম অধিষ্ঠানমাত্র লভিয়া প্রকৃতি।
করিতেছে বিশ্ব সৃষ্টি ওহে মহামতি ॥
মম অধিষ্ঠান হেতু বিশ্ব চরাচর।
পুনঃপুনঃ সমুৎপন্ন হয় নিরন্তর ॥
সর্ব্বভূত-মহেশ্বর জানিবে আমায়।
পরিগ্রহ করিয়াছি মানুষের কায় ॥
আমার পরম তত্ত্ব না জানি অন্তরে।
অবজ্ঞা করিয়া থাকে মূঢ়েরা আমারে ॥
বিফল কর্ম্মেতে যারা সদা পরায়ণ।
বিফল আশার আশী যেই সব জন ॥
বিফল বুদ্ধির বশ যেই সব নর।
সেই সব হতজ্ঞান মানব-নিকর ॥
রাক্ষসী-প্রকৃতি-বশ হইয়া তাহারা।
আমারে অবজ্ঞা করে হয়ে আত্মহারা ॥
আসুরী-প্রকৃতি-বশ কিম্বা তারা হয়।
মোহিনী-প্রকৃতি-বশ অথবা নিশ্চয় ॥
দৈবী প্রকৃতিরে পার্থ করিয়া আশ্রয়।
আমারে ভজনা করে মহাত্মানিচয় ॥
মোরে চিন্তে বলি তারা জগত-কারণ।
নিত্যরূপ ভাবে মোরে হয়ে একমন ॥
কোন কোন ব্যক্তি সদা ভক্তিযুত হয়ে।
মম নাম গান করে একান্ত-হৃদয়ে ॥
দৃঢ়ব্রত হয়ে কিম্বা হয়ে যত্নবান।
ভক্তি করি করে সদা আমারে প্রণাম ॥
সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে ভক্তি সহকারে।
উপাসনা করে মম একান্ত অন্তরে ॥
তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞরূপে কোন জন।
একান্ত অন্তরে মোরে করয়ে চিন্তন ॥
অভেদ ভাবনাক্রমে কোন কোন নর।
মম উপাসনা করে হয়ে একান্তর ॥
পৃথক ভাবনা ক্রমে কোন কোন জন।
মম উপাসনা করে ওহে মহাত্মন ॥
কেহ কেহ ব্রহ্মরুদ্রে আদি রূপে মোরে।
উপাসনা করে পার্থ একান্ত অন্তরে ॥
আমি আজ্য আমি হোম আমিই অনল।
আমি যজ্ঞ স্বধা মন্ত্র ঔষধ-নিকর ॥

জগতের পিতা মাতা আমিই বিধাতা।
আমি বেদ্য পিতামহ আমি পবিত্রতা॥
আমি ঋক্ আমি সাম আমি যজুর্ব্বেদ।
ইথে নাহি মনে কিছু ভাবিও প্রভেদ॥
আমি গতি আমি ভর্ত্তা আমি ভোগস্থান।
আমি প্রভু আমি সাক্ষী প্রলয় নিধান॥
সুহৃৎ রক্ষক আমি এ ভব-আধার।
আমি বীজ ও অব্যয় ওহে গুণাধার॥
আমিই জগতে করি উত্তাপ প্রদান।
সলিল বর্ষণ করি ওহে মতিমান॥
আমিই করিছি পার্থ বারি আকর্ষণ।
সদসৎ আমি ওহে কুন্তীর নন্দন॥
অমৃত বলিয়া মোরে জানিবে অন্তরে।
আমি মৃত্যু ওহে পার্থ কহিনু তোমারে॥
বিগত-পাতক যত মহাত্মা-নিকর।
ত্রিবেদ বিহিত কর্ম্মে হইয়া তৎপর॥
সোমপায়ী হয়ে করি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
আমার সৎকার করে শুনহ ধীমান॥
সুরলোক লাভে তাঁরা করেন গমন।
ইষ্টসিদ্ধি লাভ করে সেই সব জন॥
অনন্তর সেই সব স্বর্গকামীগণ।
নানারূপে স্বর্গসুখ করিয়া ভুঞ্জন॥
পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় আসে মর্ত্ত্যপুরে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
এইরূপে ভোগবাঞ্ছা করি সব জন।
ত্রিবেদ-বিহিত কর্ম্ম করি সম্পাদন॥
পুনঃপুনঃ আসে যায় অবনী-মাঝারে।
কহিনু পরম তত্ত্ব তোমার গোচরে॥
একমনে যারা করে আমারে চিন্তন।
উপাসনা করে মম হয়ে একমন॥
সেই সব একনিষ্ঠ সজ্জন নিকরে।
যোগক্ষেম অর্পি আমি কহিনু তোমারে॥
ভক্তি-শ্রদ্ধাবান্ হয়ে যেই সব জন।
অন্য দেবে আরাধনা করে অনুক্ষণ॥
অবিধি পূর্ব্বক তারা মম পূজা করে।
জানিবে এ তত্ত্ব পার্থ আপন অন্তরে॥

সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা আমি সকলের প্রভু।
আমায় যথার্থ জ্ঞাত তারা নহে কভু॥
এই জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সকলে।
পুনঃপুনঃ গতি লভে সংসার-মাঝারে॥
দেবব্রত-পরায়ণ যত নরগণ।
দেবতাগণেরে পায় সেই সব জন॥
পিতৃব্রতপরায়ণে পিতৃগণে পায়।
মাতৃগণ-সেবকেরা ভূতগণে পায়॥
কিন্তু মোর উপাসক হয় যেই জন।
মোরে লভে সেই ওহে কুন্তীর নন্দন॥
ধরাধামে যেই ব্যক্তি হয়ে ভক্তিমান।
ফল পুষ্প জল মোরে করয়ে প্রদান॥
সে সব গ্রহণ করি প্রীতি সহকারে।
নিষ্কাম বিশুদ্ধচিত্ত জানিবে তাহারে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
যাহা কর যাহা দেও যা কর ভোজন॥
হোম কর তপ কর যাহা কিছু কর।
আমারে অর্পিও সব ওহে বীরবর॥
আমারে করম-ফল করিলে অর্পণ।
কর্ম্মজন্য ফল তব হবে বিমোচন॥
কর্ম্ম-সমর্পণরূপ যোগযুক্ত হয়ে।
আমারে করিবে লাভ সানন্দ হৃদয়ে॥
সকলের পক্ষে আমি সদা একরূপ।
প্রিয় বা অপ্রিয় নাহি জানিবে স্বরূপ॥
যাহারা আমারে ভজে ভক্তি সহকারে।
তাহারা আমাতে সদা অবস্থিতি করে॥
আমিও সে সব ভক্তে করি অবস্থান।
জানিবে নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মতিমান॥
দুরাচার জন যেই এ ভব সংসারে।
একচিত্তে যদ্যপি সে আরাধনা করে॥
তাহারেও সাধু বলি ওহে ধনঞ্জয়।
কেন না তাহার যত্ন অত্যুত্তম হয়॥
মম আরাধনা যদি করে দুরাচারে।
আশু ধর্ম্মী হয় সেই জানিবে অন্তরে॥
শান্তি লাভ করে সেই শেষে নিরন্তর।
তাহার বিনাশ নাই ওহে বীরবর॥

শুন শুন ধনঞ্জয় বচন আমার।
নিতান্ত পাপাত্মা যারা হয় দুরাচার ॥
যেই সব বৈশ্য করে কৃষি আচরণ।
অধ্যয়ন আদি শূন্য যেই শূদ্রগণ ॥
অথবা স্ত্রীলোক যারা এ ভব সংসারে।
আমারে আশ্রয় যদি এই সবে করে ॥
উৎকৃষ্ট পরম গতি লভয়ে নিশ্চয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
ভক্তিনিষ্ঠ রাজ-ঋষি যেই সব জন।
অথবা পবিত্র হয় যেই বিপ্রগণ ॥
তাঁহারা অবশ্য পায় পরম সুগতি।
ইহাতে সন্দেহ নাহি ওহে মহামতি ॥
অনিত্য অসুখকর এ ভব সংসারে।
আরাধনা কর পার্থ সতত আমারে ॥
আমার উপরে কর মন সমর্পণ।
আমার উপরে হও ভক্তিপরায়ণ ॥
সতত অর্চ্চনা পার্থ করহ আমার।
আমারে সতত পার্থ কর নমস্কার ॥
যদ্যপি আমাতে আত্মা কর সমাহিত।
আমারে লভিবে পার্থ জানিবে নিশ্চিত ॥

## দশম অধ্যায়।

জনার্দ্দন কহে শুন ওহে ধনঞ্জয়।
মম বাক্যে প্রীত হেরি তোমার হৃদয় ॥
এই হেতু পুনর্ব্বার তব হিত তরে।
বলিতেছি যাহা তাহা ধরহ অন্তরে ॥
বিশ্বমাঝে মহর্ষিরা আর সুরগণ।
মম আবির্ভাব জ্ঞাত কভু নাহি হন ॥
কেন না মহর্ষি আমি সকল বিষয়ে।
দেবতার আদি আমি জানিবে হৃদয়ে ॥
অনাদি অজন্ম আমি সর্ব্বলোকেশ্বর।
এইরূপে জানে মোরে যেই নরবর ॥
জীবলোকে মোহশূন্য সেই জন হয়।
পাতক-রহিত তাঁরে জানিবে নিশ্চয় ॥
আমি বুদ্ধি আমি জ্ঞান আমি ক্ষমা দম।
আমি সত্য আমি সুখ আমি দুঃখ শম ॥
জন্ম মৃত্যু ভয়াভয় আমিই সকল।
ব্যাকুলস্বাভাব আমি ওহে বীরবর ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টি তপস্যা ও দান।
সুযশ কুযশ আদি ওহে মতিমান ॥
ভিন্ন ভিন্ন ভাব সব যাহা কিছু হের।
আমা হতে জাত সব ওহে নরবর ॥
প্রাচীন সনক আদি ঋষি চারিজন।
মনু আর ভৃগু আদি সপ্ত তপোধন ॥
মম মন হতে সবে হয়েছে উৎপন্ন।
আমারি প্রভাবে সবে প্রভাবসম্পন্ন ॥
এই যে হেরিছ লোকে প্রজা সমুদয়।
তাহারা করেছে সৃষ্টি ওহে ধনঞ্জয় ॥
আমার বিভূতি আর ঐশ্বর্য্য আমার।
যেই জন জানিয়াছে ওহে গুণাধার ॥
সংশয়-রহিত জ্ঞান লভে সেই জন।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার সদন ॥
আমা হতে বুদ্ধি আদি হয় প্রবর্ত্তিত।
সকল জগত-হেতু আমিই নিশ্চিত ॥
এইরূপ বিবেচনা করি সুধীগণ।
আমারে ভজনা করে হয়ে প্রীতমন ॥
মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাতে।
যাহারা আমারে জানে আপনার চিতে ॥
তাহারা আমার নাম করিয়া কীর্ত্তন।
সন্তোষ পরম শান্তি লভে অনুক্ষণ ॥
এইরূপে যারা ভজে প্রীতি সহকারে।
বুদ্ধি সমর্পণ করি সেই সব নরে ॥
সেই বুদ্ধিবশে তারা নিশ্চয় আমায়।
মহাসুখে লাভ করে কহিনু তোমায় ॥
সতত তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ভিতরে।
অবস্থিতি করি আমি কহিনু তোমারে ॥
দীপ্তিশীল জ্ঞানদীপ করি প্রজ্বালিত।
অজ্ঞান-আঁধার নাশি তাদের নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে ধনঞ্জয় কহেন বচন ॥

পরব্রহ্ম তুমি দেব পরম আশ্রয়।
পরম পবিত্র নিত্য দিব্য দয়াময় ॥
আদিদেব জন্মহীন সর্ব্বব্যাপী তুমি।
এইরূপ বলে তোমা যত ঋষি মুনি ॥
নারদ অসিত ব্যাস দেবলাদি করি।
সকলে এরূপ বলে ওহে মুর-অরি ॥
তুমিও আমার পাশে করেছ কীর্ত্তন।
এইরূপ হও তুমি ওহে জনার্দ্দন ॥
যেরূপ বলিলে তুমি ওহে দয়াময়।
কিছুতে সন্দেহ মাত্র আমার না হয় ॥
দেবগণে কৃপা করি ধরেছ জনম।
দেবগণ নাহি জানে এ সব কারণ ॥
নিগ্রহ করিতে যত দিতি-পুত্রগণে।
জন্মিয়াছ তাহা তারা কিছু নাহি জানে ॥
হে ভূতভাবন দেব পুরুষ উত্তম।
জগতের পতি প্রভু ওহে জনার্দ্দন ॥
তুমি নিজে আপনারে হতেছ বিদিত।
অন্যে নাহি জানে তব স্বরূপ নিশ্চিত ॥
যে সব বিভূতি দ্বারা লোক-সমুদয়।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি ওহে দয়াময় ॥
সে সব বিভূতি এবে করহ কীর্ত্তন।
শুনিতে বাসনা বড় ওহে জনার্দ্দন ॥
তোমারে চিন্তিব প্রভু বল কি প্রকারে।
কি কি পদার্থেতে চিন্তা করিব তোমারে ॥
ঐশ্বর্য্য বিভূতি তব করিয়া বিস্তার।
পুনশ্চ কীর্ত্তন কর ওহে দয়াধার ॥
তব মুখে সুধাকথা করিয়া শ্রবণ।
তৃপ্তি লাভ নাহি হয় ওহে জনার্দ্দন ॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি দয়াময়।
কহিলেন শুন বলি ওহে ধনঞ্জয় ॥
মম বিভূতির সীমা কিছুমাত্র নাই।
প্রধান প্রধান যাহা বলি তব ঠাঁই ॥
সকল প্রাণীর হৃদে করি অবস্থান।
আত্মা বলি জান মোরে ওহে মতিমান ॥
আদি মধ্য অন্ত আমি ওহে মহাত্মন।
আমি মাত্র সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ ॥
আদিত্যগণের মাঝে বিষ্ণু বলি মোরে।
জানিবে হে ধনঞ্জয় কহিনু তোমারে ॥
জ্যোতিষ্কমণ্ডল মধ্যে আমি দিবাকর।
নক্ষত্রগণের মাঝে আমি শশধর ॥
বেদমধ্যে সাম আমি ওহে ধনঞ্জয়।
মরুত-গণের মধ্যে মরীচি নিশ্চয় ॥
দেবগণ-মধ্যে আমি দেব শচীপতি।
ইন্দ্রিয়-মাঝেতে মন ওহে মহামতি ॥
ভূতগণ-মাঝে আমি চৈতন্য যে হই।
বসুগণ-মাঝে আমি অগ্নিরূপে রই ॥
রুদ্রগণ-মধ্যে মোরে জানিবে শঙ্কর।
কুবের স্বরূপ যক্ষ-রাক্ষস ভিতর ॥
সুমেরু রূপেতে আমি পর্ব্বত-মাঝারে।
পুরোহিত-মাঝে জান বৃহস্পতি মোরে ॥
জলাশয়-মাঝে আমি জানিবে সাগর।
কার্ত্তিকেয়রূপে আমি সেনার ভিতর ॥
ভৃগুরূপী জান মোরে মহর্ষি-মাঝারে।
বাক্যের ভিতরে রহি প্রণব আকারে ॥
জপযজ্ঞরূপে আমি যজ্ঞ-মাঝে রই।
স্থাবর-সমূহ-মাঝে হিমালয় হই ॥
অশ্বত্থরূপেতে আমি পাদপনিকরে।
দেবর্ষি-মাঝেতে জান নারদ আমারে ॥
কপিল জানিবে মোরে সিদ্ধগণ-মাঝে
চিত্ররথরূপে আমি গন্ধর্ব্ব-সমাজে ॥
অশ্বগণ-মাঝে আমি উচ্চৈঃশ্রবা হই।
মাতঙ্গ-মাঝেতে ঐরাবতরূপে রই ॥
মনুষ্য-মাঝেতে মোরে জানিহ নৃপতি।
অস্ত্রমধ্যে অস্ত্ররূপী ওহে মহামতি ॥
প্রজা হেতু রহি আমি কন্দর্পরূপেতে।
কামধেনুরূপে রহি ধেনুর মধ্যেতে ॥
বিষযুক্ত ভুজঙ্গমগণের মাঝারে।
বাসুকি বলিয়া মোরে জানিবে অন্তরে ॥
জলচর-মধ্যে জান বরুণ আমায়।
দৈত্য-মাঝে প্রহ্লাদ যে কহিনু তোমায় ॥
নিয়মকারীর মধ্যে আমিই শমন।
মৃগেন্দ্র মৃগের মাঝে ওহে মহাত্মন ॥

নির্ব্বিষ ভুজঙ্গে রহি অনন্ত-রূপেতে।
অর্য্যমা-রূপেতে পিতৃগণের মাঝেতে ॥
সংখ্যাকারীগণ মাঝে কালরূপী হই।
গরুড় বিহগমাঝে কহি তব ঠাঁই ॥
বেগবান যত বস্তু বিরাজে সংসারে।
পবন-রূপেতে রহি তাহার মাঝারে ॥
শস্ত্রধারী-মাঝে মোরে জানিবে শ্রীরাম।
স্রোতস্বতী-মাঝে গঙ্গা ওহে মতিমান ॥
মৎস্যগণ-মাঝে মোরে জানিবে মকর।
কহিলাম তব পাশে ওহে বীরবর ॥
যত কিছু সৃষ্টবস্তু হের গুণাধার।
আদি অন্ত মধ্য আমি জানিবে সবার ॥
বাদিগণ মাঝে, আমি বাদিরূপে রই।
বিদ্যামাঝে আমি অধ্যাত্মক বিদ্যা হই ॥
অক্ষর-মাঝেতে মোরে জানিবে অকার।
সমাসেতে দ্বন্দ্বরূপী ওহে গুণাধার ॥
সর্ব্বকাল-মধ্যে আমি সে অনন্তকাল।
বিশ্বতোমুখ ধাতা আমি বিধাতৃ মাঝার ॥
সর্ব্বধ্বংসকারী মৃত্যু জানিবে আমারে।
কহিনু স্বরূপ কথা তোমার গোচরে ॥
আগামী কল্পেতে প্রাণী জন্মিবে যে সব।
জানিবে আমিই পার্থ সবার উদ্ভব ॥
কীর্ত্তি বাণী স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা আর।
স্ত্রী-আদি রূপেতে রহি নারীর মাঝার ॥
সামবেদে বৃহৎসাম গায়ত্রী ছন্দেতে।
মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ বসন্ত ঋতুতে ॥
বঞ্চকের দ্যূত আমি ওহে ধনঞ্জয়।
তেজস্বীর তেজ আমি আমি হই জয় ॥
সত্ত্ববান মানবের সত্ত্ব আমি হই।
ব্যবসায়রূপে আমি যথাস্থানে রই ॥
বাসুদেবরূপী আমি বৃষ্ণিগণ-মাঝে।
অর্জ্জুন-রূপেতে আমি পাণ্ডব-সমাজে ॥
মুনিগণ-মাঝে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
কবি-মাঝে শুক্র আমি ওহে মহাত্মন ॥
দমনকারীর দণ্ড জানিবে আমারে।
জয়েচ্ছুগণের নীতি কহিনু তোমারে ॥

গোপনীয় যত কিছু আছয়ে বিষয়।
তাহে মৌনভাব আমি ওহে ধনঞ্জয় ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মতিমান।
জ্ঞানীগণের মাঝে মোরে জানিবেক জ্ঞান ॥
যাবতীয় ভূত পার্থ কর দরশন।
আমিই সবার উৎপত্তির কারণ ॥
আমা হতে ভিন্ন নহে এই চরাচর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর ॥
মম দিব্য বিভূতির নাহি কিছু শেষ।
সংক্ষেপে বলিনু কিছু শুন গুড়াকেশ ॥
ফলতঃ ঐশ্বর্য্যযুক্ত যেই বস্তু হয়।
সম্পত্তি-বিশিষ্ট যাহা ওহে ধনঞ্জয় ॥
প্রভাববলাদি গুণে যে সব প্রধান।
হেন বস্তু যাহা আছে ওহে মতিমান ॥
আমার প্রভাব-অংশে জন্মেছে সকল।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর ॥
বিভূতি বিষয় মম কি হবে জানিয়া।
একাংশে রয়েছি আমি জগত ব্যাপিয়া ॥
বস্তুতঃ অন্তরে জান ওহে ধনঞ্জয়।
আমা হতে কিছু ভিন্ন জগতে না হয় ॥

## একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন পুনঃ ওহে গদাধর।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া আমার উপর ॥
আত্মতত্ত্ব দেহতত্ত্ব করিলে বর্ণন।
অতি গোপনীয় যাহা ওহে জনার্দ্দন ॥
তব মুখে শুনি প্রভু মধুমাখা বাণী।
ভ্রান্তি দূর হ'ল মম ওহে চক্রপাণি ॥
শুন শুন ওহে প্রভু কমললোচন।
শুনিনু তোমার মুখে প্রলয় বর্ণন ॥
অক্ষয় মাহাত্ম্য তব শুনিনু সকল।
বর্ণিলে সৃষ্টির কথা আমার গোচর ॥
তোমার ঐশিক রূপ যেরূপ বলিলে।
প্রত্যক্ষ করিতে তাহা বাসনা অন্তরে ॥

যদি মোরে যোগ্যপাত্র বিবেচনা কর।
নিত্যরূপ প্রদর্শন কর গদাধর॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে জনার্দ্দন কহেন তখন॥
সহস্র সহস্র রূপ হেরহ আমার।
অলৌকিক বর্ণ পার্থ বিবিধ প্রকার॥
বিবিধ আকৃতিযুক্ত কর দরশন।
নয়নে হেরহ এই কুন্তীর নন্দন॥
আদিত্য সকল আর অশ্বিনীতনয়।
বসু রুদ্র মরুদ্গণ হের ধনঞ্জয়॥
আশ্চর্য্য অসংখ্য বস্তু কর দরশন।
পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই ওহে মহাত্মন॥
হের হের মম দেহে বিশ্ব চরাচর।
বিরাজ করিছে সদা ওহে বীরবর॥
যাহা কভু দেখিবারে করহ বাসনা।
মম দেহে সেই সব নিরখি দেখ না॥
সামান্য চক্ষেতে তুমি ওহে মহাত্মন।
মম রূপ নেহারিতে না হবে সক্ষম॥
করিতেছি দিব্যচক্ষু তোমারে প্রদান।
এই চক্ষে দেখ সব ওহে মতিমান॥
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহেন সঞ্জয়।
পার্থেরে এতেক বলি হরি দয়াময়॥
আপন ঐশিক রূপ দেখালেন তাঁরে।
তাহা দেখি পার্থ হন বিস্মিত অন্তরে॥
সে রূপ হেরেন পার্থ অতি চমৎকার।
বহু মুখ বহু চক্ষু অদ্ভুত আকার॥
নানাবিধ বিভূষণে অতি সুশোভন।
কত শত দিব্য অস্ত্র কে করে গণন॥
দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র কিবা শোভা পায়।
দিব্যগন্ধে সুচর্চ্চিত দিব্যাঙ্গ তাহায়॥
অনন্ত বিশ্বতোমুখ রূপ চমৎকার।
আশ্চর্য্য-সমূহময় বিশ্বের আধার॥
একেবারে উদে যদি সহস্র ভাস্কর।
সে তেজে প্রদীপ্ত হয় যথা চরাচর॥
সেইরূপ তেজঃপুঞ্জ অতি বিভীষণ।
অর্জ্জুন হেরিয়া হৃদে বিস্ময়ে মগন॥
সবিস্ময়ে ধনঞ্জয় নয়নে নেহারে।
অখিল জগৎ শোভে কৃষ্ণের শরীরে॥
বহুধা বিভক্ত বিশ্ব করেন দর্শন।
একস্থানে স্থিত কিন্তু অতি সুশোভন॥
বিস্মিত হইয়া হৃদে তবে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণেরে কয়॥
হেরিনু তোমার দেহে ওহে জনার্দ্দন।
যাবতীয় ভূত আর যত দেবগণ॥
জরায়ুজ আদি করি যত ভূত আছে।
সকলি হেরিছি তব শরীরে বিরাজে॥
হেরিতেছি তব দেহে দেব পদ্মাসন।
মহর্ষি-নিকর আর ভুজঙ্গমগণ॥
তোমার অনন্ত রূপ হেরিছি মুরারি।
কত বাহু কত মুখ কত নেত্র হেরি॥
অনন্তরূপেতে শোভে অসংখ্য উদর।
আদি অন্ত মধ্য কিন্তু না হ'ল গোচর॥
আবার হেরিনু তব অপরূপ রূপ।
শোভিছে কিরীট আদি ওহে বিশ্বরূপ॥
গদা চক্র শোভিতেছে অতি চমৎকার।
তেজঃপুঞ্জ রূপ কিবা দীপ্তির আধার॥
সূর্য্যতেজ সম প্রভা দুর্নিরীক্ষ হয়।
প্রদীপ্ত অনল সম ওহে দয়াময়॥
পরব্রহ্ম তুমি দেব জ্ঞাতব্য সংসারে।
সবার আশ্রয় তুমি ভবপারাবারে॥
অনাদি পুরুষ তুমি তুমি নিত্যধন।
তোমা হতে নিত্যধর্ম্ম হতেছে পালন॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি নাহিক তোমার।
অনন্ত তোমার বীর্য্য ওহে দয়াধার॥
অনন্ত তোমার বাহু ওহে দয়াময়।
শশাঙ্ক ভাস্কর সম তব নেত্রদ্বয়॥
এ রূপ তোমার আমি করি দরশন।
তব মুখে সদা হেরি দীপ্ত হুতাশন॥
তব তেজে সন্তাপিত এ বিশ্ব সংসার।
তব রূপ হেরি হৃদে লাগে চমৎকার॥
একাকী হইয়া তুমি ওহে গদাধর।
ব্যাপিয়া রয়েছ এই বিশ্ব চরাচর॥

স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ দিক সমুদয়।
তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে ওহে মহাশয়॥
ঈদৃশ ভীষণ রূপ হেরিয়া তোমার।
ব্যথিত হতেছে দেব এ তিন সংসার॥
এই সব সুরগণ শঙ্কিত অন্তরে।
সবিনয়ে লইতেছে শরণ তোমারে॥
কেহ কেহ ভীত হয়ে দূরেতে থাকিয়ে।
বলিতেছে "রক্ষা কর" কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
স্বস্তি উচ্চারণ করি সিদ্ধ ঋষিগণ।
স্তুতিবাদ করিতেছে ওহে জনার্দ্দন॥
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ বসু সাধ্যগণ।
আদিত্য অশ্বিনীসুত আর রুদ্রগণ॥
বিশ্বদেব মরুদ্গণ সিদ্ধ আদি করি।
বিস্মিত হইয়া তোমা হেরিছে মুরারি॥
বহু মুখ বহু বাহু অসংখ্য নয়ন।
অসংখ্য উদর উরু অসংখ্য চরণ॥
বহু দন্ত আদিযুক্ত হেরিয়া তোমারে।
উদ্‌ভ্রান্ত হতেছি ভীত অন্তরে অন্তরে॥
এই সব লোক যাহা করি দরশন।
সকলে হতেছে ভীত ওহে জনার্দ্দন॥
গগন স্পর্শিছে দেব মূরতি তোমার।
বিবিধ বরণ হেরি লাগে চমৎকার॥
অপরূপ তেজ হেরি অতি বিভীষণ।
বিশাল লোচন তব বিবৃত আনন॥
এই সব হেরি প্রভু ওহে জনার্দ্দন।
বিচলিত আত্মা মম হতেছে সঘন॥
সক্ষম না হইতেছি ধৈর্য্য ধরিবারে।
না রহিছে শান্তি মম হৃদয়-মাঝারে॥
সুপ্রসন্ন হও প্রভু আমার উপর।
নিরখি তোমার নাথ বদনমণ্ডল॥
কালাগ্নি সন্নিভ হেরি করাল দশন।
দিগ্‌ভ্রম হতেছে মম ওহে জনার্দ্দন॥
সুখলাভ হৃদি মাঝে কিছুতে না হয়।
মম প্রতি সুপ্রসন্ন হও দয়াময়॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যত রাজ সহকারে।
প্রবেশ করিছে তব বদন-বিবরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শিখণ্ড্যাদি করি।
প্রবেশ করিছে তব বদনে মুরারি॥
দুর্য্যোধন আদি সবে হয়ে বিগ্নমান।
তোমার বদন-মধ্যে করিছে পয়াণ॥
তার মাঝে আরো প্রভু আশ্চর্য্য নেহারি।
মস্তক চূর্ণিত কারো শুনহ মুরারি॥
দশন-সন্ধিতে তব কোন কোন জন।
সংলগ্ন রয়েছে প্রভু করি দরশন॥
নদীর প্রবাহ যায় যেমন সাগরে।
বীরগণ তথা তব বদন-বিবরে॥
বেগবান্ পতঙ্গেরা বিনাশ কারণ।
প্রদীপ্ত বহ্নিতে সবে প্রবেশে যেমন।
সেইরূপ বেগশালী যত বীরগণে।
আত্মনাশ-হেতু পশে তোমার বদনে॥
প্রদীপ্ত বদন তুমি করিয়া বিস্তার।
ভ্রমিছ অখিল বিশ্ব ওহে গুণাধার॥
তোমার প্রখর দীপ্তি হয়ে বিস্তারিত।
বিশ্ব সংসারেরে করিতেছে সন্তাপিত।
এখন মিনতি করি তোমার চরণে।
কে তুমি বলহ দেব এ চির-অধীনে॥
পুনঃপুনঃ তব পদে করি নমস্কার।
সুপ্রসন্ন হও মোরে ওহে কৃপাধার॥
অনাদি পুরুষ তুমি ওহে সনাতন।
তোমারে বিদিত হতে করেছি মনন॥
তোমার বৃত্তান্ত আমি কিছু নাহি জানি।
কৃপা কর মম প্রতি ওহে চক্রপাণি॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভগবান্ মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
কালের স্বরূপ আমি হয়ে ভয়ঙ্কর।
উদ্যত হয়েছি নাশে ওহে বীরবর॥
একমাত্র তুমি ভিন্ন ওহে ধনঞ্জয়।
যত বীর সবে ক্ষয় হইবে নিশ্চয়॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
যুদ্ধের লাগিয়া হও উদ্যত এখন॥
অরিগণে পরাজয় কর ধনঞ্জয়।
যশোলাভ রাজ্যলাভ হইবে নিশ্চয়॥

পূর্ব্ব হতে শক্রগণে নাশিয়াছি আমি।
নিমিত্ত-মাত্রের ভাগী তুমি হে ফাল্গুনি ॥
দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ আদি করে।
নাশিয়াছি সকলেরে ভাবিও অন্তরে ॥
অতএব উঠ শীঘ্র কর পরাজয়।
নির্ভীক হৃদয়ে যুদ্ধ কর ধনঞ্জয় ॥
অবশ্য অরাতিকুল হইবে বিনাশ।
তব পাশে গূঢ় কথা করিনু প্রকাশ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহেন সঞ্জয়।
শুন শুন তার পর ওহে মহাশয় ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পাণ্ডুর কুমার।
কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে করে নমস্কার ॥
করযোড়ে প্রণমিয়া কহেন ফাল্গুনি।
শুন শুন দেবদেব ওহে চক্রপাণি ॥
তোমার মাহাত্ম্য-কথা করিলে কীর্ত্তন।
হৃষ্ট অনুরক্ত হয় এ তিন ভুবন ॥
রাক্ষসেরা ভীত হয়ে পলায়ন করে।
সিদ্ধগণ নমস্কার করে ভক্তিভরে ॥
যুক্তিসিদ্ধ বলি ইহা জানিনু এখন।
জগত-নিবাসী তুমি ওহে সনাতন ॥
ব্রহ্মা হতে গুরুতর তুমি চক্রপাণি।
বিধাতার কর্ত্তা তুমি অন্তরেতে জানি ॥
ব্যক্ত যে জগত আর অব্যক্ত প্রকৃতি।
উভয়ের মূল তুমি ওহে বিশ্বপতি ॥
অবিনাশী ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয়।
নমস্কার করি তোমা ওহে মহোদয় ॥
আদিদেব তুমি দেব পুরুষ পুরাণ।
তুমি দেব একমাত্র বিশ্বের নিধান ॥
বেত্তা বেদ্য তুমি নাথ পরম যে ধাম।
বিশ্বের সর্ব্বত্র তুমি বিরাজ ধীমান ॥
তুমি বায়ু তুমি যম তুমি শশধর।
প্রজাপতি জলপতি তুমিই অনল ॥
পিতামহ ব্রহ্মা তুমি ওহে দয়াধার।
পুনঃপুনঃ তব পদে করি নমস্কার ॥
তোমার সম্মুখে দেব নমস্কার করি।
তোমার পশ্চাতে নমি শুনহ মুরারি ॥

তব চারিদিকে দেব করি নমস্কার।
অমিত-বিক্রম তুমি বীর্য্যের আধার ॥
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি বিশ্ব সমুদয়।
সকল স্বরূপ তুমি ওহে মহোদয় ॥
তোমার চরণে দেব আমার মিনতি।
তোমার মহিমা নাহি বুঝি মহামতি ॥
প্রমাদে প্রণয়ে সখা বুঝি মনে মনে।
যে সকল ব্যবহার করেছি চরণে ॥
সেই সব ক্ষমা কর ওহে চক্রপাণি।
পুনঃপুনঃ নতি তোমা করিছে ফাল্গুনি ॥
একাকী যখন তুমি ছিলে জনার্দ্দন।
তিরস্কার যত কিছু করেছি তখন ॥
বিহারে শয়নে উপবেশনেতে আর।
ভোজন-সময়ে করিয়াছি তিরস্কার ॥
পরিহাস হেতু মাত্রে করেছি সকল।
সে সকল কর ক্ষমা ওহে দণ্ডধর ॥
বন্ধুবান্ধবাদি পাশে পরিহাস করি।
তিরস্কার করিয়াছি কত হে মুরারি ॥
সেই সব ক্ষমা কর ওহে জনার্দ্দন।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন ॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের পিতা।
তুমি পূজ্য তুমি গুরু বিধির বিধাতা ॥
তোমা হতে কেহ নাহি প্রভাবে প্রধান
প্রভাবে তোমার সম নাহি মতিমান ॥
অতএব দণ্ডবৎ প্রণমি তোমায়।
প্রসন্ন হইয়া দৃষ্টি করহ আমায় ॥
পুত্রদোষ ক্ষমা করে জনক যেমন।
বন্ধুর মতেক দোষ যথা বন্ধুজন ॥
স্ত্রীর অপরাধ যথা ক্ষমে নিজপতি।
সেরূপ আমার দোষ ক্ষম বিশ্বপতি ॥
যে রূপ কখন নাহি হেরেছি নয়নে।
সে রূপ তোমার নাথ দেখিনু এখনে ॥
পরম সন্তোষ লাভ হয়েছে আমার।
অন্তরে হতেছে কিন্তু ভয়ের সঞ্চার ॥
দেবের ঈশ্বর ওহে জগত নিবাস।
তুষ্ট হও মমোপরে ওহে শ্রীনিবাস ॥

পুনরায় পূর্ব্বরূপ করহ ধারণ।
হৃদি হতে ভয় মম কর বিদূরণ॥
গদা চক্র কিরীটাদি করিবে ধারণ।
সেরূপ পূর্ব্বের রূপ করিব দর্শন॥
পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজ হও ত্বরা করি।
ভয়েতে অন্তর মম কাঁপিছে মুরারি॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মা ভৈ মা ভৈ রবে কহে জনার্দ্দন॥
যোগমায়াবলে আমি ওহে ধনঞ্জয়।
ধরিয়াছি বিশ্বরূপ এই তেজোময়॥
তোমারে দেখাতে রূপ করেছি ধারণ।
পূর্ব্বে দেখে নাই ইহা আর কোন জন॥
নরলোকে বেদপাঠ করি বহুতর।
যজ্ঞ দান ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া বিস্তর॥
কঠোর তপস্যা আদি করি আচরণ।
এ রূপ দেখিতে নাহি পায় কোন জন॥
এ রূপ দেখিয়া পার্থ নাহি পাও ভয়।
বিমোহিত নাহি হও ওহে ধনঞ্জয়॥
হৃদি হতে কর তুমি ভয় পরিহার।
পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বরূপ হের গুণাধার॥
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহেন সঞ্জয়।
পার্থেরে এতেক বলি হরি দয়াময়॥
পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বরূপ করি প্রদর্শন।
পার্থেরে দিলেন কত আশ্বাস বচন॥
তখন অর্জ্জুন পুনঃ নির্ভয় অন্তরে।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে শুনহ মুরারে॥
তোমার প্রশান্ত রূপ করি দরশন।
প্রকৃতিস্থ হৈনু আমি ওহে জনার্দ্দন॥
এখন প্রসন্ন হ'ল আমার অন্তর।
তুমি দেব গদাধর তুমি দণ্ডধর॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে নারায়ণ কহেন তখন॥
যে রূপ দেখিলে মম ওহে ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ ইহা সকলের হয়॥
এই রূপ নেহারিতে যত দেবগণ।
নিরন্তর মনে মনে করে আকিঞ্চন॥

বেদ অধ্যয়ন আর করি তপঃ দান।
অথবা করিয়া নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠান॥
মম বিশ্বরূপ কেহ হেরিতে না পায়।
কেবল দেখানু আজি কৌন্তেয় তোমায়॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
একনিষ্ঠ মম প্রতি হয়ে যেই জন॥
একান্ত ভকতি মোরে করে প্রদর্শন।
এ রূপ দেখিতে পায় সেই সাধুজন॥
আমারে হেরিয়া সেই প্রবেশে আমায়।
কহিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায়॥
আমাতে একান্ত ভক্ত হয় যেই জন।
মমোপরে অনুরাগ করে প্রদর্শন॥
আমার করম যত্ন করে অনুষ্ঠান।
সংসারে আসক্ত নহে যেই মতিমান॥
পরম পুরুষ অর্থ আমিই যাহার।
বিরোধ নাহিক যার সহিত কাহার॥
পুত্রে অনুরক্তি নাহি করে যেই জন।
কলত্র উপরে নাহি যে জনের মন॥
সেই ব্যক্তি মোরে পায় নাহিক সংশয়।
নিগূঢ় পরম তত্ত্ব এই ধনঞ্জয়॥

## দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন।
একমনে তব সেবা করে যেই জন॥
অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মে যেই সেবা করে।
এ দুই মাঝেতে শ্রেষ্ঠ বলিব কাহারে॥
পার্থের বচন শুনি কৃষ্ণ দয়াময়।
কহিলেন শুন শুন ওহে ধনঞ্জয়॥
যাহারা আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে।
ভক্তিযোগে মোরে সেবে একান্ত হৃদয়ে॥
তাহারা প্রধান যোগী জানিবে নিশ্চয়।
ইহাতে অন্তরে নাহি করিও সংশয়॥
সর্ব্বত্রে সমানদর্শী যেই সব জন।
সর্ব্বভূত হিতে যারা রহে নিমগন॥

জিতেন্দ্রিয় হয়ে যারা একান্ত অন্তরে।
কূটস্থ পরম ব্রহ্মে আরাধনা করে॥
অক্ষয় অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী যেই জন।
অচিন্ত্য সে ব্রহ্মে চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
তাহারা চরমে লাভ আমারেই করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
দেহ অভিমানী যারা এ ভব সংসারে।
দুঃখেতে অব্যক্ত গতি তারা লাভ করে॥
অব্যক্ত ব্রহ্মেতে যারা আসক্ত-অন্তর।
সমধিক কষ্ট পায় সেই সব নর॥
মমোপরে সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমর্পণ।
একমনে হয়ে যারা মম পরায়ণ॥
আমারে সতত চিন্তা করে ভক্তিভরে।
একান্ত অন্তরে মম উপাসনা করে॥
সংসার-সাগরে তারা লভয়ে উদ্ধার।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে গুণাধার॥
আমার উপর তুমি মন কর স্থির।
আমাতে নিবিষ্ট বুদ্ধি করহ সুধীর॥
তা হলে দেহান্তে বাস আমাতে হইবে।
সন্দেহ ইহাতে হৃদে কিছু না রাখিবে॥
মমোপরে মন স্থির যদি নাহি হয়।
মম স্মৃতিরূপ যোগ শিখ ধনঞ্জয়॥
সেই যোগে মোরে লাভ করিবে সুজন।
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ॥
সে যোগ অভ্যাসে যদি অপারগ হও।
ব্রত পূজা আদি কর্ম্মে তবে রত হও॥
আমার সন্তোষ হেতু একান্ত অন্তরে।
ব্রত পূজা নাম গান কর ভক্তিভরে॥
তাহা হলে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
ইহাতেও যদি পার্থ না হও সক্ষম।
আমার বচন তবে করহ শ্রবণ॥
আমার শরণ লও ওহে ধনঞ্জয়।
কর্ম্মফল ত্যজ হয়ে সংযত-হৃদয়॥
কৃতার্থ হইবে তাহে কহিনু বচন।
লভিবে পরম তত্ত্ব ওহে মহাত্মন॥

বিবেক-রহিত পার্থ অভ্যাস যে হয়।
তাহাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥
জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ জানিবে সুজন।
ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল-বিসর্জ্জন॥
কর্ম্মফল তেয়াগিলে ওহে ধনঞ্জয়।
শান্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশয়॥
সাধারণ প্রাণিগণে দ্বেষ নাহি যার।
মমতা-বিহীন যিনি কৃপার আধার॥
অহঙ্কার নাহি কভু যাহার অন্তরে।
ক্ষমাশীল যেই জন এ ভব-সাগরে॥
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান করে যেই জন।
প্রসন্ন অন্তর যার আছে অনুক্ষণ॥
সংযত-স্বভাব যিনি সুদৃঢ় নিশ্চয়।
অপ্রমত্ত সদা রহে যাহার হৃদয়॥
মনবুদ্ধি মমোপরে করে সমর্পণ।
সেই ভক্ত মম প্রিয় ওহে মহাত্মন॥
উদ্বিগ্ন না হয় কেহ যে জন হইতে।
স্বতঃ মুক্ত যেই জন হর্ষ আদি হতে॥
উদ্বেগ-বিহীন যিনি নাহি যাঁর ভয়।
আমার পরম প্রিয় সেই জন হয়॥
স্পৃহাশূন্য শুচি দক্ষ যিনি উদাসীন।
ব্যাধিশূন্য কর্ম্মত্যাগী যিনি ব্যথাহীন॥
এরূপ পরম ভক্ত যেই জন হয়।
আমার পরম প্রিয় সে জন নিশ্চয়॥
হর্ষশূন্য দ্বেষহীন হয় যেই জন।
পুণ্য-পাপ যেই জন করেছে বর্জ্জন॥
আকাঙ্ক্ষা কখন নাহি যাহার অন্তরে।
আমার পরম প্রিয় জানিবে তাহারে॥
শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ মান অপমান।
শীতোষ্ণ সবেতে যার আছে সমজ্ঞান॥
বিষয়েতে অনাসক্ত হয় যেই জন।
আমার পরম প্রিয় সেই মহাত্মন॥
প্রশংসা অথবা নিন্দা যদি কেহ করে।
সমজ্ঞান তাহে ভাবে যে জন অন্তরে॥
এক স্থানে সদা নাহি রহে যেই জন।
যথালাভে সন্তোষিত সদা যাঁর মন॥

স্থিরভক্তি স্থিরমতি যেই জন হয়।
আমার পরম প্রিয় সে জন নিশ্চয় ॥
মৎপর হইয়া যেই হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
ধরম-অমৃত হেন যেই করে পান ॥
সেই জন মম প্রিয় নাহিক সংশয়।
বলিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয় ॥

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনে সম্বোধি পুনঃ কহে জনার্দ্দন।
শুন শুন মহাবাহো কুন্তীর নন্দন ॥
ক্ষেত্র শব্দে ওহে পার্থ শরীর বুঝায়।
এ তত্ত্ব জানিলে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহায় ॥
সকল ক্ষেত্রের জান ক্ষেত্রজ্ঞ আমারে।
মন দিয়া শুন যাহা বলি তার পরে ॥
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্য জ্ঞান।
তাহারে প্রকৃত জ্ঞান বলি মতিমান ॥
কেন না মুক্তির হেতু সেই জ্ঞান হয়।
এখন শুনহ বলি ওহে ধনঞ্জয় ॥
যেই ক্ষেত্র যেইরূপ ধর্ম্মযুক্ত হয়।
ইন্দ্রিয়-বিকারযুক্ত যেইরূপ রয় ॥
প্রকৃতি পুরুষ যোগে যেরূপে জনমে।
যেরূপে পৃথক হয় স্থাবর জঙ্গমে ॥
যেরূপ প্রভাবযুক্ত সেই ক্ষেত্র হয়।
সংক্ষেপে বলিব তাহা শুন ধনঞ্জয় ॥
হেতুবান্ নির্ণীতার্থ বেদ নানারূপ।
তটস্থ লক্ষণ (১) আর লক্ষণ স্বরূপ ॥(২)
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এ সব উপায়ে।
নির্ণয় করেছেন যাহা কহিব তোমারে ॥

পঞ্চ মহাভূত বুদ্ধি মন অহঙ্কারী।
আদিমা প্রকৃতি দশ বাহ্যেন্দ্রিয় আর ॥
জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ইচ্ছা দ্বেষ সুখ।
ইন্দ্রিয়-বিষয় ধৈর্য্য সংঘাত (১) ও দুঃখ ॥
ক্ষেত্রধর্ম্ম এই গুলি জানিলে অন্তরে।
বলিলাম ধনঞ্জয় তোমার গোচরে ॥
ইন্দ্রিয়-বিকারযুক্ত ক্ষেত্রের বিষয়।
বলিলাম তব পাশে ওহে ধনঞ্জয় ॥
অমানিতা দম্ভত্যাগ হিংসা-বিসর্জ্জন।
ক্ষান্তি শৌচ স্থৈর্য্য আর শরীর-সংযম ॥
সারল্য আচার্য্যসেবা নিরহঙ্কার।
বিষয়-বৈরাগ্য জন্ম জরা ব্যাধি আর ॥
মৃত্যু দুঃখ বারম্বার দোষানুদর্শন।
দারাসুত গৃহাদিতে আসক্তি বর্জ্জন ॥
ইষ্টে বা অনিষ্টে সদা সমান অন্তর।
আসক্তি বর্জ্জন আর ওহে বীরবর ॥
জনশূন্য স্থানে বাস বিরাগ সভায়।
একান্ত ভকতি আর সতত আমায় ॥
আত্মজ্ঞানে অনুরাগ তত্ত্ব-দরশন।
ইহারেই জ্ঞান বলে কুন্তীর নন্দন ॥
ইহা ভিন্ন আর সব জানিবে অজ্ঞান।
বলিনু জ্ঞানের কথা তব বিদ্যমান ॥
অধুনা জ্ঞেয়ের কথা করিব কীর্ত্তন।
ইহা জ্ঞাত হলে মুক্তি লভে নরগণ ॥
নির্ব্বিশেষরূপ যিনি অনাদি যে জন।
সেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু ওহে মহাত্মন ॥
কিবা সৎ কি অসৎ কিছু তিনি নন।
সর্ব্বত্র বিরাজে তাঁর পবিত্র চরণ ॥
সর্ব্বত্র মস্তক তাঁর বদন নয়ন।
সর্ব্বত্র তাঁহার কর সর্ব্বত্রে শ্রবণ ॥
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গুণ তাঁ হতে প্রকাশ।
সর্ব্বলোক ব্যাপি আছে জগত-নিবাস ॥
অথচ ইন্দ্রিয়-হীন সেই ব্রহ্ম হন।
সঙ্গশূন্য গুণ-হীন ব্রহ্ম অনুক্ষণ ॥

---

(১) তটস্থ লক্ষণ = যাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়।

(২) লক্ষণ স্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ = যদ্দারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায়।

(১) সংঘাত = শরীর।

সকল বস্তুর হন তিনিই আধার।
গুণ-ভোক্তা(১)সেই ব্রহ্ম ওহে গুণাধার॥
সতত আছেন সর্ব্বভূতের অন্তরে।
বিরাজেন সদা সর্ব্বভূতের বাহিরে॥
বিজ্ঞেয় নহেন তিনি সূক্ষ্মত্ব কারণ।
বিরাজেন চরাচরে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
অতিদূরবর্ত্তী তিনি কহিনু তোমারে।
অথচ নিকটে রন জানিবে অন্তরে॥
ভূতমাঝে অবিভক্ত জানিবে তাঁহায়।
অথচ বিভক্ত সম কহিনু তোমায়॥
ভূতগণে সদা তিনি করেন পালন।
প্রলয়ে সবারে তিনি করেন নিধন॥
নানাবিধ কার্য্যরূপে সৃষ্টির সময়ে।
উৎপন্ন হয়েন তিনি জানিবে হৃদয়ে॥
জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃতিনি জ্ঞেয় আর জ্ঞান।
জ্ঞানগম্য সর্ব্বহৃদে করে অবস্থান॥
অজ্ঞান আঁধার হতে তিনি স্বপ্রকাশ।
পরব্রহ্ম তিনি পার্থ জগত-নিবাস॥
ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় এই তিনের বিষয়।
বলিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয়॥
এই সব জানি মম ভক্ত যত জন।
ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য অবশ্যই হন॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে জানিবে অনাদি।
প্রকৃতি হইতে হয় সবার উৎপত্তি॥
সুখ দুঃখ মোহ আদি এই দেহ আর।
জন্মেছে প্রকৃতি হতে ইন্দ্রিয়-নিকার॥
শরীরের ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে।
প্রকৃতি কারণমাত্র জানিবে হৃদয়ে॥
সুখ দুঃখ ভোগ পার্থ এ সব বিষয়ে।
পুরুষ কারণমাত্র জানিবে হৃদয়ে॥
প্রকৃতিস্থ দেহে থাকি পুরুষ ধীমান।
তদুদ্ভব সুখ দুঃখ ভুঞ্জে-মতিমান॥

সদসৎ যোনিমাঝে জনম ধারণ।
ইন্দ্রিয়-সংসর্গ হয় তাহার কারণ॥
শরীর মাঝারে জীব করে অবস্থান।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ওহে মতিমান॥
কারণ সাক্ষীর তুল্য সেই জীব হন।
বিধানকারক তিনি ওহে মহাত্মন্॥
অনুগ্রহ-কর্ত্তা তিনি পালনের কর্ত্তা।
অন্তর্যামী মহেশ্বর সবাকার পাতা॥
এইরূপে যেই জন আপন অন্তরে।
প্রকৃতি-পুরুষ-গুণ জানিবারে পারে॥
মুক্তিলাভ হয় তাঁর নাহিক সংশয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয়॥
ধ্যানযোগে মন দ্বারা কোন কোন জন।
আত্মারে শরীর মাঝে করেন দর্শন॥
সাঙ্খ্যযোগে অন্য অন্য মানব নিকর।
আত্মারে দর্শন করে ওহে বীরবর॥
কেহ কেহ কর্ম্মযোগ করি অনুষ্ঠান।
আত্মারে দর্শন করে ওহে মতিমান॥
আত্মারে জানিতে নাহি পারি কোন জন।
আচার্য্যের উপদেশ করিয়া শ্রবণ॥
উপাসনা করে সদা একান্ত অন্তরে।
মুক্তিলাভ করে তারা কহিনু তোমারে॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে ওহে মহাত্মন্।
জনমে জানিবে সব স্থাবর-জঙ্গম॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে আছেন ঈশ্বর।
বিনষ্ট যদ্যপি হয় পদার্থ-নিকর॥
তথাপি তাঁহার নাশ কভু নাহি হয়।
তাঁহারে হেরিলে তারে বহুদর্শী কয়॥
সমভাবে সর্ব্বভূতে আছেন ঈশ্বর।
মনে মনে ইহা জানি যেই সব নর॥
অবিদ্যা আত্মারে কভু স্পর্শিবারে নারে।
এই সব বিবেচনা করয়ে অন্তরে॥
মুক্তিলাভ তাহাদের অবশ্যই হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
আত্মা কোন কর্ম্ম নাহি করেন কখন।
প্রকৃতি হইতে হয় করম সাধন॥

(১) গুণভোক্তা অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের পালক।

ইহা যিনি নিরীক্ষণ করেন অন্তরে।
প্রকৃত দর্শনকারী বলিবে তাঁহারে॥
একমাত্র প্রকৃতিতে স্থিত ভূতগণ।
তাদের পৃথক্‌ভাব করিলে দর্শন॥
তখন প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরে।
লাভ করে অবশ্যই কহিনু তোমারে॥
অব্যয় পরম-আত্মা শরীর-মাঝারে।
সত্য বটে ওহে পার্থ অবস্থান করে॥
অনাদিত্ব আর নির্গুণত্বের কারণ।
কিন্তু আত্মা কোন কর্ম্ম না করে কখন॥
কর্ম্মফলে লিপ্ত আত্মা কভু নাহি হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
সকল পদার্থে আছে আকাশ যেমন।
কিন্তু লিপ্ত নহে উহা সূক্ষ্মত্ব কারণ॥
সেইরূপ আত্মা দেহে করে অধিষ্ঠান।
তবু কিন্তু লিপ্ত নহে ওহে মতিমান॥
একমাত্র দিবাকর উদিয়া যেমন।
জগৎ প্রকাশ করে ওহে মহাত্মন॥
সেইরূপ আত্মা হতে ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বদেহ প্রকাশিত জানিবে নিশ্চয়॥
জ্ঞানচক্ষুযোগে যারা আপন অন্তরে।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ দরশন করে॥
ভৌতিক প্রকৃতি হতে মুক্তির উপায়।
পরিজ্ঞাত হন যাঁরা ওহে নররায়॥
পরম মুকতি পায় সেই সব জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥

---

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনে সম্বোধি পুনঃ কহে ভগবান।
শুন শুন পুনঃ বলি ওহে মতিমান॥
অনুত্তম জ্ঞান আমি করিব কীর্ত্তন।
যাহার প্রভাবে মুক্তি পায় ঋষিগণ॥
এই জ্ঞান যদি কেহ করয়ে আশ্রয়।
আমার সাধর্ম্ম্য পায় নাহিক সংশয়॥
সৃষ্টিকালে সেই পুনঃ না ধরে জনম।
কোন দুঃখ নাহি পায় প্রলয়ে সে জন॥
মহদ্‌ব্রহ্ম নামে যেই প্রকৃতি আখ্যান।
গর্ভাধান স্থান উহা ওহে মতিমান॥
সেই গর্ভে বিশ্ববীজ করি যে বপন।
তাহাতে সকল ভূত লভয়ে জনম॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
সমস্ত যোনিতে জন্মে যেই মূর্ত্তিচয়॥
সমস্তের যোনি হয় মহতী প্রকৃতি।
বীজপ্রদ পিতা আমি ওহে মহামতি॥
প্রকৃতি-সম্ভব সত্ত্ব রজ তম আর।
তিন গুণ দেহ-মাঝে ওহে গুণাধার॥
নির্ব্বিকার শরীরীর করিয়া আশ্রয়।
রহিয়াছে নিরন্তর ওহে ধনঞ্জয়॥
তার মাঝে সত্ত্বগুণ অতি দীপ্তিমান।
উপদ্রব হীন উহা ওহে মতিমান॥
এই হেতু সত্ত্বগুণ শরীরী নিকরে।
সুখী জ্ঞানী করে সদা জানিবে অন্তরে॥
অনুরাগ সম হয় রজোগুণ আর।
তৃষ্ণা সঙ্গ হতে জন্ম জানিবে উহার॥
রজোগুণবশে দেহী কর্ম্মে বদ্ধ রয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
তমোগুণ জন্মে পার্থ অজ্ঞান হইতে।
মোহ উৎপাদন করে শরীরীর চিতে॥
প্রমাদ আলস্য আর নিদ্রার আবেশে।
প্রাণীগণ বদ্ধ রহে তমোগুণবশে॥
সত্ত্বগুণ হতে জীব সুখে মগ্ন রয়।
রজোগুণ কর্ম্মে বদ্ধ করয়ে নিশ্চয়॥
তমোগুণে জ্ঞানরাশি করয়ে বিনাশ।
তোমার নিকটে পার্থ করিনু প্রকাশ॥
রজ তম গুণদ্বয়ে করি পরাভব।
অবশেষে হয় পার্থ সত্ত্বের উদ্ভব॥
পরাজয় করি সত্ত্ব তম দুই গুণে।
রজোগুণ ওহে পার্থ তবে ত জনমে॥
রজঃ সত্ত্ব দুই গুণে করি পরাজয়।
তমোগুণ সমুদ্ভূত হয় ধনঞ্জয়॥

সত্ত্বগুণ সংবৰ্দ্ধিত হয় সেই কালে।
এই দেহে সেই কালে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
জ্ঞানরূপে স্বপ্রকাশ জনমে তখন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
রজোগুণ সংবৰ্দ্ধিত যেই কালে হয়।
লোভ আদি সেই কালে জনমে নিশ্চয়॥
প্রবৃত্তি অশম স্পৃহা কর্ম্মারম্ভ করে।
সেই কালে জন্মে পার্থ জানিবে অন্তরে॥
তমোগুণ বাড়ে যবে ওহে ধনঞ্জয়।
অপ্রবৃত্তি প্রমাদাদি আর মোহ হয়॥
বিবেক বিনাশ পায় জানিবে তখন।
কহিনু সকল কথা তোমার সদন॥
সত্ত্বগুণ সবিশেষ যবে বৃদ্ধি পায়।
সেই কালে যদি কেহ ত্যজে নিজ কায়॥
যে স্থান সেজন লভে করহ শ্রবণ।
হিরণ্যগর্ভেরে সেবে যেই নরগণ॥
সেই স্থানে যায় তারা ওহে মহামতি।
তাদৃশ অমল লোকে করয়ে সুগতি॥
রজোগুণ বাড়ে পার্থ জানিবে যখন।
সেইকালে দেহত্যাগ করে যেই জন॥
মনুষ্য-যোনিতে জন্ম সে জনের হয়।
কর্ম্মাসক্ত হয় সেই নাহিক সংশয়॥
তমোগুণ-বৃদ্ধিকালে যদি কেহ মরে।
পশ্বাদি জনম লভে কহিনু তোমারে॥
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল অতীব বিমল।
জানিবে হে ধনঞ্জয় সুখের আকর॥
রাজস কর্ম্মের ফলে দুঃখমাত্র হয়।
তামস কর্ম্মের ফলে অজ্ঞান নিশ্চয়॥
রজ হতে লোভ জন্মে সত্ত্ব হতে জ্ঞান।
প্রমাদ জনমে তমে মোহেতে অজ্ঞান॥
সাত্ত্বিক যাহারা হয় ঊর্দ্ধলোকে যায়।
রাজসিক জনগণে মধ্যলোক পায়॥ (১)
জঘন্য-আচারশালী তামসিক জন।
অধোগতি লভে তারা ওহে মহাত্মন॥

বিবেকী হইয়া পার্থ সমস্ত গুণেরে।
সর্ব্ব-কার্য্য-কর্ত্তা বলি যেই জন হেরে॥
গুণ হতে অতিরিক্ত নেহারে আত্মায়।
ব্রহ্মত্ব সে জন লভে কহিনু তোমায়॥
এই তিন গুণে জীব করি অতিক্রম।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ করিলে লঙ্ঘন॥
মুক্তি লাভ করে সেই নাহিক সংশয়।
বলিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন॥
কোন্ চিহ্নে গুণত্রয় লঙ্ঘিবারে পারে।
অতিক্রম হয় কিম্বা কিরূপ আচারে॥
এই সব বিবরিয়া বলহ এখন।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন॥
পার্থের বচন শুনি কহে গদাধর।
শুন শুন মম বাক্য ওহে গুণধর॥
প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ আপনা হইতে।
প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ নাহি যার চিতে॥
নিবৃত্ত হলেও বাঞ্ছা না করে যে জন।
উক্ত গুণাতীত হয় সেই সাধু জন॥
উদাসীন সম রহে যেই সাধু নর।
সুখ দুঃখে নহে যার চঞ্চল অন্তর॥
বিবেচনা করে যেই নিজ মনে মনে।
সর্ব্বগুণ রত আছে আপন করমে॥
আমার সংস্রব নাই তাহার সহিত।
হেন বুঝি ধৈর্য্য ধরে যে জন নিশ্চিত॥
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান করে যেই জন।
আত্মনিষ্ঠ মহাবুদ্ধি যেই জন হন॥
পাষাণে কাঞ্চনে লোষ্ট্রে সমজ্ঞান করে।
প্রিয়াপ্রিয় সমজ্ঞান যাহার অন্তরে॥
প্রশংসা অথবা নিন্দা সম করে জ্ঞান।
যাহার নিকটে সম মান অপমান॥
শত্রু পক্ষে মিত্র পক্ষে সমজ্ঞান করে।
সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী যিনি এ ভব-সংসারে॥
ত্রিগুণ অতীত হন সেই সাধু জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥

(১) মধ্যলোক = মনুষ্যলোক।

সম সেবা করে যেই অতি ভক্তিভরে।
সে জন এ সব গুণ অতিক্রম করে॥
অবশেষে মুক্তিলাভ করে সেই জন।
নিশ্চয় জানিবে পার্থ আমার বচন॥
আমি ব্রহ্ম নিত্য মোক্ষ শাশ্বত ধরম।
অখণ্ড সুখের স্থান ওহে মহাত্মন্॥

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

পার্থেরে সম্বোধি পুনঃ কহে জনার্দ্দন।
সংসার হেরিছ যাহা পাণ্ডুর নন্দন॥
অশ্বত্থ বৃক্ষের সম জানিবে উহারে।
ঊর্দ্ধভাগে আছে মূল কহিনু তোমারে॥
অধোভাগে আছে শাখা হইয়া বিস্তার।
বেদ সব পত্ররূপ জানিবে উহার॥
এই বৃক্ষ জানিবারে পারে যেই জন।
বেদজ্ঞ তাঁহারে বলে শাস্ত্রের বচন॥
অধ ঊর্দ্ধে আছে সব শাখার বিস্তার।
সত্ত্বাদি গুণেতে বৃদ্ধি হতেছে ইহার॥
রূপ রস আদি করি যতেক বিষয়।
সে শাখার পত্ররূপে আছে পরিচয়॥
ধর্ম্মরূপ মূল তার ওহে গুণাধার।
অধোভাগে নরলোকে হয়েছে বিস্তার॥
অনাদি অনন্ত বৃক্ষ নাহি তার রূপ।
বুঝা নাহি যায় তার স্থিতি কিবা রূপ॥
এই বদ্ধমূল বৃক্ষ ওহে মহাত্মন।
নির্ম্মমত্বরূপ অস্ত্রে করিয়া ছেদন॥
মূলভূত বস্তু তবে অন্বেষিতে হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
যাহারে লভিলে পার্থ এ ভব সংসারে।
পুনরায় নাহি হয় আর আসিবারে॥
যাঁহা দ্বারা চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি।
বিস্তীর্ণ হয়েছে ভবে ওহে মহামতি॥
সেই আদি পুরুষের লভিনু শরণ।
ইহা বলি করিবেক তাঁরে অন্বেষণ॥

দারা-সুত গৃহাদিতে আসক্তি ত্যজিয়ে।
অভিমান মোহ নাহি হৃদয়ে রাখিয়ে॥
সুখ দুঃখ-হতে মুক্ত হয়েছে যে জন।
অবিদ্যা-বিহীন হয় সেই বিচক্ষণ॥
আত্ম-জ্ঞান-সমন্বিত তাহারেই কয়।
কামনা-বিহীন সেই ওহে ধনঞ্জয়॥
অব্যয় পরম পদ পায় সেই জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
দিবাকর শশধর কিম্বা হুতাশন।
যারে প্রকাশিতে শক্ত কভু নাহি হন॥
নিবৃত্ত না হয় পুনঃ যাহারে পাইলে।
শাস্ত্রেতে পরম পদ তাহারেই বলে॥
এই জীবলোকে জীব যাহা সনাতন।
আমারই অংশ তাহা ওহে মহাত্মন্॥
প্রকৃতিস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ে আরো যে মনেরে।
আকর্ষণ করে জীব কহিনু তোমারে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
পুষ্পগন্ধ লয়ে যায় পবন যেমন॥
সেইরূপ জীব যবে দেহ লাভ করে।
অথবা বর্জ্জন করে পূর্ব্বের শরীরে॥
পূর্ব্বদেহ হতে লয়ে ইন্দ্রিয় তখন।
পুনঃ জীব অন্য দেহে করেন গমন॥
এই জীব চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ত্বক ঘ্রাণ।
মন আদি মধ্যে করি নিজ অধিষ্ঠান॥
শব্দাদি বিষয় সব উপভোগ করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
দেহান্তরগামী কিম্বা দেহে অবস্থিত।
বিষয়ের ভোগী কিম্বা ইন্দ্রিয়াদি-যুত॥
এরূপ জীবেরে পার্থ করিতে দর্শন।
কভু না সক্ষম হয় মূঢ়মতিগণ॥
জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারা দেখিবারে পারে।
অন্যের নাহিক সাধ্য কহিনু তোমারে॥
যোগী জন হৃদি মাঝে করিয়া যতন।
দেহস্থিত জীবে সদা করে দরশন॥
অবিশুদ্ধচিত্ত যারা ওহে নররায়।
তাহারা কদাচ তাঁরে দেখিতে না পায়॥

এই যে হেরিছ পার্থ জগত সংসার।
বিকাশী ভাস্কর চন্দ্র হুতাশন আর॥
মম তেজে তেজীয়ান্ জানিবে সকলে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
রজোবলে ভূমণ্ডলে পশি নরবর।
ভূতগণে ধরিতেছি আমি নিরন্তর॥
রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধি-নিকরে।
করিতেছি হৃষ্টপুষ্ট কহিনু তোমারে॥
শুন পার্থ এই আমি জঠরাগ্নি হয়ে।
প্রাণাপান বায়ু সহ দেহেতে পশিয়ে॥
চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করি নিরন্তর।
কহিনু দেহের তত্ত্ব ওহে বীরবর॥
সবার হৃদয়ে আমি পশি সর্ব্বক্ষণ।
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান পায় সব জন॥
আমা হতে উভয়ের অভাব জনমে।
চারিবেদে বেদ্য আমি কহি তব স্থানে॥
বেদান্তের কর্ত্তা আমি বেদবক্তা আমি।
কহিলাম তব পাশে শুনহ ফাল্গুনি॥
দুইটী পুরুষ আছে জানে সর্ব্বজন।
একের অক্ষর নাম ক্ষর আর জন॥
সমস্ত ভূতেরে ক্ষর জানিবে অন্তরে।
কূটস্থে (১) অক্ষর বলে শাস্ত্রের বিচারে॥
ইহা ভিন্ন পরমাত্মা নামেতে অপর।
উত্তম পুরুষ এক আছে বীরবর॥
সে অব্যয় পরমাত্মা(২) ত্রিলোক মাঝারে।
প্রবেশ করিয়া রক্ষা করিছে সবারে॥
উভয় পুরুষ যাহা করিনু কীর্ত্তন।
ক্ষরাক্ষর বলি উহা পাণ্ডুর নন্দন॥
তাহা হতে অনুত্তম জানিবে আমারে।
উত্তম পুরুষ বলে এই হেতু মোরে॥
লোকমাঝে বলে মোরে পুরুষ উত্তম।
বেদ-মাঝে বলে তথা ওহে মহাত্মন॥

(১) কূটস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ভোক্তা।
(২) অর্থাৎ ঈশ্বর।

শুন শুন মম বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
যে জন হইয়া মোহ-রহিত-হৃদয়॥
উত্তম পুরুষ বলি আমারেই জানে।
সর্ব্ববেত্তা বলি সেই বিদিত ভুবনে॥
নানারূপে মোরে ভজে সেই সাধুজন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে বীরবর।
কহিনু পরম গুহ্য তোমার গোচর॥
ইহা পরিজ্ঞাত হলে ওহে ধনঞ্জয়।
বুদ্ধিমান্ কৃতকার্য্য সেই জন হয়॥

---

## ষোড়শ অধ্যায়।

ভগবান্ কহে পুনঃ পাণ্ডুর কুমারে।
শুন শুন তত্ত্বকথা বলিব তোমারে॥
যড়বিংশবিধ গুণ বিদিত ভুবন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥
আত্মজ্ঞানে পরনিষ্ঠা স্বাধ্যায় অভয়।
চিত্তশুদ্ধি সত্যযজ্ঞ ওহে ধনঞ্জয়॥
আর্জব অহিংসা দম তপ আর দান।
ত্যাগ শান্তি দীনে দয়া ওহে মতিমান॥
অক্রোধ মৃদুতা পরনিন্দা-পরিহার।
তেজ ক্ষমা ধৃতি লজ্জা অচাপল্য আর॥
অলোভ অদ্রোহ শৌচ অভিমানত্যাগ।
এই সবে গুণ বলি ওহে মহাভাগ॥
দৈব-সম্পত্তিরে লক্ষ্য করিয়া যে জন।
এ ভব সংসারে করে জনম ধারণ॥
সেই জন করে এই গুণ অধিকার।
কহিনু নিগূঢ় কথা নিকটে তোমার॥
আসুর সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যে জন।
ভবধামে ওহে পার্থ লভয়ে জনম॥
সেই জনে ঘেরে আসি দম্ভ অভিমান।
নিষ্ঠুরতা দর্প রোষ আর যে অজ্ঞান॥
মুক্তির কারণ হয় দৈবের সম্পদ।
আসুর সম্পদে সদা ঘটায় বিপদ॥

বন্ধের কারণ মাত্র জানিবে উহায়।
অতএব শুন পার্থ বলি যা তোমায় ॥
দৈবী সম্পত্তিরে লক্ষ্য করি বীরবর।
আসিয়াছ তুমি পার্থ অবনী ভিতর ॥
অতএব শোক করা উচিত না হয়।
কহিনু পরম তত্ত্ব ওহে ধনঞ্জয় ॥
ইহলোকে ভূত আছে দ্বিবিধ প্রকার।
দৈব ও আসুর নামে ওহে গুণাধার ॥
দৈবের বিষয় আমি করেছি বর্ণন।
অসুরগণের কথা করহ শ্রবণ ॥
আসুর স্বভাব পার্থ যাহাদের হয়।
শৌচ বা আচার নাই তাদের নিশ্চয় ॥
নাহি জানে তারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিষয়।
অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাহি জানে ধনঞ্জয় ॥
সত্য আদি কিছুমাত্র তাহাদের নাই।
কহিলাম গূঢ় কথা এবে তব ঠাঁই ॥
উহারা অসত্য বলে জগত সংসারে।
স্বাভাবিক ভাবে কভু আপন অন্তরে ॥
ঈশ্বর-বিহীন বলে সেই সব জন।
কামজন্য বলে কভু ওহে মহাত্মন্ ॥
নর-নারী-জাত বিশ্বে চিন্তে মনে মনে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে ॥
এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি করিয়া আশ্রয়।
সেই সব অল্পবুদ্ধি মানব-নিচয় ॥
উগ্রকর্ম্মা হয় আর মলিন-অন্তর।
অমঙ্গল কারী হয় ওহে নরবর ॥
জগতের ক্ষয় হেতু তাদের জনম।
কহিলাম সার কথা তোমার সদন ॥
দুষ্পূর কামনা দম্ভ মদ অভিমান।
অবিশুদ্ধ ব্রত আদি ওহে মতিমান ॥
তাহারা এ সব করে সাদরে আশ্রয়।
মোহবশে দুরাগ্রহ লয় ধনঞ্জয় ॥
শূদ্র দেবগণে তারা আরাধনা করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
অসীম চিন্তায় তারা রহে নিমগন।
কামভোগ পুরুষার্থ ভাবে অনুক্ষণ ॥
শত শত আশাপাশে সম্বদ্ধ হইয়ে।
কাম ক্রোধ আদি নিজ হৃদয়ে ধরিয়ে ॥
কামভোগ চরিতার্থ করিবার তরে।
অন্যায় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে ॥
মনে মনে করে তারা কতই চিন্তন।
"অদ্য মম লাভ হ'ল এই সব ধন ॥
মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে আমার।
এই ধন আছে মম ধনের ভাণ্ডার ॥
পুনঃ এত ধন মম হবে উপার্জ্জন।
আমা হতে এই শত্রু হয়েছে নিধন ॥
অপর শত্রুকে আমি করিব বিনাশ।
আমি ভোগী আমি সিদ্ধ জগতে প্রকাশ ॥
আমি সুখী বলবান্ আমিই ঈশ্বর।
আমি ধনী আমি মানী কুলীন প্রবর ॥
আমার সদৃশ আর আছে কোন্ জন।
দীন জনে আমি দান করিব অর্পণ ॥
যাগাদি করিব আমি দেবের উদ্দেশে।
আমোদ করিব কত মনের হরিষে ॥"
এরূপ অজ্ঞানে মুগ্ধ রহে অনুক্ষণ।
সতত জনমে হৃদে কত চিত্তভ্রম ॥
মোহজালে সমাচ্ছন্ন রহে নিরন্তর।
কামভোগে রত রহে ওহে নরবর ॥
দারুণ নরকে শেষে নিমগন হয়।
দুর্গতি বিস্তর পায় নাহিক সংশয় ॥
নিজে হতে মানমদে প্রমত্ত হইয়ে।
সম্ভাবিত অহঙ্কৃত হইয়া হৃদয়ে ॥
দম্ভ সহ যজ্ঞ-আদি করে অনুষ্ঠান।
কিন্তু তাহা নামমাত্র ওহে মতিমান্ ॥
বল দর্প কাম ক্রোধ আর অহঙ্কার।
অসূয়া আশ্রয় করি ওহে গুণাধার ॥
আপনার দেহে আর পরের শরীরে।
আমা প্রতি দ্বেষ তারা নিরন্তর করে ॥
আমি সেই দ্বেষ্টা ক্রূর নরাধমগণে।
আসুর-যোনিতে ফেলি সংসার-ভবনে ॥
বহু জন্ম সেই যোনি করিয়া ভ্রমণ।
তথাপি আমারে নাহি পায় মূঢ়জন ॥

ক্রমে ক্রমে নীচ যোনি লভয়ে নিশ্চয়।
কৃমি-কীট-আদি হয় ওহে ধনঞ্জয় ॥
কাম ক্রোধ লোভ তিন নরকের দ্বার।
এ তিনে করিবে সাধু সদা পরিহার ॥
মুক্তি অভিলাষ করে যেই সব জন।
এ তিনে সর্ব্বথা তারা করিবে বর্জ্জন ॥
এ তিন হইতে যেবা পায় পরিত্রাণ।
সে জন নিজের করে মঙ্গল বিধান ॥
দেহ-অন্তে মুক্তি লাভ করে সেই জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন ॥
শাস্ত্রবিধি ত্যজি যেই রত স্বেচ্ছাচারে।
সিদ্ধি লাভ নাহি তার হয় কোন কালে ॥
সুখলাভ সেই জন না করে কখন।
সুগতি তাহার নাহি হয় কদাচন ॥
শাস্ত্রই প্রমাণ তব ওহে ধনঞ্জয়।
বিবেচহ কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাবিষয় ॥
শাস্ত্রোক্ত করম জানি একান্ত অন্তরে।
সেইরূপ কার্য্য কর কহিনু তোমারে ॥

---

## সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে কৃষ্ণে ওহে মহামতি।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।
ঘুচাহ মনের ধন্দ ওহে জনার্দ্দন ॥
যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি করি পরিহার।
শ্রদ্ধা সহকারে করে যজ্ঞের আচার ॥
সে শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী কিম্বা রাজসিকী হয়।
তামসিকী কিম্বা তাহা বল দয়াময় ॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সাদরে সম্বোধি কহে মধুর বচন ॥
স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সাত্ত্বিকী রাজসী পার্থ তামসিকী আর ॥
বিস্তারিয়া সেই সব করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন ওহে পাণ্ডব-ভূষণ ॥
সত্ত্বগুণরূপা শ্রদ্ধা সকলের হয়।
পুরুষের সত্ত্বময় জান ধনঞ্জয় ॥
তাহে শ্রদ্ধাবান্ পূর্ব্বে যে ছিল যেমন
তদ্রূপ হবেন পরে শাস্ত্রের বচন ॥
সাত্ত্বিকেরা দেবগণে সদা পূজা করে।
রাজসিক সেবে যক্ষ রাক্ষস নিকরে ॥
ভূতপ্রেতে পূজা করে তামসিক জন।
সত্য সত্য ইহা পার্থ শাস্ত্রের বচন ॥
কাম রাগ বল দম্ভ আর অহঙ্কার।
এই সবে মত্ত হয়ে যেই দুরাচার ॥
লোক-ভয়াবহ তপ আচরণ করে।
তাহাদের কথা বলি তোমার গোচরে ॥
সেই সব অবিবেকী দুরাচারগণ।
বৃথা উপবাস আদি করিয়া সাধন ॥
শরীরস্থ ভূতগণে অতি ক্লিষ্ট করে।
অধিকন্তু দেয় কষ্ট অন্তস্থ আমারে ॥
আসুর-স্বভাব তারা নাহিক সংশয়।
কহিলাম সার কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
যজ্ঞ তপ দান পার্থ অথবা আহার।
সকলি ত্রিবিধ হয় জান সারোদ্ধার ॥
সবিস্তার ভেদ আমি করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন ওহে কুন্তীর নন্দন ॥
আয়ুষ্কর বলকর উৎসাহ জনক।
আরোগ্যদ সুখপ্রদ রুচিপ্রবর্দ্ধক ॥
রসযুক্ত স্নেহযুক্ত অতি মনোহর।
বহুদিন-স্থায়ী যাহা ওহে নরবর ॥
হেন বস্তু সাত্ত্বিকের অতি প্রিয়তম।
সাত্ত্বিকেরা এই সব করেন ভোজন ॥
অতি কটু অতি অম্ল অতীব লবণ।
অতি উষ্ণ অতি তীক্ষ্ণ ওহে মহাত্মন ॥
অতি রুক্ষ অতি দাহী দুঃখশোককর।
ব্যাধির আকর যত পদার্থ নিকর ॥
রাজসিক জনে ইহা করয়ে ভোজন।
তাহাদের এই সব অতি প্রিয়তম ॥
অনেক ক্ষণের পক্ক রসহীন আর।
পর্য্যুষিত মন্দগন্ধ যে সব আহার ॥

অপবিত্র ভোজ্য আর উচ্ছিষ্ট সকল।
তামস জনের প্রিয় ওহে গুণধর ॥
ফলাকাঙ্ক্ষা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন।
কর্ত্তব্য বোধেতে হয়ে ঐকান্তিক মন ॥
আবশ্যক যেই যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।
তাহাই সাত্ত্বিক বলি জানিবে ধীমান ॥
ফলের কামনা করি অন্তর মাঝারে।
মহত্ত্ব প্রকাশ হেতু অবনী ভিতরে ॥
যেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় ধনঞ্জয়।
রাজসিক তার নাম শাস্ত্রে হেন কয় ॥
অসৃষ্টান্ন (১) বিধিহীন দক্ষিণাবিহীন।
শ্রদ্ধাশূন্য দানশূন্য যাহা মন্ত্রহীন ॥
তামসিক বলে পার্থ এ হেন যজ্ঞেরে।
ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলিনু তোমারে ॥
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ জনের পূজন।
শুচিতা ঋজুতা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ ॥
অহিংসা এ সবে পার্থ জানিবে অন্তরে।
শারীর তপস্যা বলে শাস্ত্রের বিচারে ॥
সত্যবাক্য প্রিয়বাক্য হিতবাক্য আর।
উদ্বেগবিহীন বাক্য ওহে গুণাধার ॥
বেদাভ্যাস এই সবে জানিবে অন্তরে।
বাঙ্ময় তপস্যা বলে শাস্ত্রের বিচারে ॥
চিত্তের প্রসাদ আর মৌনাবলম্বন।
ভাবশুদ্ধি অক্রূরতা আত্মার দমন ॥
মানস তপস্যা পার্থ এই সবে বলে।
বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
ফলবাঞ্ছা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন।
শ্রদ্ধা সহ যেই তপ করে আচরণ ॥
সাত্ত্বিক তাহার নাম ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই তপ নাহিক সংশয় ॥
সৎকার অর্থলাভ দম্ভ আর মান।
এই সব হেতু যেই তপ-অনুষ্ঠান ॥

(১) অসৃষ্টান্ন অর্থাৎ যে যজ্ঞে অনাদি ব্রাহ্মণাদি দ্বারা নিষ্পাদিত হয় নাই।

ক্ষণিক তপস্যা তাহা নাহিক সংশয়।
রাজসিক বলে তারে ওহে ধনঞ্জয় ॥
অবিবেককৃত যেই তপ আচরণ।
যেই তপ হয় আত্মা করিয়া পীড়ন ॥
অন্যের বিনাশ হেতু কিম্বা যাহা হয়।
তামসিক বলে তারে ওহে ধনঞ্জয় ॥
কর্ত্তব্য এ হেন জ্ঞান করিয়া অন্তরে।
দেশ কাল পাত্র আদি বিবেচনা করে ॥
প্রত্যুপকারেতে অক্ষমেরে যেই দান।
সাত্ত্বিক তাহারে বলে ওহে মতিমান ॥
স্বর্গাদি কামনা করি কষ্ট সহকারে।
প্রতি উপকার কিম্বা লভিবার তরে ॥
যেই দান করা যায় ওহে ধনঞ্জয়।
রাজসিক তার নাম শাস্ত্রে হেন কয় ॥
অবিশুদ্ধ স্থানে আর অনুচিত কালে।
সৎকার-রহিত আর অপাত্রের করে ॥
তিরস্কার সহ দান যাহা করা যায়।
তামসিক বলে তারে ওহে নররায় ॥
ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম জানিবে ধীমান।
ওঁ, তৎ, সৎ এই ত্রিবিধ আখ্যান ॥
এই তিন নামে ওহে কুন্তীর নন্দন।
বিপ্র বেদ যজ্ঞ তিন হয়েছে সৃজন ॥
এই হেতু ব্রহ্মবাদীগণের বিধানে।
যজ্ঞ দান তপ যাহা দেখহ নয়নে ॥
ওঁকার উচ্চারি সব হয় সম্পাদন।
শুনিলে নিগূঢ় কথা ওহে মহাত্মন ॥
মুক্তি বাঞ্ছা করে যারা এ ভব সংসারে।
ফলবাঞ্ছা নাহি রাখি হৃদয় মাঝারে ॥
নানাবিধ যজ্ঞ তপ দান অনুষ্ঠান।
সতত করেন তাঁরা ওহে মতিমান ॥
অস্তিত্ব সাধুত্ব আর মঙ্গল করমে।
সৎশব্দ প্রয়োগ হয় কহি তব স্থানে ॥
ঈশ্বর উদ্দেশে যজ্ঞে তপে আর দানে।
যেই সব কর্ম্ম হয় শুন অবধানে ॥
সৎশব্দ প্রয়োগ হয় জানিবে তাহায়।
কহিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায় ॥

অশ্রদ্ধা সহিত যেই হোম তপ দান।
অথবা যে কোন কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠান॥
অসৎ তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয়।
ইহ পর উভলোকে সফল না হয়॥

---

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন।
মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিসূদন॥
সন্ন্যাসের তত্ত্ব আর ত্যাগের বিষয়।
সবিশেষ জানিবারে চাহি দয়াময়॥
কৃপা করি সেই সব করহ কীর্ত্তন।
তুমি ভিন্ন আর মম নাহি কোন জন॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি চক্রপাণি।
কহিলেন বলিতেছি শুনহ ফাল্গুনি॥
কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ যাহা তাহাই সন্ন্যাস।
বিচক্ষণ জনে হেন করেন প্রকাশ॥
সর্ব্বরূপ কর্ম্মফল-ত্যাগ যাহা হয়।
তাহারেই ত্যাগ বলে পণ্ডিত নিচয়॥
হিংসাদি দোষের ন্যায় সকল করম।
করিবেক পরিত্যাগ কহে কোন জন॥
যজ্ঞ দান তপ নাহি করিবেক ত্যাগ।
কেহ কেহ বলে ইহা ওহে মহাভাগ॥
প্রকৃত ত্যাগের কথা শুন গুণাধার।
তামসাদি ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ প্রকার॥
যজ্ঞ দান তপ নাহি ত্যজিবে কখন।
অবশ্য করিবে পার্থ সব আচরণ॥
কেন না যজ্ঞাদি কার্য্য বিবেকী জনের।
পবিত্রতা সাধক হয় জানিবে চিত্তের॥
আমার নিশ্চিত মত ওহে মহাত্মন।
আসক্তি করমফল করিয়া বর্জ্জন॥
সতত করিবে এই সব অনুষ্ঠান।
কহিনু মনের কথা তব বিদ্যমান॥
নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা সমুচিত নয়।
মোহবশে যদি ত্যাগ করে ধনঞ্জয়॥
তামস তাহারে বলে জানিবে ধীমান।
কহিনু নিগূঢ় কথা তব বিদ্যমান॥
দুঃখের কারণ ভাবি ভীত হয়ে মনে।
শরীরের কষ্ট হবে এই সে কারণে॥
কর্ম্ম-পরিত্যাগ যাহা ওহে ধনঞ্জয়।
রাজস তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয়॥
রাজসিক ত্যাগী পার্থ হয় যেই জন।
ত্যাগফল নাহি লভে সে জন কখন॥
আসক্তি করমফল করি বিসর্জ্জন।
কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে মনে করিয়া চিন্তন॥
যেই কার্য্য অনুষ্ঠান ওহে ধনঞ্জয়।
সাত্ত্বিক তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয়॥
মেধাবী সংশয়হীন সত্ত্বগুণবান্।
হেন ত্যাগী যেই জন ওহে মতিমান॥
দুঃখকর বিষয়েতে নাহি করে দ্বেষ।
সুখের বিষয়ে নাহি অনুরাগ-লেশ॥
নিঃশেষে সকল কার্য্য করিবারে ত্যাগ।
কভু নাহি পারে দেহী ওহে মহাভাগ॥
কিন্তু যিনি কর্ম্মফল করেন বর্জ্জন।
তাঁরে ত্যাগী বলা যায় ওহে মহাত্মন॥
তিনরূপ ফল হয় ওহে মতিমান।
ইষ্টানিষ্ট মনুষ্যত্ব এ তিন আখ্যান॥
ত্যাগী নাহি হন যাঁরা ওহে মহাত্মন।
দেহান্তে এ সব ফল তাঁরা প্রাপ্ত হন॥
সন্ন্যাসীরা কভু উহা লভিবারে নারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
শুন শুন মহাবাহো আমার বচন।
কর্ম্মসিদ্ধি বিষয়ের যে পঞ্চ কারণ॥
বেদান্তসিদ্ধান্তে আছে যে পঞ্চ প্রকার।
মম মুখে শুন তাহা ওহে গুণাধার॥
দেহ কর্ত্তা পৃথক্ বিধি পৃথক্ যতন।
দৈব এই পঞ্চবিধ শুনহ কারণ॥
কায়মনোবাক্যে যাহা হয় অনুষ্ঠান।
ন্যায্যান্যায্য যাহা হোক ওহে মতিমান॥
এ পাঁচ তাহার হেতু জানিবে সুজন।
বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন॥

এরূপ কারণ স্থির হলে যেই জন।
অসঙ্গ আত্মার করে কর্ত্তৃত্ব দর্শন॥
সে দুর্ম্মতি সম্যক্‌দর্শী কভু নাহি হয়।
জানিবে নিশ্চয় ইহা ওহে ধনঞ্জয়॥
যাঁর বুদ্ধি কভু নাহি কার্য্যে ব্যাপ্ত রয়।
আমি কর্ত্তা ইহা মনে কভু নাহি হয়॥
সমস্ত লোকেরে নাশ করি সেই জন।
আপনি বিনাশ নাহি পায় কদাচন॥
অধিকন্তু সেই জন্য সেই সাধুজন।
ফলভোগ নাহি করে ওহে মহাত্মন॥
জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা এ তিন কারণে।
প্রবর্ত্তিত হয় সদা কর্ম্ম সম্পাদনে॥
কারণ পরম কর্ত্তা এই তিন জন।
ক্রিয়ার আশ্রয় হয় ওহে মহাত্মন॥
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা তিন ওহে মহোদয়।
গুণভেদে প্রত্যেকেতে তিনরূপ হয়॥
সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপ আছয়ে বর্ণন।
বলিতেছি তাহা পার্থ ওহে মহাত্মন॥
যেই জ্ঞানে সাধুজন এ ভব সংসারে।
অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব নিরীক্ষণ করে॥
সর্ব্বভূতে অবস্থিত করে দরশন।
সে জ্ঞানে সাত্ত্বিক বলে ওহে মহাত্মন॥
পৃথক্ পৃথক্ বস্তু পৃথক্ প্রকারে।
যেই জ্ঞানে সর্ব্বভূতে জানিবারে পারে॥
রাজসিক সেই জ্ঞান ওহে ধনঞ্জয়।
শাস্ত্রের বিচার ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
প্রতিমা আদিতে পূর্ণ আছেন ঈশ্বর।
অযথার্থ হেন জ্ঞান ওহে নরবর॥
তামসিক বলে তারে শাস্ত্রের বিচারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
অভিনিবেশবিহীন নিষ্কাম যে জন।
অনুরাগ দ্বেষ আদি করি বিসর্জ্জন॥
যেই সব নিত্যকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
সাত্ত্বিক তাহারে বলে ওহে মতিমান॥
অহঙ্কারী যেই আর কামপরায়ণ।
বহু ক্লেশ করি করে কর্ম্ম আচরণ॥
রাজসিক বলে তারে ওহে ধনঞ্জয়।
জানিবে নিশ্চয় পার্থ শাস্ত্রে হেন কয়॥
ভাবী শুভাশুভ হিংসা আর বিত্তক্ষয়।
পৌরুষ ইত্যাদি নাহি ভাবি ধনঞ্জয়॥
মোহবশে যেই কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠান।
তামসিক বলে তারে ওহে মতিমান॥
আসক্তি-বিহীন যিনি নাহি অহঙ্কার।
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দোঁহে নাহিক বিকার॥
ধৈর্য্যবান্ সমুৎসাহী কর্ত্তা যেই জন।
সাত্ত্বিক তাহারে বলে ওহে মহাত্মন॥
কর্ম্মফল-অভিলাষী সানুরাগমতি।
অশুচি হিংসক আর লোভন-প্রকৃতি॥
হর্ষশোক-সমন্বিত কর্ত্তা যেই জন।
রাজসিক বলে তারে ওহে মহাত্মন॥
উদ্ধত বিবেকশূন্য বিষাদ-অন্তর।
অযুক্ত অলস শঠ দীর্ঘসূত্রী নর॥
পর-অপমান করে যেই দুরাচার।
তামসিক কর্ত্তা যেই ওহে গুণাধার॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বলিব তোমারে।
বুদ্ধি আর ধৈর্য্য দুই গুণ অনুসারে॥
তিন রূপ হয় পার্থ কহিনু বচন।
বলিতেছি মন দিয়া করহ শ্রবণ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্য্য অকার্য্য অভয়।
বন্ধ মোক্ষ ভয় আদি ওহে ধনঞ্জয়॥
যাহা দ্বারা এই সব জানিবারে পারে।
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী বলি জানিবে অন্তরে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য যথার্থ প্রকারে।
যাহা দ্বারা ওহে পার্থ জানিবারে নারে॥
সে বুদ্ধি রাজসী বলি জানিবে নিশ্চয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয়॥
যেই বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন অজ্ঞান আঁধারে।
অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন করে॥
সকল পদার্থে করে বিপরীত রূপ।
তামসিক বলে তারে জানিবে স্বরূপ॥
চিত্ত-একাগ্রতা জন্য বিষয়-অন্তর।
যেই ধৃতি নাহি ধরে ওহে নরবর॥

মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয়।
ধারণ করয়ে তাহা সাত্ত্বিকী নিশ্চয়॥
ফলাকাঙ্ক্ষা করি ধর্ম্ম অর্থ আর কাম।
যে ধৃতি ধারণ করে ওহে মতিমান॥
রাজসী তাহার নাম জানিবে সুজন।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন॥
যেই ধৃতিবশে সব অবিবেকী নর।
স্বপ্ন ভয় ত্যজিবারে নারে নরবর॥
শোক দুঃখ গর্ব্ব ত্যাগে শক্ত নাহি হয়।
সে ধৃতি তামসী বলি খ্যাত ধনঞ্জয়॥
যে সুখ লভিলে হয় দুঃখ অবসান।
অভ্যাসেতে যাহে রত হয় মতিমান॥
তাদৃশ ত্রিবিধ সুখ করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন বলি ওহে মহাত্মন॥
প্রথমে বিষের ন্যায় যেই সুখ হয়।
পরিণামে সুধাতুল্য ওহে ধনঞ্জয়॥
আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি যাহে মতিমান।
প্রসন্ন হইয়া উঠে শুনহ ধীমান॥
সাত্ত্বিক তাহার নাম জানিবে নিশ্চয়।
শাস্ত্রের বচন বলিলাম ধনঞ্জয়॥
বিষয় ইন্দ্রিয় এই দুয়ের যোগেতে।
সুধা সম বোধ হয় যাহা প্রথমেতে॥
পরিণামে বিষ সম যাহা বোধ হয়।
রাজসিক সুখ তারে বলে ধনঞ্জয়॥
প্রথমে পশ্চাতে যাহা আত্মমোহকর।
নিদ্রালস্য প্রমাদেতে জাত নরবর॥
তামসিক বলে তারে শাস্ত্রের বিচারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
পৃথিবী-মাঝারে কিম্বা অমর-ভবনে।
ত্রিগুণবিহীন প্রাণী নাহি কোন স্থানে॥
স্বভাবপ্রভব এই ত্রিবিধ গুণেতে।
বিভক্ত হয়েছে কর্ম্ম মানবভূমিতে॥
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চারির করম।
বিভক্ত হয়েছে পার্থ কহিনু বচন॥
স্বাভাবিক কর্ম্ম যাহা ব্রাহ্মণের হয়।
বলিতেছি শুন তাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
শম দম শৌচ ক্ষমা সরলতা জ্ঞান।
আস্তিক অষ্টম আর জানিবে বিজ্ঞান॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যাহা করহ শ্রবণ।
শৌর্য্য তেজ ধৃতি দান ঈশ্বর-চিন্তন॥
সমরে ক্ষত্রিয় কভু বিমুখ না হবে।
সর্ব্বত্রে সকল কাজে দক্ষতা দেখাবে॥
বৈশ্যের করম তিন জানি ধনঞ্জয়।
কৃষি গোরক্ষণ আর বাণিজ্য নিশ্চয়॥
একমাত্র পরিচর্য্যা শূদ্রের করম।
বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন॥
নিজ নিজ কর্ম্মে রত যেই জন রয়।
সিদ্ধিলাভ করে সেই নাহিক সংশয়॥
স্বকর্ম্ম নিরত ব্যক্তি ওহে মহাত্মন।
যেরূপে লভেন সিদ্ধি করহ শ্রবণ॥
যেই অন্তর্যামী ঈশ হতে ধনঞ্জয়।
সবার প্রবৃত্তি পার্থ হয়েছে উদয়॥
যিনি ব্যাপ্ত সদা রন এ বিশ্ব-সংসারে।
তাঁহারে পূজিয়া নর সিদ্ধি লাভ করে॥
স্বকর্ম্মে তাহারে পূজা করিয়া সুজন।
সিদ্ধি লাভ করে পার্থ শাস্ত্রের বচন॥
অঙ্গহীন নিজ ধর্ম্ম বরং শ্রেষ্ঠ হয়।
পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম নয়॥
স্বভাববিহিত কার্য্য কৈলে অনুষ্ঠান।
পাপভোগ নাহি হয় ওহে মতিমান॥
স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি দোষযুক্ত হয়।
কভু না ত্যজিবে তাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
কেন না ধূমেতে ঢাকা অনল যেমন।
দোষ দ্বারা ঢাকা রহে করম তেমন॥
আসক্তি-বিহীন জিত-আত্মা যেই জন।
স্পৃহাশূন্য যেই হয় ওহে মহাত্মন॥
সন্ন্যাসের দ্বারা সেই ওহে ধনঞ্জয়।
সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করে নাহিক সংশয়॥
করম-নিবৃত্তিরূপ সর্ব্বশুদ্ধি পায়।
কহিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায়॥
সিদ্ধগণ যেইরূপে ব্রহ্মলাভ করে।
বলিতেছি সেই জ্ঞান তোমার গোচরে

সংক্ষেপে বলিব সেই জ্ঞানের বিষয়।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
শুদ্ধবুদ্ধিযুত জন ধৈর্য্য সহকারে।
বুদ্ধিকে সংযত করি আপন অন্তরে॥
শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া বর্জ্জন।
রাগ-দ্বেষ-শূন্য হবে ওহে মহাত্মন॥
মিতাহারে শুদ্ধ স্থানে করি অবস্থিতি।
সংযত করিয়া কায় আর মনোবৃত্তি॥
বৈরাগ্য আশ্রয় করি ওহে ধনঞ্জয়।
ধ্যান-যোগ অনুষ্ঠান করিবে নিশ্চয়॥
কাম ক্রোধ পরিগ্রহ দর্প অহঙ্কার।
বল আদি তেয়াগিয়া ওহে গুণাধার॥
মমতাবিহীন হয়ে শান্তভাব হলে।
ব্রহ্মে স্থিতি লভে সেই অতি অবহেলে॥
ব্রহ্মে অবস্থিত হয় যেই সাধুজন।
প্রসন্ন অন্তর তার সদা সর্ব্বক্ষণ॥
লোভের বশগ সেই কভু নাহি হয়।
সর্ব্বভূতে সমভাব সদা তার রয়॥
পরম ভকতি জন্মে আমার উপরে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
সেই ভক্তিবলে শেষে ওহে ধনঞ্জয়।
আমার স্বরূপ সেই পরিজ্ঞাত হয়॥
সর্ব্বব্যাপকত্ব মোর জানিবারে পারে।
পরিণামে মোতে সেই সংপ্রবেশ করে॥
আমারে আশ্রয় করি যেই সাধুজন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে ওহে মহাত্মন॥
আমার প্রসাদে সেই মহা সাধুবর।
অব্যয় শাশ্বত পদ লভে নরবর॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
সর্ব্ব কর্ম্ম মমোপরে কর সমর্পণ॥
বুদ্ধিযোগে বুদ্ধিযোগ করিয়া আশ্রয়।
আমাতে একান্ত রত হও ধনঞ্জয়॥
নিরন্তর মোতে চিত্ত কর সমর্পণ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
আমাতে একান্ত রত হলে ধনঞ্জয়।
না রহিবে কভু তব দুঃখ সমুদয়॥

মম অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসারে।
সমুত্তীর্ণ হবে পার্থ কহিনু তোমারে॥
কিন্তু যদি গর্ব্বভরে না শুন বচন।
অবশ্য বিনষ্ট হবে ওহে মহাত্মন॥
অহঙ্কার-বশে যদি করে থাক স্থির।
যুদ্ধ না করিবে কভু শুনহ সুধীর॥
তাহা হলে তব পক্ষে সকলি নিষ্ফল।
কেন না প্রকৃতিবশে ঘটিছে সমর॥
শুন শুন কুন্তীসুত আমার বচন।
মোহবশে এবে নাহি করিতেছ রণ॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে ধনঞ্জয়।
অবশ্য করিতে হবে নাহিক সংশয়॥
ক্ষত্রিয়-সুলভ শৌর্য্য করিয়া স্মরণ।
অবশ্য পরেতে রণে হবে নিমগন॥
দারুযন্ত্রে পুত্তলিকা করি আরোপণ।
সূত্রধার তারে যথা করায় ভ্রমণ॥
ঈশ্বর তদ্রূপ রহি সবার হৃদয়ে।
মায়াবশে ফিরাতেছে ঘুরায়ে ঘুরায়ে॥
এক্ষণ আমার বাক্য করহ ধারণ।
ঈশের স্মরণ লও ওহে মহাত্মন॥
তাঁহার প্রসাদে তুমি ওহে ধনঞ্জয়।
নিত্য স্থান শান্তি আর লভিবে নিশ্চয়॥
পরম জ্ঞানের কথা অতি গুহ্যতম।
করিনু তোমার পাশে সকলি কীর্ত্তন॥
মনে মনে আলোচনা করিয়া সকল।
যাহা ইচ্ছা কর তাহা ওহে নরবর॥
আমার একান্ত প্রিয় তুমি নররায়।
তোমার প্রীতির হেতু কহি পুনরায়॥
হিতকর গুহ্য কথা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া ওহে পার্থ করহ শ্রবণ॥
চিত্ত সমর্পণ কর আমার উপর।
আমারে ভজনা কর ওহে নরবর॥
আমার উদ্দেশে কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ভক্তিভরে মোরে সদা করহ প্রণাম॥
একান্ত আমার প্রিয় তুমি মহাত্মন।
আমারে লভিবে তুমি কহিনু বচন॥

সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
একমাত্র মোরে তুমি করহ শরণ॥
শোকাকুল নাহি হও ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত তোমা করিব নিশ্চয়॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
গীতার্থ যে সব কথা করিনু কীর্ত্তন॥
কভু নাহি প্রকাশিবে সবার গোচরে।
সতর্ক করিয়া পার্থ দিলাম তোমারে॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যেই নাহি করে অনুষ্ঠান।
ভক্তি নাহি যার হৃদে ওহে মতিমান॥
অসূয়া প্রকাশ করে আমার উপরে।
কভু নাহি প্রকাশিবে তাহার গোচরে॥
ভক্তিযুত হয়ে যিনি ওহে ধনঞ্জয়।
ভক্তেরে শুনাবে এই গোপন বিষয়॥
আমারে লভিবে সেই সাধু মহাজন।
কহিনু পরম তত্ত্ব তোমার সদন॥
সেই জন মম প্রিয় অবনীমণ্ডলে।
তাহা হতে প্রিয় আর নাহি কোন স্থলে॥
তাহা হতে প্রিয় নাহি হবে কোন জন।
বলিনু মনের কথা তোমার সদন॥
তোমাতে আমাতে এই কথোপকথন।
ধর্ম্ম-অনুগত ইহা ওহে মহাত্মন॥
যে জন পড়িবে ইহা অতি ভক্তিভরে।
মম পূজা হবে তাহে জানিবে অন্তরে॥
জ্ঞানযজ্ঞে হবে তাহে আমার পূজন।
সত্য সত্য মম বাক্য ওহে মহাত্মন॥
অসূয়া-বিহীন হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে।
যদি কেহ শুনে ইহা কহিনু তোমারে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুজন।
শুভলোকে যাবে সেই কহিনু বচন॥
অশ্বমেধ আদি যারা করে অনুষ্ঠান।
অন্তিমে যে স্থানে তারা করয়ে পয়াণ॥
সে স্থানে শুভগতি হইবে নিশ্চয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয়॥
বল দেখি ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসি তোমারে।
শুনিলে কি এই সব একান্ত অন্তরে॥
অজ্ঞান-জনিত মোহ হ'ল কি বিনাশ।
মম পাশে তাহা পার্থ করহ প্রকাশ॥

কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সবিনয়ে কহে তাঁরে পাণ্ডুর নন্দন॥
তোমার প্রসাদে দেব ওহে দয়াময়।
আত্মজ্ঞান লভিয়াছি নাহিক সংশয়॥
মোহমাত্র নাহি আর আমার অন্তরে।
স্মৃতি লাভ করিয়াছি কহিনু তোমারে॥
সমস্ত সন্দেহ মম হ'ল বিদূরণ।
তব উপদেশ আমি করিব পালন॥

সঞ্জয় সম্বোধি তবে ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
শুন শুন নরনাথ ওহে মহোদয়॥
বাসুদেব অর্জ্জুনের এ হেন সংবাদ।
শুনিয়াছি নিজ কর্ণে ওহে নরনাথ॥
অত্যদ্ভুত কথা সব ওহে নরবর।
শুনি পুলকিত হয় নর-কলেবর॥
ব্যাসের প্রসাদে আমি কৃষ্ণের বদনে।
শুনিয়াছি গুহ্য কথা কহি তব স্থানে॥
শুন শুন নরপতি আমার বচন।
অদ্ভুত পবিত্র কথা করিয়া স্মরণ॥
মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হতেছে শরীর।
সন্তুষ্ট হতেছি হৃদে ওহে নরবীর॥
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন।
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ করিয়া স্মরণ॥
বিস্মিত হতেছি আমি ওহে গুণাধার।
রোমাঞ্চিত হইতেছে দেহ বারম্বার॥
আমার হৃদয়ে এই হয় অনুমান।
যে পক্ষে গাণ্ডীবী আছে ওহে মতিমান
যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যিনি নিজে যোগেশ্বর।
রাজলক্ষ্মী সেই পক্ষে ওহে নরবর॥
সত্য সত্য সেই পক্ষে বুঝেছি বিজয়।
সেই পক্ষে অভ্যুদয় জানিবে নিশ্চয়॥
সেই পক্ষে নীতিলাভ শুনহ রাজন।
বলিনু মনের কথা তোমার সদন॥

---